Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/162
1769 8
2/162

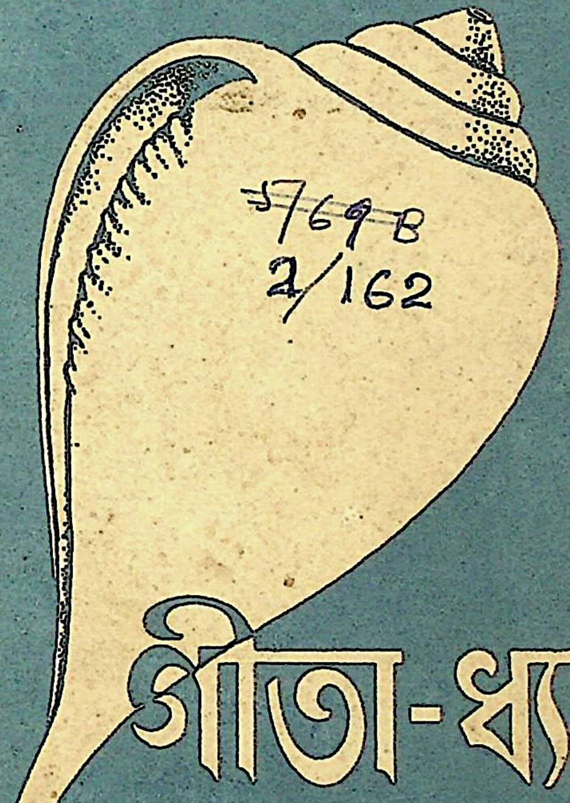

গীতা-ধ্যান

LIBRARY
No. 217
BANARAS

ষষ্ঠ খণ্ড

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

5969B
2/162

LIBRARY
No. 819(4)
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা-ধ্যান

ষষ্ঠ খণ্ড

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"

LIBRARY
No. 2/162
Shri Shri ... Ashram
BANARAS.

মহানন্দব্রত ব্রহ্মচারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :
সুদর্শন সম্পাদক
৩, অন্নদা নিয়োগী লেন্, বাগবাজার,
কলিকাতা-৩
প্রথম সংস্করণ—১০০০
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী—১৩৭৩

মূল্য ২.৫০ পয়সা

মুদ্রাকর :
শ্রীকালীকৃষ্ণ ঘোষ
শ্রীশ্রীচণ্ডীপ্রেস
১০২, বি, কে, পাল এভিন্যু
কলিকাতা-৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

মহানাম প্রচারণে প্রধান হোতা শ্রীপাদ মহেন্দ্রজীর দক্ষিণ হস্ত,
মহাকীর্ত্তন যজ্ঞারম্ভে প্রধান পুরোধা, কীর্ত্তনে সদাত্মস্থ,
তপস্যায় স্থির, ভজনে গম্ভীর, আদর্শে ভাস্বর,
শ্রীহরিপুরুষের নিত্যাবির্ভাবভূমি ডাহাপাড়াধামের
প্রেমসেবায় 'সুচিরং ধৃতব্রত',
বন্ধুহরির লীলারস-সাগরে যিনি স্বতঃ নিমজ্জিত,
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অক্ষর যাঁর মধুকণ্ঠে রসায়িত,
গীতোক্ত মন্ত্র—
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥
যাঁহার জীবনব্যাপী সাধনায়
মূর্ত্তিমন্ত,
যিনি "ধ্যান যোগ পরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ"
বৈষ্ণব কুলমণি, বান্ধবরত্নখণি, দাদামনি,

শ্রীশ্রীপাদ শ্রীকুঞ্জদাসজীর

করকমলে
অখণ্ড গীতাধ্যান-যজ্ঞের শেষ খণ্ড
পূর্ণাহুতিস্বরূপ
সমর্পিত।

স্নেহসিক্ত, পদাশ্রিত ভৃত্য
মহানামব্রত

জন্মাষ্টমী—১৩৭৩ শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
সপ্তদশ অধ্যায়		
স্বভাব ও শ্রদ্ধা	...	১
আহারাদির ত্রৈবিধ্য	....	৫
ওঁ তৎ সৎ (ক)	....	১০
ওঁ তৎ সৎ (খ)	...	১৭
অষ্টাদশ অধ্যায়		
অর্জুনের জানিবার ইচ্ছা	...	২৫
সন্ন্যাসী কে?	....	৩০
কর্ম্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ	...	৩৩
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য	...	৩৭
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি	....	৪২
মহাসমন্বয়	...	৪৫
তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা	...	৪৮
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু	...	৫৬
পঞ্চসোপান	...	৬০
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যম্	...	৬৪
শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাসা	...	৬৭
অর্জ্জুনের উত্তর	...	৬৯
যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধনুর্দ্ধর পার্থ	...	৭৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 5769B
Shri Shri ... Ashram

প্রকাশকের নিবেদন

গীতাধ্যানের ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইল। সেই সঙ্গে ব্রহ্মচারিজী মহারাজের গীতাসম্বন্ধে বক্তব্যও শেষ হইল। গীতাধ্যানের ইহাই শেষ খণ্ড। প্রকাশে বিলম্ব হইল, সেইজন্য গীতাধ্যানের আগ্রহান্বিত পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

গীতা কামধেনু। ইহার উৎস অফুরন্ত। দোহন-কর্ত্তার শক্তি সামর্থ্যানুসারে যত ইচ্ছা অমৃত ইহা হইতে দোহন করা যাইতে পারে। কিন্তু এমন কথা কখনই বলা যাইবে না, গীতা-গাভীর সমস্ত দুগ্ধই নিঃশেষে দোহন করা হইয়া গিয়াছে। গীতা শুধু উপদেশ নহে, গীতা তত্ত্ব—ভগবত্তত্ত্ব। ভগবত্তত্ত্ব অনুভূত হইলেও ইহা নিত্যই নবায়মান—ইহার কখনই শেষ নাই। শ্রুতির ভাষায় বলা যাইতে পারে :—"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"। কাজেই গীতা-সম্বন্ধে এমন কথা কেহই কখনও বলিতে পারিবেন না যে, গীতা-সম্বন্ধে আমার অনুভূতিই শেষ এবং আমি যাহা বলিলাম তদতিরিক্ত আর কিছুই বলিবার নাই। গীতা-ধ্যানের ধ্যানকর্ত্তা ব্রহ্মচারিজী মহারাজও এমন দাবী অবশ্যই করেন না যে, গীতাধ্যানে গীতাসম্বন্ধে সব কথাই নিঃশেষে বলা হইয়া গিয়াছে আর বলিবার কিছুই নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গীতা ভগবত্তত্ত্ব—ভগবত্তত্ত্বের ইতি করা চলে না। তবে গীতা-ধ্যানসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হইল, এই গীতাধ্যান গীতার এমন একটি ব্যাখ্যা যাহা গীতার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য বিধানে অপরূপ রূপ তথা সর্ব্বজন আস্বাদ্য-রূপে অভূতপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহা শুধু আমাদেরই কথা নহে, যাঁহারাই গীতাধ্যানের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচখণ্ড পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের নিকট হইতেই আমরা ঐরূপ অভিমত শুনিতে পাইয়াছি। অতএব যে গীতাধ্যান সুধী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতে পারিয়াছে, গীতা জিজ্ঞাসু-দের প্রশ্নোত্তরদানে সমস্যা সকলের সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছে, সে দিক দিয়া বিচার করিয়া এমন কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবেনা যে, গীতাধ্যান ধর্ম্ম-সাহিত্যে তথা গীতা-ব্যাখ্যা-সম্বন্ধে একটি অপূর্ব্ব সংযোজনা। আর একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে গীতাধ্যান গীতা-সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীজীর একটি সার্থক সৃষ্টি অবশ্যই বলা চলে। গীতা-জিজ্ঞাসু প্রত্যেক নরনারীকেই আমরা গীতাধ্যান পাঠে সাদর আহ্বান জানাইতেছি—জানাইতেছি এই জন্য যে, যাঁহারা এখনও পাঠ করেন নাই, পাঠ করিলে—যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের ন্যায় তাঁহারাও তৃপ্ত হইতে এবং উপকৃত হইতে পারিবেন।

গ্রন্থ সম্পাদন এবং প্রকাশন বড়ই দুরূহ কাজ। কাজেই শত চেষ্টাসত্ত্বেও ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিয়াই যায়। এক্ষেত্রেও রহিয়া গেল। সেজন্য সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি।

উপরে প্রকাশক হিসাবে আমাদের যাহা বক্তব্য বলিলাম। এইবার গীতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এই আলোচনায় নূতন কিছু বলা হইবে তাহা নহে, গীতাধ্যানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা বলা হইয়াছে তাহাই পাঠক-পাঠিকাগণের সঙ্গে আস্বাদনের প্রয়াস মাত্র—

"বোধয়ন্ত পরস্পরম্" যাহার ফলে "নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।"

গীতা কি? গীতা নিখিল শাস্ত্রের তথা বেদ-উপনিষদের সার। অতএব বেদের যাহা উপযোগিতা, গীতারও সেই উপযোগিতা। বেদের উপযোগিতা সম্বন্ধে বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন—"ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো বেদয়তি স বেদঃ"—যাহা হইতে ইষ্টপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট পরিহার সম্বন্ধে অলৌকিক উপায় জানা যায় তাহাই বেদ। তাহা হইলে গীতা সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে,—গীতা ইষ্টপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট পরিহারের সম্বন্ধে যে উপায় তাহাই আমাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সে উপায় জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিযোগ। গীতা এই ত্রিবিধ যোগের ত্রিবেণী-সঙ্গম। এই সঙ্গমতীর্থে অবগাহন করিলে আত্ম-জিজ্ঞাসু হইবেন আত্মকাম—আত্মারাম। সর্ব্বার্থসিদ্ধি-প্রদ এই ত্রিবিধ যোগের কথা ভগবান্ অন্যত্রও বলিয়াছেন ভক্ত শ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে—

যোগস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিবিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥

[ভাঃ ১১।২০।৬]

—হে উদ্ধব! মানবগণের শ্রেয়োলাভার্থ ত্রিবিধ যোগ আমি উপদেশ করিয়াছি-জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি; তদ্ব্যতীত শ্রেয়োলাভের আর অন্য উপায় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধন বিষয়ে এই ত্রিবিধ যোগ একে অন্যের পরিপূরক, কেহই কাহাকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না।

জ্ঞানযোগ বৈরাগ্য এবং আত্মানাত্মবিবেকাত্মক।

অনাত্ম বস্তুতে আসক্তিই দুঃখের কারণ অতএব এতৎ সমস্ত হেয় ও পরিত্যজ্য কাজেই অনাত্ম-বস্তু-সকল ত্যাগ করিয়া স্বীয় আত্মস্বরূপ জ্ঞাত হইবার জন্য যে সতত চেষ্টা তাহাই জ্ঞানযোগ। জ্ঞানযোগী যখন অহং অভিমানাত্মক সমস্ত বস্তু হইতে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে পৃথক জ্ঞান করতঃ স্বীয় আত্মস্বরূপে স্থিত হয়, তখনই তাঁহার সংসার-বন্ধনছিন্ন হয়। এই জ্ঞানযোগই সাংখ্যযোগ বলিয়া অভিহিত। এই সাংখ্য-যোগের সিদ্ধি আর অন্যান্য যোগের সিদ্ধি যে একই প্রকার গীতায় ভগবান্ স্বয়ংই তাহা বলিয়াছেন—

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে। ৫।৫

—সাংখ্যজ্ঞান দ্বারা যে স্থান (মোক্ষ) প্রাপ্ত হওয়া যায় যোগের দ্বারাও তাহাই লব্ধ হয়।

কর্ম্মযোগের দ্বিবিধ অবস্থা—প্রথম ভূমি ও দ্বিতীয় ভূমি। ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া সকল প্রকার বিধি-নিষেধ যিনি কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে তথা শাস্ত্রমুখে ভগবদ্‌আদেশ জানিয়া অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে পালন করেন তিনিই কর্ম্মযোগী। ইহা কর্ম্মযোগের প্রথমাবস্থা বা প্রথম ভূমি।

তৎপর কর্ম্মযোগের দ্বিতীয় ভূমি। এই ভূমিতে ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ। ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ অর্থ কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের কর্ত্তা যখন নিজে ভগবানের হস্তে যন্ত্ররূপে চালিত হইয়া কর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন মনে করেন, অর্থাৎ কর্ম্মের মূল কর্ত্তা ভগবানই মনে করেন তাহাই ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ। এক কথায় স্বীয় কর্ত্তৃত্ব-বোধের রাহিত্যে ভগবৎ কর্ত্তৃত্ববোধ স্থাপন; যথা—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥১৮।৬১

কর্ম্মযোগও যে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদ গীতার নিম্নলিখিত বাক্যসকল তাহার প্রমাণ।

(ক) কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ ৩।২০
(খ) স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। ১৮।৪৫
(গ) স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ। ১৮।৪৬

এইবার ভক্তিযোগ কি, তাহার সাধন কি, সে সম্বন্ধে যৎ-কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা আমাদের ব্যক্তব্য শেষ করিব।

যাঁহার আব্রহ্মস্তম্ব সর্ব্বত্রই ভগবৎ অস্তিত্ব অনুভুত হয় "যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে", তাঁহার নিকট ত্যাজ্য বলিয়া কিছু থাকে না—ভগবৎসম্বন্ধে সকলই তখন একান্ত আপনজন—স্বীয় আত্মারই অভিন্ন অংশ বলিয়া প্রতীতি হয় তিনিই যথার্থ ভক্ত। ইহার সাধন হইল—ভগবানে আত্মসমর্পণ, ভগবানও সেই আত্মসমর্পণের কথাই গীতায় বলিয়াছেন—

(ক) তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। ১৮।৬২
(খ) মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। ১৮।৬৫
(গ) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। ১৮।৬৬

এইরূপ আত্মসমর্পণের ফলশ্রুতি বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ক) তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।
(খ) মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।
(গ) অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

অতএব গীতার ত্রিবিধ যোগের চরম ফল যে একই এবং ভক্তিযোগেই তার পরাকাষ্ঠা ভগবানের আশ্বাস, প্রতিজ্ঞা বাক্যই তার প্রমাণ। গীতামুখে ভগবানের এই সকল উক্তি গীতা-মাহাত্ম্যের নিম্নলিখিত বাক্যটির যাথার্থ্যই প্রমাণ করে।

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মবিনিঃসৃতা॥

পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত গীতাই উত্তমরূপে পাঠ করা উচিৎ। তদ্‌ব্যতিরেকে অন্যান্য বহু শাস্ত্র-পাঠের প্রয়োজনীয়তাই বা কি?॥

ওঁ তৎ সৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্ম কি বিজ্ঞান ছাড়া ?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের নাম দৈবাসুর-সম্পদ বিভাগ যোগ। ইহাতে আসুরিক সম্পদের কথা বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। যাহারা ঈশ্বর মানে না, আত্মা মানে না ও ইন্দ্রিয়সুখভোগই জীবনের সার বলিয়া মনে করে, তাহাদের চিত্তের অবস্থা সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু পাণ্টা জবাব দিয়া এই মতবাদকে খণ্ডন করেন নাই। ইহা যে অকল্যাণকর ও অবাঞ্ছিত তাহাও উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ সমগ্র গীতা গ্রন্থই ইহার জবাব। আসুরিক সম্পদের বিপরীত দৈব-সম্পদের কথা সবিস্তারে বলিয়াছেন (দৈব বিস্তরশঃ প্রোক্ত) বলিয়াই পৃথক উত্তর দানের প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

জড়-বস্তুবাদ (materialism) বর্ত্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য। ভোগসর্ব্বস্ব এই দানবীয় নিরীশ্বরবাদ প্রবলরূপে দেখা দিয়াছে আমাদের জীবনে। শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্র হইতে ধর্ম নির্ব্বাসন লাভ করিয়াছে। ঈশ্বর না মানার একটা সচেতন প্রয়াস এই যুগের লক্ষ্যনীয় বিষয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকৃতির যে সকল রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছে তাহাতে এই ভাব ব্যাপক প্রসারলাভ করিতেছে। ঈশ্বর (God) ও ধর্মকে (religion) বাদ দিয়া কোন রাষ্ট্র প্রভূত উন্নতি করিয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। নিরীশ্বর-বাদীগণের পক্ষে ইহা একটি চমৎকার বিজ্ঞাপন।

বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যক্ষ। মানুষের জীবনে তাই ইহার প্রভাব খুব বেশী। জড়বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত নিরীশ্বর তথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগসর্ব্বস্ববাদ এই যুগের নর-নারীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ধর্ম ও ঈশ্বর-প্রয়োজন জীবনে দিন দিন অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইতেছে। আধ্যাত্মিক ভাবধারায় পুষ্ট আমাদের এই দেশ ও জাতির মনে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। দৈব-সম্পদে সম্পন্ন যাঁহারা তাঁহাদের পক্ষ হইতে ইহার যথাযথ জবাব দেওয়া প্রয়োজন। নতুবা জড়-ভোগবাদের ধাক্কায় আর্য-ঋষির বিরাট আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি বিলুপ্ত হইতে পারে। শুধু গীতার নয়, গীতার উপর প্রতিষ্ঠিত আর্য্যধর্মের সুমহান ভাবধারাকে যাহাতে নাশ করিতে না পারে, এজন্য জড় ভোগবাদকে খণ্ডন করা একান্ত আবশ্যক। যুগে যুগে ভারতের মহামানবগণ এই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান যুগ সংকটে তাঁহাদের পদাঙ্ক ধরিয়াই অনুরূপ কার্য্যে ব্রতী হওয়া যাইতেছে।

ভোগবাদীর কতিপয় যুক্তি ঃ—

১। প্রকৃতি নিয়মের রাজত্ব। সকল নিয়মই প্রাকৃত (natural)। সুতরাং অপ্রাকৃত (supernatural) বা ঈশ্বরেচ্ছা (providential) কিছুই থাকিতে পারে না।

২। ক্রমভিব্যক্তিবাদ (theory of evolution) বিশ্ব সৃষ্টির একমাত্র যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা। সুতরাং পৃথক সৃষ্টিকর্তার কল্পনা মিথ্যা।

৩। প্রকৃতির মধ্যে জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে। সংগ্রামে যোগ্যই টিকিবে—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। সুতরাং দুর্বলের স্থান নাই। করুণাময় কোন সৃষ্টিকর্তা থাকিলে তিনি আগাইয়া আসিতেন অযোগ্যকে অক্ষমকে রক্ষার জন্য। কিন্তু তা যখন আসেন না, সুতরাং ঈশ্বর নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪। মানুষের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি ঈশ্বর বিশ্বাসের জনক। বিজ্ঞানের প্রসাদে যতই অজ্ঞতা দূরীভূত হইতেছে ততই ঈশ্বর-বিশ্বাস দূর হইতেছে।

৫। আত্মা বলিয়া কোন বস্তু নাই। উহা জড়েরই একটা বিশেষ প্রকাশ। চৈতন্যময় কোন ঈশ্বরের অংশ আত্মা, ইহা অবৈজ্ঞানিক কথা।

৬। জীবনের উদ্দেশ্য বহুজনের কল্যাণসাধন। ঈশ্বর নামক কোন কাল্পনিক বস্তুর লাভ জীবনের লক্ষ্য নহে। কল্যাণ অর্থ ইন্দ্রিয় ভোগ্য জগৎকে যত বেশী জনের দ্বারা যতদূর সম্ভব ভোগ করা (greatest good for the greatest number)। সুখভোগই কাম্য।

৭। ধর্মশাস্ত্রে দুঃখের মহিমা কীর্তন এবং "ত্যাগাৎ শান্তি" —এই সকল শিক্ষা ধনীদের স্বার্থ সম্পদ রক্ষার এক অপকৌশল মাত্র।

৮। ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদ কোন কিছুই চরম সত্য নহে। সকলই দেশকাল-পাত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষ যে পরিবেশে বাস করে ও যেরূপভাবে তাহার খাদ্য দ্রব্যাদি উৎপন্ন ও সরবরাহ হয় তাহার উপর নির্ভর করে তাহার মতবাদ। কৃষিপ্রধান গ্রীষ্ম প্রধান দেশের দর্শন চিন্তাও যন্ত্রপ্রধান, শীতপ্রধান দেশের তত্ত্বচিন্তার মধ্যে মিল থাকিবে না। সুতরাং ধর্ম্মরাজ্যের চরম সত্যের দাবি অযৌক্তিক।

৯। কোন নীতিই সর্ব দেশে সর্বকালে সত্য নয়। সকল নীতিই দেশকালাধীন। চরম তত্ত্ব কিছুই নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০। স্বাধীন ইচ্ছা (freedom of will) নাই। সবই প্রকৃতির নিয়মে নিয়ন্ত্রিত।

উপরোক্ত কথাগুলি আমাদের প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার উপর এক প্রচণ্ড আঘাত তুল্য। আমরা এই কথাগুলি ও তাহার কি জাবাব আছে তাহা আলোচনা করিব।

উত্তর :—

১। জড়ভোগীদের প্রথম কথা হইল প্রকৃতির সর্বত্র নিয়মের রাজত্ব। সকল ঘটনাই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা দ্বারা বিধৃত। সুতরাং অতি প্রাকৃত কিছু থাকিতে পারে না।

এই কথার উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করি, অপ্রাকৃত কিছু নাই একথা বলার অধিকার বা যোগ্যতা বিজ্ঞান কোথায় পাইল? কোন বস্তু 'আছে' বলা যত সহজ, নাই' বলা তত সহজ নয়। 'নাই' বলিতে সর্বতোমুখী ও সর্বাঙ্গীণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন। বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের কতটুকু সংবাদ বিজ্ঞান দিয়াছে? বিজ্ঞানের কাছে জানার তুলনায় অজানারাজ্য কল্পনাতীতরূপে অসীম। সুতরাং মহাবিশ্বের রহস্যের অতি সামান্য অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান-লাভ করিয়া অপ্রাকৃত কিছু নাই বলা অনধিকারীর বাগাড়ম্বর তুল্য। অধিকন্তু বিজ্ঞান কোন চরম সত্য স্বীকার করে না। অনুসন্ধান করিয়া চলাই তার কার্য্য। সুতরাং "অপ্রাকৃত কিছু নাই"—এইরূপ চরম সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানের স্বভাববিরোধী।

পক্ষান্তরে অপ্রাকৃত রাজ্যের সংবাদ যাহা অধ্যাত্ম শাস্ত্রের চরম অবদান তাহা দ্রষ্টা ঋষিদের অনুভূতিলব্ধ সত্য। উহা জড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় নহে। চক্ষু যেমন শোনে না, কান যেমন দেখে না, সেইরূপ জড়-ইন্দ্রিয়, জড় মন বুদ্ধি জড়াতীতের কোন সংবাদ রাখে না। যাঁহারা সাধনা বলে মন বুদ্ধিকে জড়াতীত করিয়াছেন তাঁহাদের পদাঙ্ক না ধরিলে অপ্রাকৃত রাজ্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। মাতৃস্তন্যে জলৌকা দংশনে রক্ত ক্ষরণই হয়। একমাত্র সন্তানের অধর স্পর্শেই দুগ্ধের দেখা মিলে।

২। ভোগবাদী বলেন,—অভিব্যক্তিবাদই সৃষ্টির এক মাত্র বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। এজন্য স্রষ্টার কোন প্রয়োজন নাই। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডরূপে পৃথিবী সৃষ্টি হবার পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ক্রমে পৃথিবী পৃষ্ঠ শীতল হইলে তৃণগুল্মলতা ও জীবজন্তুর সৃষ্টি। ক্রমভিব্যক্তিতে জড় প্রকৃতি হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষরাজ্য হইতে কীটপতঙ্গ ও প্রাণী আসিল। প্রাণীর মেরুদণ্ড ক্রমে উন্নত হইতে হইতে শ্রেষ্ঠতম প্রাণী মানবের উদ্ভব। প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিতেই এই ক্রমবিকাশ। প্রকৃতির অতীত কোন স্রষ্টা-পরিকল্পনার কোন হেতু নাই। স্রষ্টার কারুণ্যের ত কোন প্রসঙ্গই নাই।

এই কথার উত্তর দেওয়া যাইতেছে। সৃষ্টি-রহস্য অতীব দুর্জ্ঞেয়। স্রষ্টা ইহাকে আমাদের বোধের সীমার বহু দূরে রাখিয়াছেন। ক্রমভিব্যক্তি ইহার একমাত্র ব্যাখ্যা ইহা যুক্তিসহ নহে। সৃষ্টির মধ্যে একটা ক্রম আছে ঠিকই। কিন্তু জড়বস্তু হইতে প্রাণের উদ্ভব কিছুতেই সম্ভব নয়। তাহা হইলে রসায়নিক দ্রব্য হইতেই গাছপালা, জীবজন্তু সৃষ্টি করা যাইত।

ক্রমভিব্যক্তির মধ্যে এক একটী বড় বড় ফাঁক আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাতু দ্রব্য বর্ধিত হয় না। বৃক্ষাদি চলিতে পারে না, কিন্তু প্রাণী চলে। প্রাণী-জগৎ অতীতের ইতিহাস রাখে না, বা ভবিষ্যতের কল্পনা করে না। মানুষ তাহা করে। এই ব্যবধানগুলি এত বড় যে কোনক্রমে সমাধান হয় না। যে-টি জড়ে ছিল না, সে-টি বৃক্ষে আসিল কোথা হইতে? যে-টি বৃক্ষে ছিল না, সে-টি প্রাণীর জগতে আসিল কি প্রকারে? মানুষে অপূর্ব বুদ্ধিবৃত্তি, তাহা ইতর প্রাণীতে নাই। তাহা আসিল কোথা হইতে? বিজ্ঞানী ইহার উত্তরে বলেন যে, ঐ ঐ নূতন নূতন গুণ আগন্তুক ধর্ম (emergent virtue)। রাসায়নিক সংযোগে নূতন গুণ আসে যেমন সোডিয়াম ও ক্লোরিণ মিশাইলে লবণ হয়, কিন্তু উপাদানে কোথাও লবণাক্ত স্বাদ নাই। সমষ্টি বস্তুতে কোথা হইতে আসিল? রসায়ন-শাস্ত্রে এই গুণকে 'ইমারজেণ্ট' (emergent) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

আমরা বলি, এইরূপ শব্দের দ্বারা অজ্ঞতাকে ঢাকিবার চেষ্টাই প্রকাশ পাইতেছে। নূতন গুণ কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্ন। আপনাদের উত্তর হইল—আসিয়া পড়িল। আমরা বলি যে ঐ ব্যাপারে অভিব্যক্তির পশ্চাতে যে একজন প্লান-ওয়ালা (planner) আছেন—ইহাই প্রমাণিত হয়। যখন যেটি প্রয়োজন তিনি তাঁর ভাণ্ডার হইতে পাঠাইয়া দেন।

৩। বৈজ্ঞানিক বলেন, ক্রমভিব্যক্তির মধ্যে একটা ধস্তাধস্তি (struggle) লাগিয়া আছে। ইহাতে যে যোগ্য সেই টিকিবে। আমরা ইহার বিপরীত কথা বলিতে চাই। মানব আসিবার বহু পূর্বে এই পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে। যাহাতে মানুষ এখানে বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারে সেইরূপ পরিকল্পনা করিয়াই স্রষ্টা এখানকার জল, বায়ু, বৃক্ষ, পশু-পক্ষী সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ বাতাস হইতে অক্সিজেন লয়, ত্যাগ করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। আবার বৃক্ষ ঠিক তার বিপরীত কার্য্য করে। লয় কার্বন, দেয় অক্সিজেন। মানুষের বাঁচার জন্য এখানকার সৃষ্টি-শৃঙ্খলা কত নিখুঁত। যে যোগ্য সে-ই টিকিবে, (survival of the fittest) ইহা সত্য নহে। ইহা অপেক্ষা বড় সত্য—fitness of the environment—পরিবেশের মধ্যে মানুষ যাহাতে টিকিতে পারে তাহার অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিকূলতা করিয়া নয়, সহযোগিতা করিয়াই মানুষ বাঁচিয়া আছে। ইহা স্রষ্টার বিচার বুদ্ধি ও করুণার দ্যোতনা করে।

সৃষ্টির মধ্যে যে শত সহস্র অপূর্ব শৃঙ্খলা বিদ্যমান তাহা আপনা আপনি জড় পরমাণুর গতাগতি হইতে সম্ভব হইতে পারে না। মহাবিশ্বের সুপরিকল্পনা ও সুশৃঙ্খলা দেখিয়া খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক জেমস্ জিন্‌স্ প্রমুখ বিশেষজ্ঞেরা বলেন—অঙ্কশাস্ত্রের বিশেষ জ্ঞান-সম্পন্ন শক্তি ছাড়া এই সৃষ্টিকার্য্য অসম্ভব। অঙ্কের জ্ঞান জড় প্রকৃতিতে সম্ভব নয়। সুতরাং বিশ্বের মূলে চেতনা-শক্তি আছে। বৈজ্ঞানিকেরা অনেকেই এখন চেতনার স্বীকৃতির নিকটবর্তী হইয়াছেন। চেতনা স্বীকৃত হইলেই, জীবাত্মা ও বিশ্বের পরমাত্মা স্বীকৃত হইয়া পড়ে। এই দৃষ্টিতে বিজ্ঞানশাস্ত্র ধর্ম-শাস্ত্রের অনুকূলেই আসিয়া পড়িল। নব্য-বিজ্ঞানের (modern science) আবিষ্কারের ফলে সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার মাতৃসম কারুণ্যই দৃষ্ট হয়। পরমাণুর মধ্যে অসীম শক্তির উৎস আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহার সামান্য অংশ ধ্বংসাত্মক কার্য্যে প্রযুক্ত হইলে পৃথিবীকে অনায়াসে ধ্বংস করিতে পারে। সেই অণু-পরমাণুকে দলবদ্ধ রাখিয়া যে ভাঙ্গিয়া যাইতে দেয় না ইহা এক প্রকার মাতৃবৎ করুণা।

আর ধ্বংসের রূপ দেখিয়া ঈশ্বরকে করুণাশূন্য মনে করা ঠিক নহে। সৃষ্টির বৈচিত্র্য রক্ষার্থে ধ্বংসেরও প্রয়োজন। পেটের মধ্যে ছুরি চালাইয়া দিয়া ডাক্তার রোগীকে বাঁচায়। কোন কোন বৃক্ষের ডালপালা ছাটিয়া কাটিয়া দিলে আবার শতশত নব-পল্লবের উদ্গম হয়।

৪। ভোগবাদী বলেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক রূপ দেখিয়া ইহার সম্মুখে নিজেকে অসহায় ভাবিয়াছে। অজ্ঞতা হেতু সে কল্পনা করিয়াছে যে, সৃষ্টির পিছনে বহু শক্তিশালী দেবদেবী আছেন। তাঁহাদের তুষ্টি বিধান করিয়া বাঁচিতে হইবে। এইজন্য তাহারা ঈশ্বর, দেবদেবী, স্বর্গ নরক, পুনর্জন্মবাদ ইত্যাদি বহু পরিকল্পনা করিয়াছে। বর্তমান বিজ্ঞানের প্রসাদে সত্য আবিষ্কার হইতেছে এবং মানুষের ভীতি ও অজ্ঞতা কাটিতেছে। ভীতি ও অজ্ঞতা-প্রসূত দেবদেবীর বিশ্বাস, পরলোক-পরকাল বিশ্বাস দ্রুতগতিতে দূর হইয়া যাইতেছে।

উত্তরে আমরা বলি, যে এই সকল কথা বলিবার পূর্বে বিজ্ঞানের ভাবনা করা উচিত, যে তাহার সামর্থ্য কতটুকু বা তার কার্য্যের পরিধি কতদূর। বিজ্ঞানের ভিত্তি অঙ্কশাস্ত্রের উপর। বৈজ্ঞানিক সত্য লইয়া যে ভবিষ্যদুক্তি করা যায়, তাহার হেতু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা ভিত্তি অঙ্ক। যে দ্রব্যকে অঙ্কের ফরমূলাতে (formula) পরিণত করা চলে তাহাই বিজ্ঞানের বিষয়। কিন্তু পৃথিবীর সকল বস্তুকে ত অঙ্কে রূপায়িত করা যায় না। সত্য, শান্তি, স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রেম, ভালবাসা, উদারতা বা মহানুভবতা প্রভৃতি মহৎ গুণ এ বিশ্বের অতি অমূল্য সম্পদ, কিন্তু ইহাদের কোনটিই অঙ্কের আওতায় আসে না।

ধর্মের ক্ষেত্রটি প্রধানতঃ গুণের রাজ্য। একজন ধার্মিক ও একজন অধার্মিক ব্যক্তির পার্থক্য গুণগত। এই গুণের রাজ্য বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ আওতার বাহিরে। দেহের রক্ত-কণিকার বিশ্লেষণে চোর আর সাধুর পার্থক্য ধরা পড়ে না। কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিকে কৃপাপরায়ণ করা যায় না। সুতরাং ধর্মরাজ্য সম্পর্কে বিজ্ঞানের কি বলিবার থাকিতে পারে? যে বিষয়গুলি অঙ্কের বিষয়ীভূত তাহারও দুইটি দিক থাকিতে পারে—এক সংখ্যার (quantity) এবং অপরটি গুণের (quality)। যেমন সঙ্গীতে বা চিত্রকলায়। সঙ্গীতে সুরের খেলা; সুরের মধ্যে সেকেণ্ডে কত স্পন্দন (vibration per second) হইতেছে তার একটা সংখ্যা বা হিসাব করা চলে। চিত্রকলায় রংয়ের খেলা। বর্ণালীর মধ্যে একটা অঙ্কের হিসাব আছে। কিন্তু সংগীত যে মাধুর্য্য ভোগ করায় বা চিত্রের মধ্যে যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-বোধের অনুভূতি জাগায়, অঙ্কের হিসাব সেখানে পৌঁছায় না। গুণগত মাধুর্য্য আস্বাদনে অঙ্কের হিসাব অবান্তর। মাতা পরম স্নেহে সন্তানের গণ্ডে চুম্বন করিয়া যে আনন্দ লাভ করে, তাহা মাতার ঠোঁটের ও শিশুর গণ্ডের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন্ কোন্ মাংসপেশীর কি কি স্পন্দন হইল তার একটা পরিসংখ্যান করা যাইতে পারে। কিন্তু এই হিসাব দ্বারা চুম্বন-জনিত বাৎসল্য স্নেহের মাধুর্য্য ব্যাখ্যা করিতে গেলে একান্তই হাস্যাস্পদ ব্যাপার হইয়া পড়ে।

আর ধর্ম-রাজ্যের মধ্যে কোথাও ভীতি বা অজ্ঞতার কিছু স্থান হয়ত আছে, কিন্তু তাহা দ্বারা ধর্মের মূল সংবাদ উড়াইয়া দেওয়া মূঢ়তার পরিচায়ক। ধার্মিকের জীবনে হিংসা থাকে না, থাকে সংযম, সত্য, ঔদার্য্য ও পরার্থপরতা। এ সকলের সঙ্গে অজ্ঞতা বা ভীতির কি যোগসূত্র আছে? কিছুই নাই। সুতরাং অঙ্ক-সর্বস্ব বিজ্ঞানকে অঙ্কের সীমার মধ্যে থাকিয়া মন্তব্য প্রকাশ করাই সমীচীন মনে করি।

৫। ভোগবাদী বলেন, আত্মা বলিয়া কোন বস্তু নাই। তিনি দেহকে তুলনা করেন যন্ত্রের সঙ্গে—একটি ঘড়ি যেমন চলে, জীবনও তেমনি চলে। ঘড়ির আত্মা নাই, কতকগুলি কাঁটা, চাকার বিশেষ প্রকারের বিন্যাসের ফলে উহা চলে। সেইরূপ দেহেও কোন আত্মা নাই, শ্বাস-যন্ত্রের, বিশেষ এক বিন্যাসের ফলে দেহ গতিশীল।

উত্তরে আমরা বলি, ভোগবাদীর এই যুক্তির পক্ষে জড় বিজ্ঞানও ছিল। কিন্তু এখন আর নাই। বিজ্ঞানই আবিষ্কার করিয়াছে যে, কোনও যন্ত্রের সামর্থ্য নাই নিজেকে মেরামত করিবার বা নিজেকে পরিপুষ্ট করিবার। কিন্তু ঐ যোগ্যতা দেহের আছে। ঘড়ির কাঁচ ভাঙ্গিয়া গেলে বাঁধিয়া রাখিলে জোড়া লাগে না কিন্তু শরীরে ভাঙ্গা হাড় প্লাষ্টার করিয়া রাখিলে জোড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগে। কাপড় তৈয়ারের কারখানায় কোন যন্ত্রে তুলা দিলে সূতা পাওয়া যায়। সূতা দিলে কাপড় পাওয়া যায়। মেসিন নিজে কিছু চুরি করে না। কিন্তু দেহযন্ত্র কাঁচা মাল গ্রহণ করিয়া নিজে পরিপুষ্ট হয়। আত্মার অবস্থান হেতুই ইহা হয়। শরীর-তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন, প্রতি সাত বৎসর দেহের সকল জীবাণু বদলাইয়া নূতন দেহ হয়। সবই বদলাইল, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও বাল্যের স্মৃতি কিরূপে অক্ষুণ্ণ থাকে, ইহা বিজ্ঞানের বিস্ময়। বস্তুতঃ আত্মার অস্তিত্বই ইহার কারণ। এই বস্তুকে বিজ্ঞান এখন অস্বীকার করিতে পারে না। তবে আত্মার অবস্থান করিতে স্থান লাগে না। আত্মার ওজন নাই, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নাই, এই জন্য লেবরেটরীতে তাহাকে লইয়া কিছু করা :চলে না। অর্থাৎ অঙ্কের ফরমূলায় পড়ে না বলিয়া অঙ্ক-সর্বস্ব বিজ্ঞান আত্মাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারে না।

৬। জীবনের উদ্দেশ্য বহুজনের কল্যাণ সাধন, ঈশ্বর নামক কোন কাল্পনিক বস্তুর লাভ করা নয়, ইহা ভোগবাদীর কথা। কল্যাণ সাধন কথাটা আমাদের কাছে অস্পষ্ট। কল্যাণ কি? দেহেন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তুর মাত্রা বাড়ানই কি কল্যাণ? কল্যাণ অর্থ যাহাই হউক একথা নিশ্চয় যে, জীবনে কল্যাণ আসিলে শান্তি আসিবে। শিব আসিলেই আনন্দ আসিবে। মানব সমাজের দিকে তাকাইলে দেখা যায় দুঃখ ও অশান্তির মাত্রা দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। মানবের জীবনে শান্তি আনা ধর্মের একটা বিশেষ কার্য্য। এই কার্য্য যদি বিজ্ঞান সমাধা করিতে পারিত তাহা হইলে ধর্ম ত আপনিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরিয়া পড়িত। অশান্তির মাত্রা বাড়াইয়া দিয়া বিজ্ঞান ধর্মের প্রয়োজন আরও বাড়াইয়া দিযাছে। সুতরাং কার্য্যতঃ ধর্মের প্রয়োজন বাড়াইয়া দিয়া মুখে তাহাকে অপ্রয়োজনীয় বলা ব্যর্থ বাগাড়ম্বর মাত্র।

ভোগবাদী সুখ বলিতে দেহের সুখই বোঝে। কিন্তু দেহ ছাড়া আত্মা আর একটি বস্তু আছে—আমরা বলি দেহের ভোগ-সম্ভার বিপুলভাবে বাড়িয়াছে, আত্মার সুখ মর্মান্তিকভাবে উপেক্ষিত হইতেছে। ইহাতেই সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই এত অশান্তি। এই ভারসাম্য স্থির করিতে হইলে আত্মতত্ত্ব, আত্মার প্রয়োজন ও আত্মার আস্বাদন সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

৭। ধর্মশাস্ত্রে দুঃখের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে, ত্যাগের মহিমা বর্ণিত আছে, ইহা ধনীদের বা ব্রাহ্মণদের অপকৌশল, ইহা ভোগবাদী বলেন। ইহার উত্তরে বলি, দুঃখ দুই প্রকার—কর্মফলকৃত ও স্বেচ্ছায় গৃহীত। যে দুঃখ দুষ্কর্মের জন্য হইয়াছে তাহা কুত্রাপি প্রসংশনীয় নহে। যাহা মহৎ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে, তাহা অবশ্যই মহিমান্বিত। জেলের কষ্ট দুঃখদাক। যে চুরি করিয়া জেলে গিয়াছে তার দুঃখ হীন, নিকৃষ্ট, ঘৃণার্হ। কিন্তু যে ব্যক্তি দেশের স্বাধীনতার জন্য জেলে আছে, তাঁর দুঃখ মহত্বের, গৌরবের ও অন্য দশজনের অনুকরণের যোগ্য। আর্য্য-শাস্ত্রে কোথাও দুষ্কার্য্য-জনিত দুঃখের গৌরব ঘোষিত নাই, তাহাও আছে, যদি ঐ দুঃখ বিষাদ আনিয়া একটি পরমতম বস্তুর সঙ্গে সান্নিধ্য ঘটায়। যেমন অর্জুনের দুঃখ বিষাদ-যোগ হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরণাগতি আনিল। যাহাই ঈশ্বর সান্নিধ্য আনে তাহাই গৌরবের। কোন দুঃখ যদি ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভের সহায়ক হয়, তবে তাহা কাম্য। তাই কুন্তীদেবী বলিয়াছেন—

বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥ (ভাঃ ১।৮।২৫)

অর্থাৎ, যে সম্পদ জীবকে ঈশ্বর হইতে দূরে সরায় তাহার নিন্দা আছে এবং যে বিপদ তাঁহার নিকটবর্তিতা লাভে সহায়ক হয় তাহার গৌরব আছে।

শাস্ত্রে ত্যাগের মহিমা কীর্তিত আছে। প্রবল ভোগবাদে বাধা সৃষ্টি করা, ইহাতে সংশয় নাই। শাস্ত্রে ত্যাগের অর্থ—প্রধানতঃ সংসার ত্যাগ নহে। গীতায় সংসার ত্যাগের কোন গৌরবের কথা নাই বলিলেও চলে। গীতায় ত্যাগের অর্থ—ফলকামনা ত্যাগ ও অহঙ্কার ত্যাগ। গীতায় বৈরাগ্যের অর্থ পরমবস্তুর প্রতি অনুরাগ। সেই অনুরাগের ফলে ক্ষুদ্র বস্তুর প্রতি আকর্ষণ যদি তুচ্ছ হইয়া যায়, তবে তাহাই প্রকৃত বৈরাগ্য। পতঞ্জলি বৈরাগ্যের লক্ষণ বলিয়াছেন—ভোগস্পৃহাবর্জন। ভোগ-বর্জ্জন বলেন নাই। বাহিরে ভোগ ত্যাগ করিয়া অন্তরে স্পৃহা থাকিলে গীতা তাহাকে মিথ্যাচার কহিয়াছেন।

গীতা সর্বত্যাগীকেও যজ্ঞ ও তপস্যা ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যজ্ঞবোধহীন কর্মই বন্ধন আনে। যজ্ঞকর্মই মুক্তির সোপান। "যজ্ঞার্থাৎ কর্মনোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ"। যে যে কর্মে নিযুক্ত আছেন তাহাই যদি সুষ্ঠুভাবে কৃত হয়, তবে সিদ্ধিলাভ হয়। সুষ্ঠুভাবে করা অর্থই হইল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপস্যারত হইয়া যজ্ঞ-বুদ্ধিতে কর্মানুষ্ঠান। অহঙ্কার ও কামনা ত্যাগ করিয়া জীবসেবার্থ কর্ম করাই যজ্ঞ। ব্রহ্মচর্য্য শারীর তপ, সত্য বাঙ্ময়তপ ও মনের শুদ্ধতা মানস তপ। সুতরাং গীতাদি শাস্ত্রে ত্যাগের মহিমা-কীর্তন ধনীদের স্বার্থ বজায় রাখার অপকৌশল নহে।

৮। ভোগবাদী বলেন, কোন দার্শনিক মতবাদই চরম সত্য নহে। সকলই আপেক্ষিক সত্য, দেশ ও কালের অধীন। মানুষের আবেষ্টনী তাহার চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং সকল দার্শনিক সিদ্ধান্তই কোনও কালে কোনও আবেষ্টনের মধ্যে সত্য। সার্বজনীনতা, সার্বকালীনতা কোন সত্যের থাকিতে পারে না।

এই যুক্তি যদি সত্য হয়, ভোগবাদীর দর্শনও চরম সত্য নহে। তাহা কেবল তাহার বিশিষ্ট দেশকাল-পাত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যাহা সার্বজনীন নহে তাহা অন্যের উপর চাপাইবার চেষ্টাও ভোগবাদীর পক্ষে অকর্তব্য। যে ত্রুটি অন্যে দেখান হয় তাহা যে নিজেরও আছে ইহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত হয় না।

বিজ্ঞান চরম সত্যের দাবি রাখে না সত্যই। তাহার সকল সত্যই পরীক্ষাধান (hypothetical)। কোন সত্যই পরম (absolute) নহে। এইরূপ সত্য লইয়া বিজ্ঞান পথ চলিতে পারে বটে, কিন্তু ধর্ম পারে না। আলোর মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলোকণা (light particle) নাও থাকিতে পারে। হয়তো সকলই তরঙ্গতুল্য (wave)। এই বিষয় লইয়া দিনের পর দিন গবেষণা চলিতে পারে। কিন্তু ধর্মের রাজ্যের মধ্যে শাশ্বত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য অপরিহার্য্য। পরমাণু সত্য না হইলেও পদার্থ বিদ্যা চলিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর না থাকিলে পূজা প্রার্থনা চলিতে পারে না। Help me O God, if there be any—ভগবান্ যদি থাক তবে রক্ষা কর—এইরূপ প্রার্থনা ব্যর্থ। প্রার্থনা যাঁর কাছে তিনি নিশ্চয়ই আছেন ও শুনিতেছেন, এই অনুভব ছাড়া প্রার্থনা চলিতে পারে না। ঈশ্বর যে আছেনই ইহা সাধক জানেন আধ্যাত্মিক অপরোক্ষ অনুভূতি দ্বারা। এই অনুভূতি বিজ্ঞানের এলাকার বহু দূরে। সুতরাং এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বনই ভোগবাদীর কর্তব্য। 'য পশ্যতি স পশ্যতি—যে' ঈশ্বরকে জানিয়াছে সে ঠিকই জানে, সমগ্র জীবন দিয়া জানে যে তিনি আছেনই। অন্যের গলাবাজিতে তাহা টলিতে পারে না।

৯। আমাদের জীবন-নীতি (ethics) সর্বমানবীয় নহে—ভোগবাদীর এই কথাও ঠিক নহে। রীতি ও নীতি দুইটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। রীতি দেশকাল-পাত্র অনুগত থাকিয়া সর্বদা পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু নীতি তাহা নহে। মহামূল্যবান জীবনের ধ্রুব নীতিগুলির মূল্য সর্বদেশে, সর্বকালে সমান। সত্যরক্ষা, কল্যাণ-কামনা, আনন্দানুসন্ধান, অচৌর্য্য, অহিংসা, পবিত্রতা প্রভৃতি জীবনের মূলনীতিগুলি চিরকালই মানব জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। এই নীতিগুলি বিশ্বজনীন (cosmic), বিশ্বের মূল অখণ্ড কনষ্টি-টিউসনের মধ্যে ইহাদের বিদ্যমানতা। বিশ্বের অন্যান্য যাবতীয় খণ্ডনীতি ঐ অখণ্ড নীতির অধীন থাকিলে তবে কল্যাণ আসে। ইহার বিরুদ্ধে চলিলে চরম বিনষ্টি ঘটে।

ঐ সকল পরম নীতিগুলি যে স্থানে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাই ঈশ্বরীয় ভূমি। যিনি সত্যস্বরূপ, কল্যাণ-স্বরূপ ও আনন্দ-ঘন, যেখানে হিংসাদি অপগুণ নাই—কেবল প্রেম, ঔদার্য্য ও বিশ্বজনীনতা যাঁহাতে মূর্ত—তিনিই ঈশ্বর। শাশ্বতী নীতিগুলিকে স্বীকার করিলেই তাহার সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি, সকল সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের আধার-ভূমিকে স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ একজন ঈশ্বর থাকাই সম্ভব, এই পর্য্যন্ত বলিবে বুদ্ধি প্রধান বিজ্ঞান। তিনি যে আছেনই, তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি—একথা বলিবে সাধক ঋষি। বিজ্ঞানী ঋষি আইনষ্টাইন বলিয়াছেন—ঈশ্বর নিশ্চয় আছেন।

১০। জড়বাদী বলেন, স্বাধীনতা বলিয়া কিছু নাই, সবই পূর্বনিয়ন্ত্রিত। এইরূপ কথা বিজ্ঞানীর নিকট হইতেও পূর্বে শোনা যাইত। এখন আর বলে না। উন্নত-বিজ্ঞান পরমাণুর মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইলেকট্রনের মধ্যে চেতনার অবস্থিতি অনুমান করিতেছে। ইলেকট্রনের গতি ও স্থিতি কিছুতেই নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা যায় না এবং একটা স্বাধীন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীন ইচ্ছা আছে কিনা ইহা লইয়া পাশ্চাত্ত্য জগতে গবেষণার অন্ত নাই। স্বাধীন ইচ্ছা আছে, এই পক্ষেও বহু যুক্তি আছে। ইহার বিপক্ষেও বহু যুক্তির অবতারণা হইয়াছে। আর্য ঋষি এই প্রশ্ন অন্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি নাই, প্রশ্ন ইহা নহে। প্রশ্ন হইল উহা কে কতটুকু অর্জন করিয়াছে। যে ব্যক্তি জড় বস্তুর সঙ্গে নিজেকে এক মনে করিয়াছে তাহার স্বাধীনতা ঠিকই নাই। আর যিনি পূর্ণ চৈতন্যের সহিত একত্বের অনুভব করিয়াছেন বা তাঁহার সহিত ঘনিষ্টতা করিয়াছেন, তাঁহার স্বাধানতাই নিরঙ্কুশ, অখণ্ড ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিপূর্ণ। এই দুই প্রান্তের মধ্যে যে যতখনি ব্রহ্মের নিকটবর্তী হইয়াছে, যে যতটুকু উন্নত হইয়াছে তার ততটুকু স্বাধীনতা। স্বাধীন ইচ্ছার অর্থ হইল মুক্তি। মুক্তির জন্যই ত জীবনের সাধনা। দেহের বন্ধন, সংস্কারের বন্ধন. মায়া-মোহ ও বাসনা কামনাদির বন্ধন প্রভৃতি শত সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ সংসারী জীব। বন্ধন হইল দুঃখের জনক। মুক্তিই আনন্দ। সংসারে কেহ একান্তভাবে বদ্ধ. কেহ পূর্ণ মুক্ত। বদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থায় যাইবার জন্যই সকল সাধনা। সেই সাধনায় যে যতখানি সিদ্ধ, সে ততখানি মুক্ত। পূর্ণ স্বাধীন, স্বরাট, স্বেচ্ছাময় ব্রহ্মবস্তুর যে যত নিকট সে তত মুক্ত। বদ্ধভাব হইতে মুক্তভাবে পৌঁছান ইহাই প্রকৃত জীবন যাত্রা। অর্জুন ছিলেন বিষাদবদ্ধ—গীতা শ্রবণে তিনি হইলেন মুক্ত। তাই বিষাদ যোগ হইতে মোক্ষ যোগ পর্য্যন্ত গীতার যাত্রা। ইহা আমাদেরই জীবন যাত্রার কাহিনী।

বিষাদিত, মোহগ্রস্ত, আত্মসংবিৎ স্মৃতিভ্রষ্ট, অশান্ত, সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান জীব গীতার উপদেশ শুনিয়া জীবন দিয়া গ্রহণ করিয়া বলিতে পারে—মোহ গিয়াছে। স্মৃতি ফিরিয়াছে, স্থিরতা ও শান্তি পাইয়াছি। গতসন্দেহ হইয়াছি—এখন চলিব হে পূর্ণ স্বাধীন পুরুষোত্তম! তোমারই সঙ্কেতে, তোমারই ছায়ার মত। বদ্ধ জীবই সদা দুঃখগ্রস্ত, মুক্ত জীবই ব্রহ্মভূত। কি লৌকিক, কি আধ্যাত্মিক জগতের সকল চেষ্টার মূলে দুঃখী জীবের আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির প্রেরণা। কেবল তাহাই ব্রহ্মভূত অবস্থা, পরাশান্তির ও পরমানন্দের সোপান। দুঃখ নিবৃত্তি কেবল নয়, আনন্দ লাভই জীবের মৌলিক বাসনা। এই প্রেরণাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মের জনক। এই প্রেরণাই সর্বকার্য্যের জনক। সুতরাং প্রকৃত অর্থপূর্ণ জীবনের সকল কার্য্যই ধর্ম-মূলক। জীবন থাকিবে ধর্ম থাকিবে না, একথা বলা যা, আর রামায়ণ থাকিবে রাম থাকিবে না, একথা বলাও তা। ধর্ম ও শাশ্বত নীতির বোধ যতই মানুষের জাগিবে ততই প্রকৃষ্ট কল্যাণ নিকটবর্ত্তী হইবে। ধর্ম-স্বরূপ যোগেশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকিলেই শাশ্বতী নীতিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই গীতার চরম উপদেশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতার পরিচিতি

নতি প্রণতি

ওঁ

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্ ।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥ ১

হে ভগবদ্গীতে জননি, তোমার অনুধ্যান করিতেছি। জননীর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে কয়েকটি অপূর্ব্ব বিশেষণ দ্বারা। গীতা জননীর স্থান মহাভারতের মধ্যে—'মধ্যে মহাভারতম্'। মহাভারত বলিতে তিনটি বস্তু বুঝায়। মহাভারত একটি গ্রন্থের নাম, মহাভারত একটি ভূখণ্ডের নাম, মহাভারত সেই ভূখণ্ডের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির নাম। প্রায় লক্ষ শ্লোকযুক্ত অষ্টাদশ পর্ব্ব-বিশিষ্ট বিরাট গ্রন্থখানির নাম—মহাভারত। এইরূপ তথ্যবহুল, তত্ত্ববহুল একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্য—মহাভারতের মত অদ্ভুত গ্রন্থ মানবেতিহাসে আর নাই। এই গ্রন্থখানির মধ্যস্থলে গীতার স্থান।

মহাভারতের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। ভীষ্ম-পর্ব্ব হইতে সেই যুদ্ধের আরম্ভ, দুই পক্ষের সৈন্যদল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে। ইহাই গ্রন্থের মধ্যস্থল, ইহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগে সূচনা ও প্রস্তুতি, ইহার শেষে সংগ্রাম ও পরিণতির মধ্যস্থলে গীতার আবির্ভাব। এইরূপ সংকটময় স্থলে গীতার মত একখানি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ গ্রন্থের জন্ম আর কোন দেশের কোন জাতির ইতিহাস খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না।

মহাভারত বলিতে শুধু গ্রন্থখানিকেই বুঝায় না, একটি বিরাট ভূখণ্ডকেও বুঝায়। তুষারশুভ্র হিমগিরি যাহার শিরের শোভা বাড়ায়, অসীম নীলসমুদ্র যাহার চরণ ধোয়ায়, সেই বিশাল ভূমিখণ্ডের নাম—মহাভারত। অংশবিশেষ খণ্ডিত, কর্ত্তিত বা অপহৃত নহে। নীল নদী হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিরাট ভারতের (Greater India) নাম মহাভারত। ইহার মধ্যস্থলে গীতার স্থান। স্কেলে মাপিলে—কুরুক্ষেত্র হয়ত ঠিক মধ্যস্থল নহে। কিন্তু তৎকালীন ভারতের কর্ম্মময় জীবন-চাঞ্চল্যের ইহা তখন মধ্যস্থল। কুরুক্ষেত্র কর্ম্মভূমি, যুদ্ধভূমি। ব্রহ্মতত্ত্ব গবেষণার ভূমি নহে, অথচ সেইখানেই গীতার জন্ম। ইহা এক বিচিত্র বার্ত্তা।

ভারতের ঋষিদের অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থের প্রকাশ স্থান অরণ্য। আরণ্যক নাম তাহাদের গায়ে এখনও লাগিয়া আছে। ভোগ-জীবনের অবসানে বানপ্রস্থী হইয়া বনে গিয়া তাঁহারা ব্রহ্মধ্যানে ডুবিয়া গিয়াছেন ও নিজেদের উপলব্ধ সম্পদ আমাদের দিয়াছেন। বন মানবীয় বাসভূমির প্রান্তে (outskirt), জীবনের কর্ম্মচাঞ্চল্যের বাহিরে। শান্ত-রসাস্পদ তপোবনেই ব্রহ্ম-তপস্যার যোগ্য স্থান। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সর্ব্বশাস্ত্রের নির্য্যাস ব্রহ্মতত্ত্বময় গীতার আবির্ভাব জীবনের প্রান্তে নহে, সংগ্রামময় জীবনের কেন্দ্রস্থলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভীষণ যুদ্ধের শঙ্খতুন্দুভিনিনাদ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে গীতার প্রশান্ত সঙ্গীত ঝঙ্কার। 'মধ্যে মহাভারতম্'

মহাভারত নামক বিরাট দেবভূমি যে অখণ্ড সংস্কৃতি—তাহারও নাম মহাভারত। এই সংস্কৃতি বহুমুখী। বিশাল বটবৃক্ষের মত অসংখ্য শাখাপল্লব। দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীতকলা, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি অর্থনীতি, ব্যষ্টি সমষ্টির জীবন নীতি, বর্ণ, আশ্রম, শিক্ষা, ক্রীড়া—জীবনের এমন কোন দিক নাই যে দিকে আর্য্য-ঋষির মনীষা প্রকাশিত হয় নাই। এই বহুমুখী সংস্কৃতির মধ্যে একটি অখণ্ডতা আছে। ইউরোপের সভ্যতা বহুমুখী, কিন্তু একতার বন্ধন নাই। এই বিরাট উপমহাদেশের বহুবৈচিত্র্যময় ভাব ভাষাও জীবন যাত্রার মধ্যে এক অপূর্ব্ব একত্ব বিদ্যমান। বহুবিধ পুষ্পকে যেমন সূত্রে একত্রীভূত করিয়া মালিকায় পরিণত করে, মহাভারতীয় বহুমুখী সংস্কৃতিকেও সেইরূপ অখণ্ডরূপ দিয়াছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। বহুর মধ্যে এক ও একের মধ্যে বহু দর্শনেই ঋষি মণীষীর চরম ফল প্রকাশিত। এই তত্ত্বের অনবদ্য রূপায়ন সমস্ত আর্য্য সংস্কৃতিই গীতা-কেন্দ্রিক—"সূত্রে মণিগণা ইব।" বহুমুখী সংস্কৃতির ধারক বাহক ও পোষক শ্রীগীতার সূত্র। সূত্রের স্থান মালাখানির মধ্যেই—"মধ্যে মহাভারতম্।"

পার্থকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ এই গীতার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। নারায়ণ শব্দের অর্থ নর সমূহের অয়ন বা আশ্রয় বা অবলম্বন। নারায়ণের স্থান প্রতি জীবের অন্তরে আত্মান্তর্যামিরূপে। সর্ব্বভূতের হৃদ্দেশে থাকিয়া নারায়ণ আমাদের সকলের ব্যষ্টি এবং সমষ্টি ভাবে পরম আশ্রয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর্য্যামিরূপে হৃদয়ে থাকিয়া তিনি সর্ব্বদা আমাদের ধীরা বুদ্ধিকে প্রচোদিত করিয়া কর্ম্মে প্রণোদিত করিয়া প্রবুদ্ধ করেন। বিবেকের বাণীরূপে আমরা নারায়ণের বাণী শুনি। যখনই অন্যায় পথে চলি, অনুচিত কার্য্য করি তখনই অন্তরে থাকিয়া নারায়ণ আমাদিগকে কল্যাণ পথে চলিবার জন্য নির্দ্দেশ দেন। তবে নারায়ণের ঐ নির্দ্দেশ আমরা সকল সময় শুনিতে পাই না, শুনিতে পাইলেও তাঁহার ইঙ্গিত মত পথ চলিতে পারি না। আজ যাহাতে আমরা তাঁহার কথা শুনিতে পাই এই জন্য তিনি উদাত্ত কণ্ঠে মর্ম্মবাণী শুনাইতেছেন—

তুস্থ পৃথাসুতে জ্ঞানে উদ্বোধিতে নারায়ণ মুখে বাণী,
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের গ্রন্থন অদ্বৈত-অমৃত-খনি।
অষ্টাদশাধ্যায় অঙ্গ সুষমায় ভূষিতা জননী মোর,
মহাভারতের মধ্যে বিরাজিতা ভিক্ষা মাগি কৃপা তোর॥

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে,
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥ ২

হে বেদব্যাস! তোমাকে প্রণাম করি। তোমার বুদ্ধি অসাধারণ, অনন্যসাধারণ, অতি সুগভীর ও সুবিশাল উদার ও প্রসন্ন তোমার দৃষ্টি। প্রস্ফুটিত পদ্মপলাশের ন্যায় আয়ত তোমার নেত্রদ্বয় দর্শনেই তোমার অন্তরের ব্যাপকতা ও আনন্দস্বরূপতার অনুভব হয়। বিরাট আর্য্য সংস্কৃতির তুমি যে কল্যাণ সাধন করিয়াছ তাহা তুলনাহীন। তুমি জ্বালাইয়াছ এক অনির্ব্বাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীপ, শাশ্বত জ্ঞানের চিরোজ্জ্বল-বর্ত্তিকা। ঐ আলোতে তৈল আধান করিতেছে সমগ্র মহাভারতের লক্ষ শ্লোকে বর্ণিত অসংখ্য কাহিনী, সমগ্র ভারতভূমির সুদূরপ্রসারী বিশাল সংস্কৃতি এই প্রদীপটি হাতে রাখিলে নিখিল মানবসভ্যতা আলোকিত হইবে।

ব্যাসদেব তুমি, তোমারে প্রণমি কত বুদ্ধি বিশালতা,
পদ্মদল হেন সুন্দর লোচন ভাস্বর প্রতিভা কথা।
ভারতীর স্নেহধারে অহরহঃ সমুজ্জ্বল কৃষ্টি-পটে,
শাস্ত্রমধ্যমণি গীতা-গ্রন্থখানি তোমারই গৌরব বটে ॥ ২

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৩

হে কৃষ্ণচন্দ্র! তোমাকে প্রণাম করি। তুমি তৃষ্ণার্ত্তকে তৃপ্তি দান কর গীতামৃত পান করাইয়া। ঐ অমৃতের দোহন-কারীও তুমি। তুমি অজ্ঞানতা বিনাশ কর জ্ঞানমুদ্রা ধারণ করিয়া। তুমি রণাঙ্গনে আসিয়াছ পার্থ-সারথী হইয়া; এখন সাজিয়াছ গীতা দোহনকারী। সারথ্যকালে তোমার বাম হস্তে ছিল অশ্বের বল্গা, দক্ষিণ হস্তে ছিল পাঁচনী, অশ্বকে ঠিক পথে চালাইবার জন্য। এখন তোমার দুই হস্তের লাগাম ও পাঁচনী একহস্তে গিয়াছে। দক্ষিণ হস্তে জ্ঞানমুদ্রা ধরিয়া অর্জ্জুনের অজ্ঞতার আবরণ উন্মোচনে ব্রতী হইয়াছ। তুমি প্রপন্ন পারিজাত, শরণাগত পালক। যেই মাত্র অর্জ্জুন শিষ্য হইয়া প্রপন্ন হইয়াছেন, অমনি তুমি অমৃত দোহন করিয়া তাঁহাকে পান করাইতে আরম্ভ করিয়াছ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই ভূমিকার মধ্যে ব্যবধান গুরুতর নয়। কার্য্য একই—চালনা—অশ্ব-চালনা, আর বুদ্ধি-চালনা। এক ভূমিকায় অবলম্বন তোত্র আর বেত্র, আর এক ভূমিকায় প্রীতিপূর্ণ সহানুভূতি আর নীতিপূর্ণ শাস্ত্রোক্তি। এ যেন পারিজাত কুসুমের সুগন্ধ সুষমা, সুরভি আর মধুরিমা।

পদাশ্রিত প্রতি করুণাকারী
তোত্র বেত্র করে কি মনোহারী।
শ্রীগীতামৃত দোহনকারী
জয়তু কৃষ্ণ জ্ঞানমুদ্রাধারী ॥ ৩

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৪

গীতামৃত দোহন করিবেন, গাভী কোথায়? গাভীর অভাব কি। দোহনকারী ত গোপনন্দন। তিনি গোপাল গোপনন্দন। গো শব্দে বেদ। বেদের জ্ঞানতত্ত্ব বা উপনিষদ হইতেছেন গাভী। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন হইতেছেন বৎস। অমৃতময়ী গীতা হইতেছেন সুস্বাদু দুগ্ধ। এই অপ্রাকৃত বস্তুর ভোক্তা হইতেছেন জগতের সুধীবর্গ, এই মধুর দৃষ্টান্তে বুঝান যাইতেছে যে গীতা বেদের সার, উপনিষদের নির্য্যাস।

উপ উপসর্গে নি পূর্ব্বক সদ্ ধাতু হইতে উপনিষৎ। নিকটে নিষণ্ণ হইয়া কাছে উপবেশন করিয়া যে জ্ঞান লাভ করে শিষ্য গুরুর নিকট, ভক্ত ভগবানের নিকট—তাহা উপনিষদ্। এই ব্যুৎপত্তিতে গীতাই প্রকৃষ্ট উপনিষদ্, সকল শ্রুতির সারতত্ত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতোপনিষদ্। শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক গীত বলিয়া ইহার সম্পূর্ণ নাম শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্।

শ্রুতিগণ ধেনু, দুইলেন কানু,
পার্থ পিয়াসী বৎস।
পিয়ে নিরবধি, সজ্জন সুধী,
গীতা দুগ্ধ শান্তি-উৎস ॥ ৪

গীতামৃত পান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ কেবল অর্জ্জুনকেই শান্তি দান করেন নাই, জগজ্জীবের পরম কল্যাণময় পথের দিশারী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ জগদ্গুরু হইয়াছেন। সেই জগদ্গুরুকে প্রণাম জানাই।

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥ ৫

জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। তিনি বসুদেবসুত। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং"—বিশুদ্ধ সত্ত্বই বসুদেব। বিশুদ্ধ সত্ত্বময় ক্ষেত্রেই তাঁহার আবির্ভাব। তিনি কংস ও চাণূরের বিনাশক। কংস ভোগাশক্তি, চাণুর অহংকার। এই দুইকে বিনাশ করিয়া তিনি সকল দুঃখের মূলোচ্ছেদক। তিনি দেবকী-জননীর পরমানন্দ বিধানকারী।

দেবকী-জননী কহিলেন শ্রীকৃষ্ণকে—"ভোজরাজ হতান্ পুত্রান্ কাময়ে দ্রষ্টুমাহৃতম্" কংসকর্ত্তৃক নিহত আমার ছয় পুত্রকে পুনরায় আনয়ন করিয়া দর্শন করাও। শ্রীকৃষ্ণ মাতৃ আজ্ঞায় গমন করিলেন সুতল পুরীতে। বলির নিকট আদেশ জানাইলেন—মায়ের মৃত ছয় পুত্র আনিয়া দাও। দিলেন আনিয়া মৃত পুত্রদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবকী জননীর কোলে, মাতা পুত্রদিগকে পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন।

"তান্ দৃষ্ট্বা বালকান্ দেবী পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী" ১০।৮৫।৫৩ জননীর স্তন্য হইতে দুগ্ধক্ষরণ হইতে লাগিল আনন্দের আতিশয্যে। সেই স্তন্য শ্রীকৃষ্ণ পান করিলেন। তাঁহার পীতশেষ ঐ ছয়পুত্র পান করিয়া দেবলোকে গমন করেন। এই কার্য্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেবকী দেবীর পরমানন্দের কারণ হন।

জগদ্‌গুরু বাসুদেব
কংস চাণূর নাশি,
দেবকী আনন্দ দাতা
কৃষ্ণধনে ভালবাসি। ৫

শ্রীকৃষ্ণ জগদগুরু, আবার ভক্তের জন্য খেয়ার মাঝি। তিনি কাণ্ডারী ছিলেন বলিয়াই পাণ্ডবগণ দূরত্যয়া কৌরবসৈন্য-সমুদ্র অনায়াসে পার হইতে পারিয়াছিলেন॥ ৫

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা।
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা॥
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্তকে কেশবে॥ ৬

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। যুদ্ধ যেন এক ভীষণ নদী। এক তট ভীষ্ম, অন্য তট দ্রোণ। জয়দ্রথ নদীর জল, শকুনি প্রভৃতি নীলবর্ণ পাথরের খণ্ড (কোথাও 'উৎপল' পাঠও দৃষ্ট হয়)। শল্য নদীর কুম্ভীর, কৃপাচার্য্য প্রবল স্রোতবেগ, কর্ণ প্লাবিত বেলাভূমি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ নদীজলে ভয়ানক মকর তুল্য। দুর্য্যো-ধন জলের ঘুর্ণিপাক। এইরূপ ভীষণ নদী পাণ্ডবগণ পার হইলেন। একশত ভাই নিঃশেষ হইল। পাঁচ ভাইর দেহ অক্ষত রহিল। ইহার হেতু এই যে, ইঁহাদের কাণ্ডারী ছিলেন শ্রীহরি—তরণী ছিল শ্রীগীতা।

ভীষ্ম দ্রোণ দুই পার, জয়দ্রথ জল তার,
শকুনি উপল-খণ্ড তায়।
শৈল্যগ্রাহ সদা রহে, কৃপাচার্য্য স্রোত বহে,
কর্ণ তাহে বেলাভূমি ভায়॥
অশ্বত্থামা মকর, বিকর্ণ সঙ্গে ভয়ঙ্কর,
দুষ্ট দুর্য্যোধন ঘূর্ণীপাক।
খরস্রোত অতিশয়, রণনদা দুরত্যয়,
কত শত ষড়যন্ত্র বাক্।
সেই নদী দুর্গম, করিলা গোস্পদ সম,
পাড়ি দিলা ভাই পাঁচ জন।
গীতা দৃঢ় পারের তরী, শ্রীহরি নিজে কাণ্ডারী,
আর কিবা আছে প্রয়োজন। ৬॥

মহাভারতের মধ্যে গীতার স্থান। মহাভারত একটি নির্ম্মল পদ্মফুল। গীতা সেই পদ্মের সুতীব্র সৌরভ। বহু আখ্যায়িকা ঐ পদ্মের কেশর। ঐ পদ্ম প্রবোধিত হয় শ্রীকৃষ্ণের বাণী দ্বারা। সজ্জন ভ্রমরগণ গীতার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া আসেন ও মধুপান করিতে করিতে মাতিয়া থাকেন। কলিযুগের সকল মলিনতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দূরকারী এই পদ্মফুলটি জগজ্জীবসকলের কল্যাণ বিধান করুক। পরাশর-সুত ব্যাসদেবের শাশ্বত বাণী জয়যুক্ত হউক।

পারাশর্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথা সম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে। ৭॥

পরাশর সুত লেখনী অদ্ভুত ভারতী গাঁথা শ্রীগ্রন্থ পদ্ম।
আখ্যায়িকাশত কেশর সংযুত হরিলীলা কথা মধুর সদ্ম।
অতি মনোমদ শ্রীগীতাআমোদ সজ্জনচিত সদা প্রলুব্ধ।
শ্রোত্র-রসায়ণ তুলিয়া গুঞ্জন চুষে অনুক্ষণ মধু বিশুদ্ধ॥ ৭

আমরা ক্ষুদ্রজীব, এই মহাগ্রন্থ-গীতা আস্বাদন করিবার শক্তি কোথায়? তবে একটি মাত্র ভরষা লইয়া অগ্রসর হইয়াছি। তাঁহার করুণা অমিত শক্তিশালী। কৃপাশক্তির সামর্থ্য অনন্ত। কৃপায় কি না হয়! মূক হয় বাচাল, পঙ্গু লঙ্ঘন করিতে পারে পর্ব্বত পাহাড়। যাঁর কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়; সেই পরমানন্দ মাধবের পাদপদ্মে প্রণিপাত করি।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

পঙ্গু নাচি চলে, বোবা উচ্চ বোলে,
অন্ধ নয়ন মেলিয়া চায়।
কত অঘটন, কৃপায় ঘটন,
বন্দি আনন্দে মাধব পায়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বশেষে পরম দেবতার পাদপদ্মে প্রণত হই—

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ
বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ
ধ্যানাবস্থিত-তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥

ব্রহ্মা বরুণ ইন্দ্র মরুৎ সর্ব্বদা যাঁহাকে দিব্য স্তবদ্বারা স্তুতি করেন, ষড়ঙ্গ পদক্রম উপনিষৎ দ্বারা সামগান করিয়া যাঁহার মহিমা গান করেন, গভীর ধ্যানে তদ্‌গতচিত্ত হইয়া যোগীগণ অন্তশ্চিন্তিত হৃদয়ে যাঁহার দর্শনলাভ করেন, সুরাসুর কেহই যাঁহার আদ্যন্ত জানে না, সেই পরম দেবতার পায়ে শত সহস্রবার নমস্কার করি।

ব্রহ্মা বরুণ ইন্দ্র অরুণ গাহে যাঁর গুণ পবন রুদ্র,
উদাত্ত স্বরিতে সামের সঙ্গীতে স্তুতি উচ্চারণ বেদের সূক্ত।
অন্তর হৃদয়ে দরশন পায় যুক্ত যোগীরা তদ্‌গত ধ্যানে,
কোথা আদি অন্ত সুরাসুর ভ্রান্ত শতবার নমি তাঁহার চরণে॥

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা-ধ্যান

ষষ্ঠ খণ্ড

স্বভাব ও শ্রদ্ধা

ষোড়শ অধ্যায়ে আসুরী সম্পদের কথা শেষ করিলেন। উপসংহারে বলিলেন, যাহারা শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করতঃ (উৎসৃজ্য) নিজ মতলব মত (কামকারতঃ), যথেচ্ছাচারী হইয়া চলে তাহাদের কোন কর্মে সিদ্ধি আসে না। ইহকালেও তাহাদের সুখ হয় না, পরকালেও গতি নাই।

এই কথা শুনিয়া শ্রীমান্ অর্জুনের অন্তরে একটা জিজ্ঞাসা জাগিল। শাস্ত্রবিধি অনুসারে চলে না, অথচ যথেচ্ছাচারীও নহে এই এক শ্রেণীর লোক আছে। আমরা অনেকেই এই শ্রেণীর। শাস্ত্র মানি না, তাই বলিয়া অশ্রদ্ধাও করি না। শাস্ত্র মানি না অজ্ঞতাবশতঃ, কখনও বা অলসতাবশতঃ। আমরা ঠিক ঠিক শাস্ত্রমত চলি না বটে কিন্তু কিছু কিছু পূজার্চনা করি, কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াই করি। অর্জুন জানিতে চাহেন যে, এই প্রকার লোকদের শ্রদ্ধার কি কোন মূল্য নাই ? ইহাদিগকেও কি আসুরী পর্যায়ে ফেলিবে ? ইহারা ত শ্রদ্ধাপূর্বক অর্চনাদি করে (যজন্তে), সুতরাং আসুরী পর্যায়ে রাখা ঠিক হইবে কি ? সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক—কি বিশেষণে ইহাদের পূজানিষ্ঠার শ্রদ্ধাকে বিশেষিত করা হইবে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জুনের এই জিজ্ঞাসার উত্তর ধরিয়া সপ্তদশ অধ্যায়ের আরম্ভ। শ্রদ্ধার ত্রিবিধ ভেদের বিচার লইয়া আরম্ভ করিয়াছেন, তাই অধ্যায়ের নামকরণ 'শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ'। এই অধ্যায়ে অষ্টাবিংশ মন্ত্র আছে। প্রথম ছয়টি মন্ত্রে উক্ত জিজ্ঞাসা লইয়া আলোচনা। তারপর সাত হইতে দ্বাবিংশ শ্লোক পর্যন্ত আহার, যজ্ঞ, তপস্যা, দান এই সব প্রত্যেক কর্মেরই যে ত্রিবিধ ভেদ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শেষের ছয় শ্লোকে "ওঁ তৎ সৎ" এই মন্ত্রের তাৎপর্য অবলম্বনে কর্ম ও ব্রহ্মের তত্ত্ব নির্দেশ। (১) শ্রদ্ধার বিচার, (২) যজ্ঞাদির ত্রৈবিধ্য বিশ্লেষণ, (৩) কর্ম ও ব্রহ্মের সমন্বয় এই তিন প্রকরণ।

শ্রীভগবান্ অর্জুনের জিজ্ঞাসা লইয়া কথা আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু অর্জুন যেভাবে প্রশ্ন তুলিয়াছেন সেই ভাবে উত্তরটি দিলেন না। কোনও হোমিওপ্যাথ চিকিৎসককে রোগী দেখায়াই যদি জিজ্ঞাসা করা যায় রোগটা কি, তাহা হইলে তিনি রোগের নাম করিবেন না। কারণ রোগের নির্ণয় না করিয়া তিনি করেন রোগীর নির্ধারণ। অর্জুনের জিজ্ঞাস্য লইয়া ভগবান্ ঐজাতীয় উত্তরের দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

রোগটা জানা বড় কথা নয়, অর্জুন! রোগীটাকে চেনা বড় প্রয়োজন। ঐ শ্রেণীর ব্যক্তির নিষ্ঠা সাত্ত্বিক, কি রাজসিক, কি তামসিক, তাহা নির্ধারণ না করিয়া, ব্যক্তিটির 'ধাত' বা স্বভাব কিরূপ তাহাই লক্ষ্যণীয়। শ্রদ্ধা স্বভাবের ফল বা প্রকাশ। তিন প্রকার স্বভাব লইয়া মানুষ জন্মায়। মানুষের পূর্ব পূর্ব জন্ম-জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত সংস্কার সমূহের যেগুলি প্রবল হইয়া তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্তমান জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিতেছে তাহার উপর নির্ভর করে তাহার স্বভাব। এক একটি বিশিষ্ট প্রকারের স্ব-ভাব লইয়া মানুষ জগতে আসে। তাহার কার্যাদিতে সেই স্বভাবটির স্বরূপ ধরা পড়ে। কত ডিগ্রী জ্বর ইহা বড় কথা নয়, জ্বরটি কোন ধাতের, ইহা নির্ধারণ করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

শ্রদ্ধা বস্তুটি সত্ত্বানুরূপা। 'সত্ত্বানুরূপা' শব্দের অর্থ আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, 'বিশিষ্টসংস্কারোপেতান্তঃকরণানুরূপা'। অগণিত জন্মের অগণিত সংস্কারযুক্ত প্রত্যেক মনুষ্য। তন্মধ্যে কতগুলি সংস্কার প্রবল হইয়া এক একটি জন্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারগুলিকে সংক্ষেপে বলা হয় প্রাক্তন। প্রাক্তন সংস্কারের অধিকাংশ থাকে সঞ্চিত অবস্থায়। যেগুলি উদ্বুদ্ধ হইয়া ফলপ্রসবোন্মুখ হয় সেইগুলিকে বলে প্রারব্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তঃকরণ প্রারব্ধ ভোগময়। অন্তঃকরণ বলিতে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারের সমষ্টি বুঝায়। অতএব সত্ত্বানুরূপ শব্দের অর্থ দাঁড়াইল প্রারব্ধ সংস্কারযুক্ত মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার-বিশিষ্ট জীব। যে যে-সংস্কার লইয়া আসিয়াছে, সে সেই স্বভাবের জীব। ইহা চিনিয়া লইবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল তার শ্রদ্ধা। 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।" যে যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত সে সেই স্বভাবের জীব।

যাঁহারা সত্ত্বগুণ-সমন্বিত স্বভাববিশিষ্ট তাঁহারা দেবতাদের পূজা করেন। তাঁহারা দৈবভাবের উপাসক। দৈবসম্পদ তাঁহাদের অভিলষিত বস্তু। যাহারা রাজসিক স্বভাববিশিষ্ট তাহারা যক্ষরক্ষের পূজক। যক্ষেরা ধন পুঁজি করে, ব্যয় করে না। তাহারা অর্থগৃধ্নু। রাক্ষসেরা নরখাদক। তাহারা মানুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বনাশ সাধন করিয়া বেড়ায়। সুতরাং রজোগুণময় স্বভাববিশিষ্ট লোকেরা অর্থের উপাসক আর নরখাদকদের সঙ্গী। তাহারা চায় অর্থ আর পশুবল।

যাহারা তমোগুণান্বিত তাহারা পূজা করে ভূতপ্রেতকে। ভূতপ্রেত এক জাতীয় পিশাচ। পিশাচ পূজা করিয়া মানুষের ক্ষতি সাধন করিবার কতগুলি হীন পন্থা জানিয়া লয় তমোগুণীরা। তাহারা নরবলি দিয়াও দেবী পূজা করে। মানুষের ক্ষতি করাই তাহাদের কার্য। সত্ত্বগুণীরা চায় দেবতা হইতে। রজোগুণীরা চায় অর্থ ও বলের প্রচুরতা লাভ করিতে। তমোগুণীরা চায় অপরের ক্ষতি সাধন করিয়া নিজেদের ভোগ বৃদ্ধি করিতে।

সত্ত্বগুণকে পুনঃ দুই ভাগ করা চলে। রজোমিশ্রিত সত্ত্ব ও শুদ্ধ সত্ত্ব। দেবপূজা করা রজোমিশ্রিত সত্ত্বগুণীর কথা। উহাদের কাম্যবস্তু দেবলোকাদি প্রাপ্তি। ভগবৎ প্রাপ্তি নহে। কামনা শূন্য হইয়া ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য যে প্রয়াস তাহাই শুদ্ধসত্ত্বগুণীর উপাসনা। শুদ্ধ-সত্ত্বগুণ গুণাতীতের সমতুল্য।

যাঁহাদের স্বভাব সত্ত্বগুণময় তাঁহাদের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক। তাঁহারা কার্য অকার্য, বিধি নিষেধ ঠিক ঠিক জানেন ও মানেন। তাঁহাদের বুদ্ধি সাত্ত্বিকী। "বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী" (১৮।৩০)।

যাহার স্বভাব রজোগুণী তাহার বুদ্ধি রাজসী। সেই বুদ্ধি দ্বারা চালিত তাহার শ্রদ্ধা রাজসী। যাহার স্বভাব তমোগুণী তাহার বুদ্ধি তামসী। তাহার শ্রদ্ধাও তামসী। যাহাদের শ্রদ্ধা তামসী তাহারা কি করে? কখনও দেখা যায় তাহারা কঠোর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ঘোর) তপস্যা করে কিন্তু অশাস্ত্রবিহিত। তাহারা দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত। এইজন্য তাহারা শাস্ত্র অগ্রাহ্য করে। তাহারা অতি কামার্ত্ত ও পশুভাব সমন্বিত (কামরাগবলান্বিত)। হীন কাম্য বস্তু লাভের জন্য তাহারা ঘোর তপস্যা করে। রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির তপস্যা এই শ্রেণীর। তাহারা বিবেকহীন (অচেতসঃ)। তাহাদের কঠোর তপস্যায় দেহস্থিত পঞ্চভূত ক্লিষ্ট হয়, আর ক্লিষ্ট হই আমি, অন্তর্যামীরূপে তাহাদের দেহে বিদ্যমান থাকিয়া। তাহাদের তপস্যায় কাহারও কোন কল্যাণ হয় না। তামসিক তপস্যা দ্বারা আসুরিক বলে বলীয়ান হইয়া তাহারা কেবল জগতের অনিষ্টই সাধন করে।

আহারাদির ত্রৈবিধ্য

আলোচনায় ফল দাঁড়াইল এই যে, স্বভাবকে সত্ত্বগুণময় করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এইজন্য জীবনের প্রত্যেক কার্যকে সাত্ত্বিক-ভাবে করা কর্তব্য। রাজস ও তামস ভাব ত্যাগ করিয়া সত্ত্ব-ভাবকে অবলম্বন করিলেই জীবন কল্যাণমুখী হয়। এইজন্য জীবনের বিশেষ কতকগুলি কার্যের সাত্ত্বিকাদি ভেদগুলি জানা দরকার।

আহার, যজ্ঞ ও তপস্যা এই তিনটি জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য। যাহা বাহির হইতে ভিতরে গ্রহণ করি—ইন্দ্রিয় দ্বারা আহরণ করি তাহা আহার। যাহা ভিতর হইতে বাহিরে দেই, অন্যের উদ্দেশ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ করি তাহা যজ্ঞ। নেওয়া আহার, দেওয়া যজ্ঞ। আর বিশেষ কোন লক্ষ্য বস্তু প্রাপ্তির জন্য যে উদ্যম তাহা তপঃ। এই তিনটির মধ্যে জীবনের সমগ্র কর্মকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই জন্য আহার, যজ্ঞ ও তপঃ এই তিনের ত্রিবিধ ভেদের কথা কহিতেছেন।

আমরা সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্বদাই আহার করিতেছি। তার মধ্যে সর্বাধিক খাদ্য গ্রহণ করি মুখ দ্বারা। আহার শুদ্ধ হইতে সত্ত্ব-শুদ্ধ হয়। যে সকল খাদ্য খাইলে আয়ু বাড়ে, জীবনীশক্তি বাড়ে, সামর্থ্য বাড়ে, দেহের সুস্থাবস্থা আসে, রুচি আসে, যাহা সবল স্নিগ্ধ সারবান খাদ্য—তাহা সাত্ত্বিক ব্যক্তির প্রিয় খাদ্য। যাহার সাত্ত্বিক স্বভাব তাহার ঐ সকল দ্রব্যে আগ্রহ জাগিবে। যাহারা সত্ত্বগুণ বাড়াইতে সচেষ্ট তাহাদের চেষ্টা পূর্ব্বক ঐ সকল দ্রব্যে আগ্রহ জাগাইতে হইবে।

কতগুলি বিশেষণ মাত্র দিয়াছেন—কোন খাদ্য বস্তুর নাম করেন নাই। এই বিষয় আয়ুর্বেদাদি মতে চলা ভাল। আরও উত্তম, যাহারা সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন তাহাদের আচরণ অনুসরণ করা। ভক্তদের সহজ পন্থা যাহা ভগবদুদ্দেশ্যে সমর্পিত, তাহাই সত্ত্বগুণ-বর্ধক।

আহারের সঙ্গে আধ্যাত্মিক রাজ্যের কোন সম্পর্ক নাই একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা ভ্রান্ত। অগ্নিতে ধূপ দিলে সুগন্ধ বাহির হইবে—ইহাতে দুই মত হইবার অবকাশ কোথায়? উদরে যে বৈশ্বানর অগ্নি আছে তাহাতে সাত্ত্বিক দ্রব্য আহুতি দিলে জীবন সৌরভময় হইবে। রজঃ তমোগুণের দ্রব্য দিলে সেই সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবের অভিব্যক্তি হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। আবার আর এক দল আছেন যাঁহারা আহারের খুঁটিনাটি লইয়াই দিন কাটান, ছুৎমার্গের সংস্কারই যাঁহাদের সাধন ভজনের আসল কথা, তাঁহারাও ভ্রান্ত।

মানুষ মাত্রই ঈশ্বরের অংশ। প্রত্যেক মানুষেরই শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে দ্রব্য অর্পণ করার অধিকার আছে। যাহা শুদ্ধ তাহাই অর্পিত হইতে পারে। শুদ্ধ বস্তু শুদ্ধ চিত্তে ঈশ্বরার্পিত হইলেই তাহা সত্ত্বগুণময় হয়। তাহাই আহারীয়। এই পথই সুসঙ্গত।

বস্তু শুদ্ধ কি না কি করিয়া বুঝিব? যাহা রাজসিক ও তামসিক নহে তাহাই শুদ্ধ। যাহা অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, উগ্র মসলাদিযুক্ত, তীক্ষ্ণ ও প্রদাহকারী তাহা রাজসিক আহার্য। দুর্গন্ধ, পর্য্যুসিত, উচ্ছিষ্ট, অমেধ্য খাদ্য তামসিক। রাজসিক ও তামসিক ব্যতীত যাবতীয় বস্তু শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক। যাহা শুদ্ধ এবং পবিত্র তাহাই ঈশ্বর-পূজার উপচার হইতে পারে। যাঁহার মন পবিত্র সে-ই ভোগপূজা দিতে পারে।

গীতায় যজ্ঞ বলিতে সকল কর্মকেই বুঝাইতে পারে। পরার্থে কর্মই যজ্ঞ। আবার বিশেষ করিয়া দ্বাদশ যজ্ঞের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। এই যজ্ঞকার্যে ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিলে (ফলমভিসন্ধায়) তাহা রাজসিক কর্ম হয়। ফল কামনাহীন হইয়া করিলে তাহা সাত্ত্বিক হয় (অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ)। ফলকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কর্মে প্রেরণা আসিবে কোথা হইতে? উত্তরে বলিয়াছেন, "যষ্টব্যমিতি।" যজ্ঞ করা কর্তব্য এই জন্যই করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণা অন্তরে জাগিলেই কর্ম সাত্ত্বিক হইল। শাস্ত্রানুমোদিত (বিধি-আদিষ্ট) কার্য করিলে উহা সাত্ত্বিক হয়।

পক্ষান্তরে দম্ভবশতঃ, নিজ মহত্ব দেখাইবার জন্য যে যজ্ঞ তাহা রাজস। শাস্ত্রবিধি শূন্য কার্য্য তামস। যে যজ্ঞে মন্ত্র নাই, দক্ষিণা নাই, কেবল হৈ চৈ হুজুগ, আড়ম্বর তাহা তামসিক যজ্ঞ। যাঁহার স্বভাব সত্ত্বগুণময় তিনি সাত্ত্বিক যজ্ঞ করিবেন। আবার সাত্ত্বিক যজ্ঞ করিতে করিতে স্বভাব সত্ত্বগুণী হইয়া উঠিবে। রজঃ তমোগুণ ত্যাগ করিলেই জীবন সত্ত্বগুণের দিকে অগ্রসর হইবে।

আহার ও যজ্ঞের কথা বলিয়া তপস্যার কথা বলিতেছেন। কোন লক্ষ্য বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে দেহ, মন ও বাক্যের নিয়ন্ত্রণ তপস্যাপদবাচ্য। পূজ্যজনের পূজা, সরলতা, শৌচ, ওজঃ-শক্তির রক্ষণ ও হিংসাশূন্যতা এই সব শরীরের তপস্যা। নিত্য শাস্ত্র পাঠ করা, কথা দ্বারা কাহারও মনে দুঃখ না দেওয়া (অনুদ্বেগকরং), সত্য, প্রিয় ও মঙ্গলকর বাক্য বলা—এই সব বাক্যের তপস্যা। চিত্ত শুদ্ধি (ভাবসংশুদ্ধি), মনঃ সংযম (আত্মবিনিগ্রহ), চিত্তের প্রসন্নভাব (মনঃ প্রসাদঃ), অক্রুরতা, মনের বাক্য বিষয়ক সংযম এই সকল মানস তপস্যা। এই প্রত্যেক তপস্যাই সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক এই ত্রিবিধ হইতে পারে।

যদি তপস্যায় গভীর শ্রদ্ধা থাকে (শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং), ঈশ্বরে একান্ত ভক্তিযুক্ত (যুক্তৈঃ) চিত্ত হয় ও তপস্যার মধ্যে কোন ফল কামনা না থাকে (অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ) তাহা হইলে সেই তপস্যা সাত্ত্বিক। মান, পূজা ও লাভের জন্য দম্ভবশতঃ যে তপস্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচরণ তাহা রাজসিক তপস্যা। আর পরের ক্ষতি করার জন্য (পরস্যোৎসাদনার্থং), বা মূঢ়তা বশতঃ সদসৎ জ্ঞানহীন হইয়া (মূঢ়গ্রাহেণ), নিজেকে—নিজের দেহকে অতীব পীড়া দিয়া যে তপস্যা তাহা তামস-তপস্যা।

আহার, যজ্ঞ ও তপস্যা এই তিন কথায় জীবনের সকল কর্মই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। জীবন-পথের যাত্রীর প্রয়োজনীয় সকল কথাই বলা হইয়াছে। আবার দানের ত্রিবিধার কথা বলিতেছেন। শ্রীভগবান্ যখন শ্রীগীতা বলেন তখন দ্বাপর যুগ। দ্বাপর যুগের ধর্ম—দানের দ্বারা অপরের সেবা (পরিচর্যা)—"দ্বাপরে পরিচর্যায়াং।" যুগধর্ম বলিয়া 'দান' সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন।

কোন ফল কামনা না করিয়া, 'দান করা কর্তব্য' (দাতব্যমিতি) এই বুদ্ধিতে দানই সাত্ত্বিক দান। উপকারীর প্রত্যুপকার করা দানপদবাচ্য নয়। যে সময়, যে স্থানে, যে পাত্রে দান করিলে সর্বাধিক মঙ্গল (দেশে কালে চ পাত্রে চ) সেইভাবে দেওয়াই উত্তম দান। "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়"—ইহাই হইল সহজ নীতি। যার যখন যাহা নাই—যাহা তার পাওয়া উচিত, পাইলে সর্বাধিক কল্যাণ, সেখানে তখন তাহাকে তাহা দান করা সাত্ত্বিকী দান।

প্রত্যুপকারের আশায়, স্বর্গাদি প্রাপ্তির লোভে যে দান, তাহা রাজসিক দান। দান করিতে যদি চিত্তের ক্লেশ হয় (পরিক্লিষ্টং), তবে সে দান রাজস। অবজ্ঞার সহিত বা কঠোর ব্যবহারের সহিত (অসৎকৃতং) যে দান,—যে দান অনুপযুক্ত স্থানে, কালে ও পাত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেওয়া হয় তাহা তামস দান। "মা প্রযচ্ছেশ্বরে দানং" ইহা সহজ নীতি বাক্য। যার আছে তাকে দিও না। তেলা মাথায় তেল ঘষিও না। যে পাইলে উপকৃত হইবে না তাহাকে উপকার করা কেন? শ্রীমদ্ভাগবত বৃক্ষকে দৃষ্টান্ত দিয়া দানের অপূর্ব মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।

ওঁ তৎ সৎ

(ক)

শ্রীগীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষের ছয়টি মন্ত্রে (২৩—২৮) "ওঁ তৎ সৎ" প্রকরণ। প্রকরণটির মধ্যে অল্প কথায় প্রায় সমগ্র গীতার সংবাদটি সংক্ষেপে পাওয়া যায়। তাই, পুনরালোচনা করা যাইতেছে।

স্রষ্টা সৃষ্টির মূল উৎস। সৃষ্টির মাধ্যমেই তাঁর পরিচিতি। সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার পরিপূর্ণতা। জীব ও জগৎ লইয়াই সৃষ্টি। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই তিন মিলিয়া এক অখণ্ডতা—ব্রহ্মের সমগ্রতা। এই সমগ্রতার প্রকাশক "ওঁ তৎ সৎ" এই মন্ত্র। ওঁ (প্রণব), ব্রহ্ম। তৎ, জীব। সৎ, জগৎ। ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বেদ। জীবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ব্রহ্মজ্ঞ। জগৎ কর্ম্মময়। কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যজ্ঞ। সুতরাং "ওঁ তৎ সৎ" মন্ত্রে বেদ, ব্রহ্মজ্ঞ ও যজ্ঞ বুঝায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণব বা ওঙ্কারই যে বেদের নির্যাস ও ব্রহ্মবস্তু, এ সম্বন্ধে নিখিল শ্রুতি এক মত। গীতা নিজেই বলিয়াছেন, "প্রণবং সর্ব্ববেদেষু।" ছান্দোগ্য শ্রুতি (১।১) কহিয়াছেন, "ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত।" ওঁ এই অক্ষররূপী ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, "ওমিতি ব্রহ্ম, ওমিতীদং সর্ব্বং"—ওঙ্কারই এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ (১।৮)। মাণ্ডূক্যোপনিষদে ব্যক্ত হইয়াছে—

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানং—

ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব,
যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব। ১।"

এই দৃশ্যমান বিশ্বজগৎ ওঙ্কার এই মন্ত্রাত্মক। ইহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যান এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই সমস্তই ওঙ্কারাত্মক কালত্রয়ের অতীত যাহা কিছু আছে তাহাও এই ওঙ্কারই। কঠশ্রুতিতে আখ্যাত হইয়াছে—(১।২।১৫)।

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি—ওমিত্যেতৎ।"

সর্ববেদ যাঁহার পদে সম্যকরূপে নমস্কার করে, সকল তপস্যাই যাঁহার কথা বলিয়া থাকে, যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালিত হয়, তাঁহার কথা আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। তিনি এই ওঙ্কার। এই কথা যম বলিয়াছেন নচিকেতাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্নোপনিষদ্ বলিয়াছেন,—(৫।২)

"এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ।"

হে সত্যকাম, যাহা ওঙ্কার বলিয়া বিখ্যাত তাহাই পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—(১।১৪)।

"স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥"

নিজ দেহকে একখানি অরণি ও প্রণবকে অপর একখানি অরণি করিয়া তাহাদের ধ্যানরূপ ঘর্ষণ অভ্যাস করিলে দেহমধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত পরমাত্মার দর্শন লাভ করা যায়।

কঠোপনিষদ আবার বলিয়াছেন, (১।২।১৭)

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠম্ এতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

ব্রহ্ম প্রাপ্তির যতপ্রকার অবলম্বন আছে, তন্মধ্যে ওঙ্কারই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। ওঙ্কারকে জানিলে ব্রহ্মধামে মহীয়ান হইতে পারা যায়।

মাণ্ডুক্যকারিকায় শ্রীগৌড়পাদ কহিয়াছেন—(২৮)

"প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতং"।

সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত প্রণবকেই ঈশ্বর বলিয়া জানিবে। যোগদর্শনের শ্রেষ্ঠ আচার্য পতঞ্জলি লিখিয়াছেন যোগসূত্রে সমাধি-পাদে (২৭—২৮)

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।"

প্রণবই ঈশ্বরের নাম। তাহার জপ ও অর্থ-চিন্তা করণীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"প্রণব যে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব বিশ্বধাম ॥
সর্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৭ম)

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"—(১।১।৩) এই ব্রহ্মসূত্রানুসারে ব্রহ্মই সমগ্র শাস্ত্রের নিদান। প্রণব ব্রহ্মেরই অভিন্ন স্বরূপ হওয়াতে প্রণবও যে বেদের নিদান ইহা সিদ্ধান্ত হইল।

ওঙ্কারের মধ্যেও তিনটি অক্ষর আছে। অ-উ-ম। অ-কার আনন্দ। উ-কার চৈতন্য। ম-কার সৎ। অতএব ওঙ্কার সচ্চিদানন্দ। ইহা সূক্ষ্মতম কথা। সূক্ষ্ম তত্ত্ব হইল উ-কার গতি। ম-কার স্থিতি। অ-কার স্থিতি ও গতির মহাসমন্বয়। আরও স্থূল কথা অ-কার বিষ্ণু-সত্ত্বগুণ। উ-কার ব্রহ্মা-রজোগুণ। ম-কার রুদ্র, তমোগুণ। অ-কার আদি। "অক্ষরাণাম-কারোঽস্মি"। ম-কার শেষ। উ-কার মিলনাত্মক। এই তিনেরই ব্যক্ত রূপ—ওঁ তৎ সৎ। ওঙ্কার আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। তৎ—চিৎ স্বরূপ জীব। সৎ—জগৎ প্রপঞ্চ। বহির্জগৎ—সৎ। অন্তর্জগৎ—তৎ। এই দু'য়ের একটি মূল ওঁ।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মের হৃদাকাশ হইতে নাদ। নাদ হইতে ত্রিমাত্র ওঙ্কার। ওঙ্কার স্বপ্রকাশ পরমাত্মার সাক্ষাৎ বাচক। ইহা নিখিল বেদ-মন্ত্রের শাশ্বত বীজ। প্রথম অব্যক্ত ওঙ্কারের তিন বর্ণ প্রকাশিত হইল—অ—উ—ম। উহা হইতে ক্রমশঃ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; ঋক্, সাম, যজুঃ; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই সকল পরিব্যক্ত হইল।

বহির্জগৎ রূপময়। অন্তর্জগৎ ভাবময় বা নামময়। ইহা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেই বলে নামরূপাত্মক জগৎ। ইহারই সূত্র তৎ সৎ। তৎ বলিতে নামময়। সৎ বলিতে রূপময়। এই নাম-রূপাত্মক বিশ্ব প্রপঞ্চের যাহা উৎস তাহাই ওঙ্কার। ওঙ্কার অপরিণামী, নিত্য। নামরূপাত্মক তৎ সৎ পরিণামী নিত্য। এই কথা তৈত্তিরীয় উপনিষদ ব্রহ্মানন্দবল্লার ষষ্ঠ অনুবাকে প্রথম মন্ত্রে—নিম্নোক্ত প্রকারে কহিয়াছেন—

সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনু প্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্য-মিত্যা-চক্ষতে॥

আচার্য শঙ্করের দৃষ্টি ভঙ্গী লইয়া ব্যাখ্যা করিলে উপরোক্ত শ্রুতি মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে ব্রহ্মের কামনাও তপস্যা, তাহা সত্য ও জ্ঞানময়। ইহা ব্রহ্মের আত্মভূত। প্রজাসৃষ্টির কামনা অর্থ ব্রহ্মের ভিতরে যে সমস্ত নাম-রূপ অনভিব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান তাহা অভিব্যক্ত করা। যখন ব্রহ্ম অনভিব্যক্ত নাম-রূপ অভিব্যক্ত করেন তখনও তাঁহার স্বীয় নাম-রূপ পরিত্যক্ত হয় না। (এই জন্যই ব্রহ্ম অপরিণামী নিত্য)। নাম-রূপ ব্রহ্মের সহিত অবিযুক্ত থাকিয়াই অভিব্যক্ত হয়। ইহাই ব্রহ্মের বহু হওয়া। জাগতিক নাম-রূপ—(তৎ ও সৎ) ব্রহ্ম দ্বারাই আত্মলাভ করে। নিজ স্বরূপ রক্ষা করিয়াই ব্রহ্ম নাম-রূপাত্মক জগতে প্রবেশ করেন। এই জন্যই ব্রহ্মকে সৎ অসৎ, নিরুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনিরুক্ত, নিলয় অনিলয়, বিজ্ঞান অবিজ্ঞান, সত্য অনৃত প্রভৃতি বিরুদ্ধ গুণময় বলা হয়।

এই তৈত্তিরীয় শ্রুতির "সৃচ্চ-ত্যচ্চ"ই গীতার "তৎ সৎ"। অদ্বৈত বেদান্ত মতে এই তৎ ও সৎ ব্রহ্মের উপাধি। বৈষ্ণব বেদান্ত মতে তৎ ও সৎ ব্রহ্মেরই শক্তি। তিনি নিয়তই এই শক্তি-বিশিষ্ট। শক্তি শক্তিমান অভিন্ন বলিয়া এই তৎ সৎ ব্রহ্মই। গীতাও এই অভিন্নতা দৃষ্টে বলিয়াছেন—

"ওঁ তৎ-সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।" (১৭২৩)

'নির্দ্দেশ' শব্দে দেখাইয়া দেওয়া বুঝায়। পতঞ্জলির "বাচক" ও গীতার "নির্দ্দেশ" একই কথা। প্রণব ব্রহ্মের বাচক বা প্রণব দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ—একই কথা। এস্থলে বিচার্য এই যে, লৌকিকে বাচক ও বাচ্য ভিন্ন। জল শব্দটি বাচক বা নাম, জল নামক নদীস্থ বস্তুটি বাচ্য বা নামী। বাচ্য জল পানে পিপাসা দূর হয়, বাচক জল উচ্চারণে পিপাসা দূর হয় না। বাচক জল-বাচ্য জলকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু বাচ্য-জলের শক্তি বাচক-জলে নাই। এই জগতের সকল বাচ্য-বাচকের মধ্যে এই সম্বন্ধ। বাচক-সন্দেশ—জলযোগের বিপণি-স্থিত বাচ্য সন্দেশের স্মারক। স্মরণ করায়, রসনাতে জলও আনিয়া দেয়, কিন্তু মুখে মিষ্টত্বের অনুভব করাইতে পারে না। উদরও পূরণ করিতে পারে না। জগতের সকল বাচ্য-বাচকের মধ্যে এইরূপই সম্বন্ধ। দুই চলিয়াছে সমান্তরাল রেখার মত। নাম আর নামী, বাচক আর বাচ্য। যার যার কাজ সে করে, একে অন্যের সঙ্গে মিশে না, সমান তফাতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাগ্‌দেবী আর শ্রীদেবী দুই সপত্নীর মত সমান তফাতে থাকিয়া দৃশ্যমান জগতের কার্য নির্বাহ করে।

ইহারা মিশে না। কিন্তু মিশে। সমান্তরাল রেখা অসীমে গেলে মিশে (Parallel lines meet in infinity)। ইহা উচ্চ গণিত শাস্ত্রের প্রমাণিত সত্য। বাচ্য আর বাচক যখন অনন্তে পৌঁছায় তখন তাহারা একাকার হইয়া যায়। তখন বাচ্য বাচকয়োঃ সমানরসস্থিতিঃ। যখন পরব্রহ্মে পৌঁছে তখন তাঁহাদের ব্যবধান রহিত হইয়া যায়। এই জন্য ওঁকার পরব্রহ্মের বাচক ও পরব্রহ্মও। ইহা নির্দেশকও, নির্দেশ্যও। জল শব্দ উচ্চারণে পিপাসা যায় না বটে, কিন্তু প্রণব জপ করিলে ব্রহ্ম দর্শন হয়। সন্দেশ সন্দেশ বলিলে মুখে মিষ্টি লাগে না বটে, কিন্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপিলে কৃষ্ণে যে রসমাধুর্য আছে তাহার আস্বাদন হয়। এই কথাই বৈষ্ণবাচার্যেরা বলেন—

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর লিখিয়াছেন—

"হরি শব্দ উচ্চারণ হরি পুরুষ উদয়।"

হরি, এই শব্দ উচ্চারণমাত্র 'হরি' শব্দ বাচ্য যে পুরুষ তাঁহার উদয় হয়। পরব্রহ্ম ও শব্দ-ব্রহ্মের এই তত্ত্ব-রহস্য বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ধারায় চলিয়া আসিয়াছে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ তৎ সৎ

(খ)

"ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" (১৭।২৩) ব্রহ্মবস্তুর নাম তিনটি 'ওঁ', 'তৎ' এবং 'সৎ'। এই নাম ব্রহ্মকে শুধু বুঝায় না, দেখাইয়া দেয়, পাওয়াইয়াও দেয়। অগ্নি একটি শব্দ, অগ্নি বস্তু হইতে ইহা পৃথক। অগ্নি লিখিলে কাগজ কলম পুড়িয়া যায় না। অগ্নি শব্দ অগ্নি বস্তুকে বুঝায় কিন্তু পাওয়াইয়া দেয় না। ওঁকার সেইরূপ শব্দ মাত্র নয়। উহা ব্রহ্মের নাম কিন্তু উহা ব্রহ্ম বলিতে যাহা বুঝায় সেই পরমতম বস্তুও বটে। এখানে শব্দ ও বস্তু পৃথক নয়। বাচ্য বাচক, নাম নামী এখানে অভিন্ন। ওঁকার আনন্দস্বরূপ, জ্যোতির্ময়, সর্ব্বব্যাপক। সর্ব্বব্যাপক বলিতে প্রধানতঃ তিনটি স্বরূপে পরিব্যাপ্তি বুঝাইবে। সৃষ্টির ব্যক্তস্বরূপ বা বহির্জগৎ, অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট অন্তর্য্যামীর অব্যক্তস্বরূপ বা অন্তর্জগৎ। আর সকল কিছু অতিক্রম করিয়া (অত্যতিষ্ঠৎ) সৃষ্টির ঊর্দ্ধে নিজস্বরূপে অবস্থিতি বা নিত্যলীলাজগৎ। বহির্জগতে ব্রহ্মের যে প্রকাশ তাহা 'সৎ'। অন্তর্জগতে যে প্রকাশ তাহা 'তৎ'। আর সর্ব্বাতীত লীলাজগতে যে প্রকাশ তাহা 'ওঁ'-হরিঃ বা লীলা-পুরুষোত্তম। ওঁ তৎ সৎ বাক্যে ব্রহ্মের ব্যক্ত, অব্যক্ত ও পরমস্বরূপ বুঝায়। ইহাতে জগৎ, জীব ও ঈশ্বর বুঝায়। পঞ্চদশ অধ্যায়ের ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম বুঝায়। বেদান্তের সৎ চিৎ আনন্দ বুঝায়। সাধনমার্গের কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি বুঝায়। সৎ এর সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মযোগের, চিৎ এর সঙ্গে জ্ঞানযোগের, পুরুষোত্তমের সঙ্গে ভক্তিযোগের সম্বন্ধ। শ্রুতিতে তত্ত্বমসি (তৎ+ত্বম+অসি) মহাবাক্যে এই তৎ-এরই নির্দ্দেশ আছে। তৎ বলিতে জীবের চিৎ স্বরূপটি বুঝায়। ইহা কূটস্থ অক্ষর। এই চিদংশে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা আছে। তৎ-বস্তুর অনুভূতি জাগিবে জ্ঞানদ্বারা। জ্ঞানের কার্য্য হইল তৎ-স্বরূপ বা চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্মকে বা আত্ম-স্বরূপকে প্রকাশ করা।

জ্ঞান বস্তুটিও নিজে অব্যক্ত। জ্ঞানকে দেখা যায় না। 'তৎ' বা জ্ঞান ব্যক্ত হয় সৎ-এর মাধ্যমে, সৎ এর আচরণে। যেমন জ্ঞানীর জ্ঞান রূপ পায় তাঁহার আচরণে। তৎ আছে অন্তর্জগতে অব্যক্তাবস্থায়। সৎ হইতেছে তাহার ব্যক্তাবস্থা। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর বা ওঁ-কারের ব্যক্তাবস্থা, সৎ হইল স্থূলাবস্থা, তৎ হইল সূক্ষ্মাবস্থা, ওঁ-কার হইল কারণাবস্থা, পুরুষোত্তম হইলেন তুরীয়াবস্থা। ওঁকার সর্ব্বময় বলিয়া স্থূল সৎ ও সূক্ষ্ম তৎ উভয়েই। ওঁ পুরুষোত্তমের জ্যোতির স্বরূপ। জ্যোতিঃ ও জ্যোতির্ম্ময়ে অভিন্ন ভাবনা করিলে ওঁকারই পুরুষোত্তম। ভিন্ন ভাবনা করিলে ওঁকারের অভ্যন্তরে পরমপুরুষ। জ্ঞান অভিন্ন দেখে। ভক্ত ভক্তির চক্ষে ভিন্ন দেখে।

সৎ প্রকাশ পায় সাত্ত্বিকভাবে যজ্ঞ দান তপস্যার অনুশীলনে। যজ্ঞ দান তপস্যাই যখন সৎ, তাহা অনুষ্ঠিত হয় সাধুভাবে। "সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। (১৭।২৬)

ওঁ তৎ সৎ হইতে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞের উৎপত্তি এই কথা বলা হইয়াছে। "ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা" এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথার তাৎপর্য্য এইরূপ। ব্রাহ্মণ বলিতে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বুঝায়। বেদ বলিতে ব্রহ্মজ্ঞান লক্ষীভূত হয়। যাহা ব্রহ্মকে মানুষের বুদ্ধির মধ্যে ধরাইয়া দেয় তাহাই বেদ। যজ্ঞ বলিতে বুঝায় প্রাপ্তির উপায়। ব্রহ্ম প্রাপ্তির সাধনই যজ্ঞ। সুতরাং বেদ, যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ এই তিনটি কথায় পাওয়া গেল ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় ও সেই উপায়াবলম্বনে ব্রহ্মাভিমুখে বিচরণশীল সাধক ভক্তকে। সুতরাং ওঁকার হইতে উক্ত তিনের সৃষ্টি ইহা যথার্থই।

যিনি ব্রহ্মকে জানিবার জন্য তপস্যা করেন তিনিই ব্রাহ্মণ। অন্যান্য বহুগুণের আধার হইয়াও ব্রাহ্মণ যদি অক্ষর ব্রহ্মকে না জানেন তাহা হইলে তাঁহার সকলই বৃথা। তিনি কৃপণই থাকেন। ব্রহ্মকে জানিলে হন ব্রাহ্মণ, না জানিলে থাকেন কৃপণ। ব্রহ্ম-সাধনার প্রধান অন্তরায় ফলকামনা—ইহা যাহার আছে গীতা তাহাকে কৃপণ বলিয়াছেন। "কৃপণাঃ ফলহেতবঃ" (২।৪৯) কৃপণেরা-কামাত্মা, তাহাদের জীবন তুচ্ছ। ব্রাহ্মণেরা মহাত্মা, তাঁহাদের জীবন ধন্য। প্লাবনের জলে সব একাকার হইয়া গেলে "সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে," যেমন কেহ আর ক্ষুদ্র পুকুর ডোবার অনুসন্ধান করে না, সেইরূপ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মানন্দে যে সুখ তাহা পাইলে কেহ আর বিষয় সুখে আকৃষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণ হইলে আর কৃপণ হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানে পৌঁছানই তো জীবনের পরম উদ্দেশ্য। একদিন প্রত্যেককেই ব্রাহ্মণ হইতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যাহা ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করে তাহাই বেদ। বেদজ্ঞান আর বেদ একার্থক। ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপই। এই দৃষ্টিতে বেদ ও ব্রহ্ম অভিন্ন। বেদজ্ঞান অনাদি অপৌরুষেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুগ যুগ ধরিয়া দ্রষ্টা ঋষিগণ এই জ্ঞান উপলব্ধি করেন। সকল ঋষিগণের চরম উপলব্ধি হইল ব্রহ্মজ্ঞান। গীতা গ্রন্থখানিকে বলা হইয়াছে বেদ-গাভীর দুগ্ধ। জগতের কাছে গীতার বার্ত্তা হইল পরব্রহ্মকে জানিতে হইবে। তাঁহাকে আস্বাদন করিতে হইবে, আস্বাদন করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যাইতে হইবে।

যজ্ঞের কথা সমগ্র গীতা ভরিয়াই। যজ্ঞের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন—যজ্ঞের সৃষ্টি হইয়াছে, জগৎ সৃষ্টি বা প্রজাসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই। "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা" (৩।১০)। যজ্ঞ একটা যোগসূত্র জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যে। বিশ্বজগৎ ও মানবসমাজের স্থিতির মূল হইল যজ্ঞ। ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবার উপায় হইল যজ্ঞ। পরস্পরের ভাবনার দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিবার নির্দ্দেশ হইল যজ্ঞের মুখ্য সংবাদ।

'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ' (৩।১১) মানুষে মানুষে পরস্পর পরস্পরের ভাবনা করিবে ইহাই প্রকৃত নৃযজ্ঞ। মানুষ জীবজন্তু ও প্রকৃতির কথা ভাবিবে ইহা ভূতযজ্ঞ। মানুষ ও দেবতা পরস্পর পরস্পরের ভাবনা ভাবিবে ইহা দেবযজ্ঞ। মানুষ ও পরব্রহ্মের মধ্যে যে ভাবনা ইহা জপযজ্ঞ বা নামযজ্ঞ।

যে মানব অ-যজ্ঞ অর্থাৎ যে যজ্ঞবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, সমাজসেবা বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া কেবল স্বার্থবুদ্ধিতে কার্য্য করে সে অ-সুর। পরার্থবুদ্ধি, মানবসেবাবুদ্ধিই যজ্ঞ। ভোগলিপ্সাই মানুষকে স্বার্থবুদ্ধিতে সংকুচিত করে। ত্যাগবুদ্ধিই পরার্থে, পরমার্থে উন্নীত করে। এই ত্যাগই যজ্ঞ। পরার্থ বা জীবসেবা বুদ্ধি হইতে ত্যাগব্রতের উন্মেষ হয়। তারপর উহা ব্যাপক ও সুদৃঢ়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে হইতে পরিশেষে কৃষ্ণ-সেবামৃত অমৃতত্বে পৌঁছাইয়া দেয়। যজ্ঞদ্বারা ক্রমশঃ সর্ব্ববস্তুতেই ব্রহ্মবস্তুর বিকাশ অনুভূত হয়—এই কথাই গীতা বলিয়াছেন। 'সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্'। (৩।১৫)।

এই প্রকারে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞের সহিত ওঁ তৎ সৎ এর একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সাধকই ব্রাহ্মণ, সাধ্য বেদ, সাধন হইল যজ্ঞ। ওঁকার পরব্রহ্ম, তৎ অন্তর্জগৎ বা চিজ্জগৎ, সৎ দৃশ্যমান জগৎ বা জড় জগৎ। সাধক দৃশ্যমান মৃন্ময় জগতের মধ্য দিয়াই কর্ম্ম সাধনের সামর্থ্যে অন্তর্জগতে বা চিন্ময় জগতে পৌঁছিবে। তারপর ক্রমে পরাভক্তি বলে শ্রীভগবানকে পাইয়া প্রেমপূর্ণ হইবে।

সৎ এর মধ্য দিয়া সাধনটি কিরূপ তাহা বলিতেছেন—

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে। (১৭।২৬-২৭)

সদ্ভাব অর্থাৎ সাধুভাব বুঝাইবার জন্য সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। প্রশস্ত কর্ম্মেও সৎ শব্দের প্রয়োগ হয়। আর যজ্ঞ-দান-তপস্যায় যে নিষ্ঠা তাহাও সৎ। যজ্ঞ-দান-তপস্যার উদ্দেশ্যে কৃতকর্ম্মও সৎ।

অনন্যভাক্ হইয়া যে আমাকে ভজনা করে সেই সাধু—"সাধুরেব স মন্তব্যঃ" (৯।৩০)। সুতরাং সৎ হওয়া, সাধু হওয়া আর শ্রীকৃষ্ণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্যাভক্তি লাভ করা একই কথা। লোকসংগ্রহাত্মক কর্ম্মই প্রশংসাযোগ্য, প্রশস্তকর্ম্ম। স্বার্থকে যিনি পরার্থে নিয়োজিত করিয়া পরমার্থের নিকট আত্মসমর্পণ করেন তাঁহার সকল কর্মই প্রশস্তকর্ম। সমস্ত কর্ম্ম যখন যজ্ঞ, দান ও তপস্যার ভিত্তিতে করা হইবে তখনই হইবে শ্রেয়ের পথে জয়যাত্রা। অতএব সৎ-ই হইল ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন। সৎ কর্ম্ম হইতেই জগতের স্থিতি।

যজ্ঞ, দান ও তপস্যার মধ্যে গীতার সমস্ত কথাই আসিয়া পড়ে। পরবর্ত্তী অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই কহিয়াছেন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা মনীষিদিগেরও ত্যাজ্য নহে। উহা শ্রেষ্ঠব্যক্তিদের নিত্যকর্ম্ম। গীতার মধ্যে যজ্ঞই জীবের শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই সাধনায় পৌঁছাইয়া দিবার সোপান হইল দান। দান করিবার যোগ্যতা আসে তপস্যা হইতে। কিরূপে তাহা বলা যাইতেছে।

গীতা ত্রিবিধ তপস্যার কথা বলিয়াছেন—দেহের, বাক্যের ও মনের। দেহের তপস্যা হইল অহিংসা, শৌচ ও ব্রহ্মচর্য। বাক্যের তপস্যা হইল স্বাধ্যায় ও সত্যকথন্, মনের তপস্যা হইল চিত্তের প্রসন্নতা, মৌনব্রত ও ভাবসংশুদ্ধি। ভাবসংশুদ্ধির উপায় হইল মন ও মুখ এক করা।

যাঁহার তপস্যা আছে তাঁহারই অধিকার হয় দান করিবার। তপস্যাহীনের দান অসাত্ত্বিক হইয়া যায়। দান করা কর্ত্তব্য এই বুদ্ধিতে প্রত্যুপকারের কিছুমাত্র আশা না রাখিয়া যে দান তাহা সাত্ত্বিক দান।

দান অর্থ বিরক্তির সহিত কাঙালকে দুটি পয়সা ছুড়িয়া দেওয়াই নহে। অর্থহীনকে অর্থদান, অন্নহীনকে অন্নদান,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, স্বাস্থ্যহীনকে স্বাস্থ্যদান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়-দান, ভীতকে অভয়দান, বিদ্যাহীনকে বিদ্যাদান, আত্মিক জ্ঞানহীনকে জ্ঞানদান, ধর্ম্মবিমুখকে ধর্ম্মদান এই সকলই দান। দানের উদ্দেশ্য হইবে দান গ্রহীতাকে স্বপদে-প্রতিষ্ঠিত করা। এই হেতু, কোন বস্তুদান হইতে ঐ বস্তুপ্রাপ্তির সাধনদান শ্রেষ্ঠ। দুগ্ধদান হইতে গোদান শ্রেষ্ঠ, অন্নদান হইতে ভূদান শ্রেষ্ঠ। বস্ত্রদান হইতে তাঁত চরখা দান শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান হইল জ্ঞানদান। কারণ, জ্ঞানলাভ হইলেই সকল দুঃখ মোচনের উপায় হইবে। জ্ঞানদানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান দান। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর দানের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

মনঃপ্রাণে জীবে কর কারুণ্য কল্যাণ।
ক্ষমা, দয়া, ধর্ম্মদান উদ্ধার বিধান॥

(উদ্ধারণ ধর রে) (সবে হরিনাম দান) (এই কল্যাণ বিধান)। ব্রহ্মজ্ঞান দান, হরিনাম দান করিতে হইলে শ্রেষ্ঠ তপস্বী হওয়া প্রয়োজন। শরীর-মন-বাক্যের তপস্যায় যিনি সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞান দানে, হরিনাম দানে তাঁহারই সমধিক যোগ্যতা। তাই বলিয়াছেন তপস্যা হইতে হয় দানের যোগ্যতা। দান হইতে হয় যজ্ঞের অধিকার।

দান করিতে গেলেই স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। স্বার্থত্যাগ বা সেবাবুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে দানের মাধ্যমেই মানুষে মানুষে পরস্পরের ভাবনা রূপায়িত করিতে হইবে। এই পরস্পরের কল্যাণ ভাবনাই ক্রমে যজ্ঞে উন্নীত হয়।

তপস্যায় হইবে দেহ, মন ও বাক্য সুন্দর। দানে হইবে প্রাণ ও বুদ্ধি সুন্দর। যজ্ঞে হইবে জীবন সুন্দর। সৎস্বরূপে যজ্ঞের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম কর্ম্মযোগ, চিৎস্বরূপে যজ্ঞের নাম জ্ঞানযোগ, আনন্দস্বরূপে আত্মসমর্পণ-রূপ যজ্ঞের নাম অনন্যাভক্তি। এই জন্যই বলিয়াছেন—

"যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং"। (১৮।৫) যজ্ঞ, দান ও তপস্যা করিতে হইবে শ্রীভগবানে গভীর শ্রদ্ধা রাখিয়া। ঈশ্বর-বিশ্বাসই নিখিল সদাচরণের দৃঢ় ভিত্তি। সকল দান, যজ্ঞ ও তপস্যার লক্ষ্য হইবে হরি-প্রাপ্তি। যদি তাহা না হয়—দানকারী, তপস্যাকারী বা যজ্ঞকারী যদি হন পরমেশ্বরে ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীন, তাহা হইলে তাহাদের সকল কার্য্য ইহইবে 'অসৎ', অসৎ কর্ম্মও এক প্রকারযজ্ঞ। তাহা দক্ষযজ্ঞ। তাহা হইতে ইহকালে বা পরকালে কোথাও কোন শুভফল ফলিবে না।

এই ঈশ্বর-অবিশ্বাসের যুগে এই ঘোষণা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

"অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥" ১৭।২৮

এই সুদৃঢ় ঘোষণা অকুণ্ঠ ভাষায় উচ্চারণ করিয়া গীতার বক্তা পার্থসারথী সপ্তদশ অধ্যায় শেষ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জুনের জানিবার ইচ্ছা

যাহা কিছু বলিবার সবই বলা হইয়া গেল। অর্জুনকে যুদ্ধরূপ কর্তব্য কর্মে নিযুক্ত করিতে হইবে। এই হইল বক্তার লক্ষ্য। এই হেতু নিখিল কর্মের রহস্য, কর্তৃত্বের রহস্য, জীবের তত্ত্ব ও কর্তৃত্বের কথা বলিয়াছেন। ঠিকমত কর্ম করিতে হইলেই জ্ঞানী হইতে হইবে। জ্ঞানী হইয়া ভক্ত হইতে হইবে। ভক্ত হইয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ পূর্বক কর্ম করিতে হইবে। এইরূপ হইতে শুদ্ধ সত্ত্বগুণশালী হইতে হইবে। রজঃ ও তমঃ ত্যাগ করিয়া সত্ত্বগুণ লাভ করিতে হয়, তারপর তাহাও ছাড়িয়া গুণাতীত ভূমিতে উঠিতে হইবে। সাধন পথের এই চরম কথা হইয়া গিয়াছে।

পুরুষোত্তম তত্ত্বে ঈশ্বর তত্ত্বের চরম রহস্য কহিয়াছেন। ত্রিগুণ-তত্ত্বে প্রকৃতির গভীর রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয়ে সাধনতত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। গীতাকার তাঁহার বক্তৃতায় এই মহাকার্য সাধন করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ যাহা যাহা বলা প্রয়োজন সকল কথাই হইয়া গিয়াছে। আমার ভক্ত হইয়া সাত্ত্বিক-শ্রদ্ধা সম্পন্ন হও। সকল কর্মকে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে দেখ। এই কথা বলিয়া শেষ করিয়াছেন। এখন বক্তার নীরব হইবার কথা। কিন্তু শ্রোতা নীরব হইতে দিলেন না। আর একটি প্রশ্ন তুলিলেন। উত্তর দিতে দিতে বক্তা আর এক সুদীর্ঘ অধ্যায়ের অবতারণা করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুনের শেষ প্রশ্ন। বস্তুতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এটি প্রশ্ন নহে। প্রশ্নের কোন সুর নাই। কোন সমস্যারও উল্লেখ নাই। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানিবার ইচ্ছা মাত্র। বলিলেন—সন্ন্যাস ও ত্যাগ এই দু'য়ের তত্ত্ব পৃথক ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। এই ইচ্ছা কেন এত কথার পরেও, ইহার কোন কারণ অর্জুন নির্দেশ করেন নাই।

অর্জুনের অন্তরে কোন সংশয় নাই। একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন "মোহোঽয়ং বিগতো মম।" তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে যে প্রশ্ন তাহাই সমগ্র গ্রন্থের রূপ দিয়াছে, একথা আলোচনা করিয়াছি। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমেও ঠিক ঐ প্রশ্নই, একটু ভাষান্তরে। এখন অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রথমেও সেই প্রশ্নই, তবে অতি মোলায়েম ভাষায়। তৃতীয় অধ্যায় ও পঞ্চম অধ্যায়ের প্রশ্নে ধার ছিল। এখন ধারাল নয়, তীক্ষ্ণতা নাই। না বোঝা, ভুল বোঝা নাই। অভিযোগ নাই। কেবলই জানিতে চাওয়া। চাওয়াও কেবল তথ্য জানিবার জন্য নয়—পথ চলার জন্য। যাহা জানিতে চাহিলেন তাহা কি পূর্বে শুনেন নাই? নিশ্চয় শুনিয়াছেন। সন্ন্যাস ও ত্যাগের কথা মিলাইয়া মিশাইয়া শুনিয়াছেন, বুঝিয়াছেন তবু যেন কোথায় মনের কোণে একটু অস্পষ্টতা রহিয়াছে। তাই বলিয়াছেন উহাদের তত্ত্ব পৃথক জানিতে ইচ্ছা। আলাদা আলাদা করিয়া বেশ সুন্দর পরিষ্কারভাবে জানিতে ইচ্ছা করি।

সন্ন্যাস বলিতে, চতুর্থাশ্রমে সংসার ছাড়িয়া ব্রহ্মানুধ্যানে ডুবিয়া যাওয়া। জীবনের সায়াহ্নে অন্ততঃ এইরূপ করিবার একটা নির্দেশ অর্জুন পাইবেন এইরূপ যেন আশা করিতেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু বক্তার মুখ হইতে সেইরূপ কোন উপদেশ আসিল না। অর্জুন চতুঃবর্ণের কথা শুনিয়াছেন। চতুরাশ্রমের কথা শুনেন নাই। গৃহী ও সন্ন্যাসী পৃথক সকলেই জানে। ব্রহ্মচর্য হইল গৃহস্থ জীবনের জন্য প্রস্তুতি "ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত।" যাঁহারা চির ব্রহ্মচারী, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য দ্বারেই সেই পরম বাঞ্ছিত পদকে পাইতে সচেষ্ট "যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি।" শারীরিক তপস্যার মধ্যেও "ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা-চ" ইত্যাদির কথা কহিয়াছেন।

অর্জুন নিজে গৃহী। গৃহীর কর্তব্যের কথা ত আগাগোড়া শুনিতেছেন। কিন্তু গৃহীর জীবনের পূর্ণতা সন্ন্যাসে, সংসার ত্যাগে। সেই সব কথা কি কিছু বলিবেন না? অর্জুন বুঝিতেছেন না। অর্জুন জানিয়াছেন, "ত্যাগাচ্ছান্তিমনন্তরম্" ত্যাগ হইতেই শান্তি। একান্তভাবে অর্জুন শুনিয়াছেন "জ্ঞেয়ো স নিত্যসন্ন্যাসী।" "নিত্য সন্ন্যাসীর" কথা শুনিয়াছেন। "যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।" যাহাকে সন্ন্যাস বলেন তাহাকেই যোগ কহেন। এইরূপ শুনিয়াছেন গৃহী ও সন্ন্যাসীকে একত্র করিয়া এক ছন্দে গাঁথিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। ইহাতে অর্জুনের মনের কোণে একটি জিজ্ঞাসার মেঘোদয় হইয়াছে। সর্বকর্মের ত্যাগ অর্থে সন্ন্যাস শব্দের প্রয়োজন আছে। ইহাই চলতি অর্থ। পার্থের সারথীও কি সেই অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন? কিন্তু সেরূপ ত মনে হয় না। কেন না, সন্ন্যাসী হওয়া অর্থই একেবারে কর্মহীন হওয়া। গীতার উপদেষ্টা কোন সময়ই একেবারে কর্মহীন হইবার পক্ষে নয়। এই শেষকালেও, সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষে কর্মকে ব্রহ্মভূমিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়া ব্রহ্মবুদ্ধিতে যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি করিবার নির্দেশ দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। সুতরাং সন্ন্যাস ও ত্যাগ এই দুই কথাকে একত্র জড়াইয়া বলায় তাহাদের তত্ত্ব পৃথক পৃথক ভাবে দিবালোকের মত স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে না। এইবার আলাদা আলাদাভাবে আমায় বোধগম্য করিয়া যদি একটু বর্ণনা কর, তবেই যথার্থভাবে বুঝিতে পারিব—ইহাই যেন অর্জুনের মনের ভাব।

তুমি 'কেশিনিসূদন।' কেশী দৈত্যকে অবহেলে বধ করিয়াছ সেই বাল্যবেলায়। আজ আমার মনের কোণে যে অন্ধকার কেশী আছে তাহাকে একেবারে তাড়াইয়া দাও। তুমি বলিয়াছ, তোমার সাধর্ম্য লাভ করিতে হইবে। তুমি ত আলোকময়। আমাতে এখনও অন্ধকার আছে। হে মহাবাহো! তোমার ঐ বিশাল বাহুর আবেষ্টনে আমাকে আপন করিয়া লও। তবেই অন্ধকার শূন্য হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিব।

অর্জুনের মোহ-দুর্যোগ একেবারেই কাটিয়াছে, এইরূপ মনে হইয়াছিল। কিন্তু এক কোণে একটু ঘনমেঘ যে এখনও আছে, তাহা তাঁহার জিজ্ঞাসায় ব্যক্ত হইয়া পড়িল। তাহা উড়াইয়া দিবার জন্য পার্থসখা আবার করুণার বাতাস বহাইয়া দিলেন।

গীতার বক্তা অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু গীতার যাহা রূপ তাহা সবই বক্তা দেন নাই। শ্রোতা অর্জুন দেওয়াইয়াছেন। মাঝে মাঝে গভীর রহস্যপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপণ করিয়া, বিশ্বরূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অর্জুন গীতার সামগ্রিক রূপায়ণে সহায়ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল অষ্টাদশ অধ্যায়টি ব্যক্ত হইল শ্রীমান্ অর্জুনের একটি ইচ্ছা জ্ঞাপনে।

অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অর্জুনের জিজ্ঞাসা। দ্বিতায় শ্লোক হইতে যে উত্তর আরম্ভ হইয়াছে "নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি" (১৮।৪৯) পর্যন্ত তাহা চলিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রসঙ্গতঃ ত্যাগের ত্রিবিধতা, কর্ম সম্পাদনে কারণের পঞ্চবিধতা, কর্মের বিশ্লেষণ, কর্মের প্রয়োগ, কর্মের সংগ্রহ আলোচনা করিয়াছেন। জ্ঞান, কর্ম, কর্ত্তা, কর্তার বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ ইহাদের প্রত্যেকের ত্রিবিধতা আলোচনা করিয়াছেন। সত্ত্ব-গুণকেই আশ্রয় করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তারপর চতুঃবর্ণের কথা, স্বভাবজ কর্মের ও স্বধর্মাচরণে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধির কথা আলোচনা করিয়া অর্জুনের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উপর প্রভূত আলোকপাত করিলেন। পঞ্চাশ শ্লোক হইতে তেষট্টি পর্যন্ত আবার সর্ব সমন্বয়ের অপূর্ব চেষ্টা।

তেষট্টি সংখ্যক মন্ত্রে "ইতি" দিয়া প্রশ্ন শেষ করিয়া আবার চৌষট্টিতে ভূয় বা পুনশ্চ বলিয়া সকল কথার যাহা পরম-নির্যাস শেষ উপদেশে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তৎপর গীতা ব্যাখ্যা পাঠ ও শ্রবণের ফল বলিয়াছেন। উপসংহারে সঞ্জয়ের উক্তি ও চরম শ্লোকের মহাসমন্বয় সঞ্জয় মুখেই উচ্চারিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসী কে?

প্রথম হইতে উনপঞ্চাশৎ মন্ত্র পর্যন্তই একটি প্রকরণ বলা চলে। ইহার মধ্যে আন্তঃপ্রকরণ অনেকগুলি। মধ্যবর্তী ছোট প্রকরণগুলিও স্বয়ং সম্পূর্ণের মত। তবু মূল প্রকরণের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ অবশ্য অনুধাবনীয়। ত্রয়োদশ মন্ত্র হইতে উনচল্লিশ পর্যন্ত একটি কর্মতত্ত্বের অপূর্ব বিশ্লেষণ। চতুবর্ণের কর্তব্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন (৪১—৪৪)। কর্মের বিশ্লেষণের মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ ইহাদের প্রত্যেকের ত্রিবিধতা আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল কথা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত।

অর্জুনের জিজ্ঞাসা প্রথম একটি শ্লোকে। দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ পর্যন্ত জিজ্ঞাসার সংক্ষিপ্ত উত্তর। অর্জুন জানেন, সন্ন্যাস সমাজ-জীবনে একটি ব্যক্তির বিশেষ প্রকার একটা অবস্থা। ভগবান্ তাঁহাকে বুঝাইবেন সন্ন্যাস আধ্যাত্মিক জীবনে সাধকের একটি বিশেষ প্রকার মানসিক ভাব। অর্জুন ভাবেন যে, সন্ন্যাস একটি বাহ্যিক আচরণের নাম। ভগবান্ বলিবেন যে, ইহা চিত্তের একটি ভাব দশার নাম। গতানুগতিক ভাবে অর্জুনের চিন্তা এই যে, সন্ন্যাসী গৃহবাসী নয়, সমাজের সকল কর্মের তিনি বাহিরে। শ্রীভগবানের কথায় বুঝা যাইবে যে, সন্ন্যাসী গৃহবাসী কি বনবাসী তাহাতে কিছু যায় আসে না। তিনি সর্বদাই কর্মপরায়ণ। তাঁহার কর্মের নাম নৈষ্কর্ম্য। ইহা দ্বারাই তাঁর সিদ্ধি। কর্ম পরিহারের দ্বারা নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেই জানেন সন্ন্যাস একটি অবস্থা। গৃহাশ্রমের সকল পরিচয় ত্যাগ করিয়া এক বিশিষ্ট বেশ ধারণ পূর্বক ভিক্ষান্নে জীবন যাপন করতঃ ব্রহ্মানুধ্যানে নিমগ্ন থাকাই সন্ন্যাস। শ্রীভগবান্ গীতায় এই অবস্থার কথা বিশেষ কিছু বলেন নাই। শ্রীভগবানের মতে ইহা অন্তঃকরণের একটি বিশেষ প্রকারের ভাব। সেই ভাব যাঁর আছে, সে গৃহে আছে কিংবা গিরিগুহায় আছে, তাহাতে কিছু যায় আসে না। অন্তঃকরণের সেই ভাব যাঁহার নাই তিনি যেখানেই থাকুন ভোগীই হইবেন।

গীতার মধ্যে গৃহবাসী আর সন্ন্যাসী বিরোধী নহে। কামী আর সন্ন্যাসী বিরোধী। যার ফল কামনা আছে সে কামী বা ভোগী। যার নাই সে সন্ন্যাসী। এই কথা পূর্বেও বলিয়াছেন। তথাপি অর্জুনের অন্তরে যখন এ বিষয় অস্পষ্টতা আছে তখন দূর করিতেই হইবে।

পণ্ডিতগণ বলেন যে কাম্যকর্মের ত্যাগই সন্ন্যাস। যাঁরা অতি সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণ তাঁরা বলেন যে, সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। যাঁরা সাংখ্য দর্শনের পণ্ডিত তাঁহারা বলেন, কর্ম-মাত্রই দোষযুক্ত অতএব ত্যাজ্য। আবার মীমাংসক পণ্ডিতরা বলেন যে, যজ্ঞ, দান, তপ এই সকল কর্ম কোন প্রকারেই ত্যাজ্য নহে। এখন এই ত্যাগ বিষয়ে আমার যে নিশ্চিত মত তাহা তোমাকে বলিব, শোন।

সকল কর্মই কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনাশূন্য হইয়া করিতে হইবে। যজ্ঞ, দান, তপস্যা দ্বারা চিত্ত পবিত্র হয় তাহা ত কখনই ত্যাজ্য হইতে পারে না। তবে যজ্ঞ, দানাদি কর্মও কর্তৃত্বের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহংকার ও ফলভোগ লালসা ত্যাগ করিয়া করিতে হইবে। কতগুলি কর্ম আছে, তোমার যোগ্যতা ও অধিকার অনুসারে প্রাপ্ত। সেগুলির নাম কর্ম, স্বভাবনিয়ত কর্ম, সহজ কর্ম, স্বকর্ম, স্বধর্ম। সেই কর্মগুলি কখনও ত্যাগ করা কর্তব্য নয়। অজ্ঞতা বা মোহ হেতু সেই অবশ্য কর্তব্যগুলি ত্যাগ করিলে আমি তাহাকে তামসিক ত্যাগ বলিব।

শরীরের ক্লেশ হইবে এই ভয় কিংবা কর্তব্যে সাড়া দিলে অনেক দুঃখ পাইতে হইবে এই ভাবনায় যে কর্ম ত্যাগ আমি তাহাকে রাজসিক ত্যাগ বলিব। ত্যাগী হও সন্ন্যাসী হও, আমার মতে এই কথার অর্থ এই যে রাজসিক ও তামসিক ত্যাগী না হইয়া সাত্ত্বিক ত্যাগী হও। সাত্ত্বিক ত্যাগের লক্ষণ এই যে, 'কর্তব্য' বলিয়াই বিহিত কর্ম করিতে হইবে। তার মধ্যে থাকিবে না কর্তৃত্বের অভিমান, আর থাকিবে না ফলের জন্য লালসা (সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব)। যিনি সাত্ত্বিক ত্যাগী তাঁহার কোনও কর্মের প্রতি বেশী অনুরাগ, কোন কর্মের প্রতি বিরাগ নাই। এই কর্মে সুখ হইবে এই জন্য তিনি কোন কর্মে আসক্ত হন না। এই কর্মে দুঃখ হইবে এই জন্যও তিনি কোন কর্ম হইতে বিরত হন না। সাত্ত্বিক ত্যাগীর চিত্তে কোন সংশয় নাই। তাঁহার বুদ্ধি স্থির। তাঁর সত্তা সত্ত্বগুণে গড়া। এই সাত্ত্বিক ত্যাগীই প্রকৃত সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী কর্ম করেন কিন্তু ফলভোগ করেন না। না ইহকালে, না পরকালে। কর্মের যত ফল ইষ্ট অনিষ্ট সকলই ভোগ করিতে হয় অত্যাগীদের।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ

অর্জুনের জিজ্ঞাসার উত্তর সংক্ষেপে দিলেন, দ্বাদশ শ্লোক পর্যন্ত। তারপর আরম্ভ করিলেন কর্মতত্ত্বের এক গভীর বিশ্লেষণ। আপাততঃ ইহা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। কিন্তু সন্ন্যাসী কিভাবে সর্বতোভাবে সত্ত্বগুণময় হইয়া কর্ম করিবে, কিভাবে করিলে কর্মে নৈষ্কর্ম্য হইবে তাহা গভীরভাবে বলিতে ইচ্ছা করিয়া কর্মতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

কর্মতত্ত্বকে তিন ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কর্মের কারণের দিক হইতে, কর্মের প্রেরণার দিক হইতে ও কর্মের সংগ্রহ বা আশ্রয়ের দিক হইতে। কারণের দিক হইতে পাঁচ ভাগ করিয়াছেন—অধিষ্ঠান, কর্তা, করণ, চেষ্টা ও দৈব। অধিষ্ঠান হইল ক্ষেত্র বা জীবদেহ। কর্তা হইল জীবের অহংকার। করণ পদে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। চেষ্টা হইল কর্মকে কার্যে পরিণত করিতে যে 'ব্যাপার'। দৈব হইল ভগবদিচ্ছা।

কর্মের প্রেরণার দিক দিয়া ভাগ করিয়াছেন তিনটি। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা। জ্ঞান হইল সুখের প্রয়োজনীয়তার অববোধ। জ্ঞেয় হইল সুখ, জ্ঞাতা হইল সুখান্বেষী জীবাত্মা। "সুখং মে ভূয়াৎ," আমার সুখ হউক ইহা প্রত্যেক জীবই কামনা করে।

কর্মসংগ্রহ শিরোনামের তিনটি ভাগ করিয়াছেন; কর্তা, করণ ও কর্ম। কর্তা হইল অহংকার, পূর্বেই বলা হইয়াছে। করণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল ইন্দ্রিয়বর্গ, তাহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে। কর্ম বলিতে পূর্ব কথিত চেষ্টা বা ব্যাপারই লক্ষীভূত। এই বিভাগগুলি নিরন্ধ্র (exhaustive) নহে। একের মধ্যে অন্যের অনুপ্রবেশ (overlapping) আছে। এই বিশ্লেষণগুলি শাস্ত্রীয়। পরিভাষাগুলি সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্রে প্রযুক্ত আছে।

এই বিভাগগুলির মধ্য হইতে প্রথমতঃ ছয়টিকে বাছিয়া লইয়াছেন। জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, সুখ ও ধৃতি। এই ছয়টির প্রত্যেকটির তিন প্রকার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবটি গ্রহণীয়, রাজস ও তামস ভাব বর্জনীয়।

ধৃতি কথাটি নূতন। যে ধরিয়া রাখে। কর্তব্য কি, জানিলেই করা যায় না। প্রথমতঃ বুদ্ধি তাহাকে নিশ্চয়াত্মক করিয়া দেয়। তারপর ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে কর্মচেষ্টার মধ্য দিয়া কাজে লাগায়। এই লাগিয়া থাকার নাম ধৃতি। ইহার নামান্তর নিষ্ঠা। আরব্ধ কর্মে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হইয়া থাকা। কর্ম, চেষ্টা ও ধৃতি একই পর্যায়ভুক্ত। চেষ্টা দ্বারা কর্ম আরম্ভ করিয়া তাহাতে দৃঢ়তার সহিত যুক্ত হইয়া থাকা।

এই ছয়টি বস্তুর বিচারের অধিষ্ঠান ও দৈব লইয়াও আলোচনা করিয়া বিশ্লেষণটিকে নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিতে নিয়া পর্যবসান করিবেন।

বহুত্বে একত্ব দর্শন (অবিভক্তং বিভক্তেষু) হইল সাত্ত্বিক জ্ঞানের লক্ষণ। সাত্ত্বিক জ্ঞানী জানেন "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" নানা বলিয়া কিছু নাই। "বাসুদেব সর্ব্বং", এক বাসুদেবই সকল হইয়াছেন। তিনি যে বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন, তাহা হইতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিখিল বিশ্বের প্রকাশ। তাঁহার একটি ইচ্ছাকে মূর্তি দিতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত। ইহা সাত্ত্বিক জ্ঞান।

যে জ্ঞান বহুকে বহু মনে করে, তাদের মধ্যে একত্বের সূত্রটি দেখে না, তাহা রাজস জ্ঞান। আর তুচ্ছ নশ্বর বিষয়ের অল্প কিছু জানিয়া সকলই জানি, সকলই বুঝি—এবম্ভূত যে জ্ঞান—তাহা তামস জ্ঞান।

কর্ম সাত্ত্বিক হয়, যদি বিবেকী ব্যক্তি অবশ্য কর্তব্যবোধে তাহা করেন। আর যদি তাহাতে আসক্তি ও ফলকামনা না থাকে, অথবা কাহারও উপর অনুরাগ বা কাহারও উপর বিদ্বেষ বুদ্ধি হইতে যদি সে কর্মের উৎপত্তি না হইয়া থাকে (অরাগদ্বেষতঃ কৃতম্)।

কর্ম রাজস হয়, যখন অহঙ্কারী ব্যক্তিরা অনুষ্ঠান করে বহু শ্রম করিয়া। আর অন্তরে থাকে ফললালসা। কর্ম তামস হয়, যখন বিবেকহীন ব্যক্তিরা মোহবশতঃ উহার অনুষ্ঠান করে। কাজ করিবার সময় কি তার ভাবী পরিণাম, কি শক্তিসামর্থ্য বা অর্থসামর্থ্য আছে, এসব ভাবে না বা ফলে কোন প্রাণিহিংসা হইবে কিনা তাহাও বিবেচনা করে না (হিংসামনপেক্ষ্য)।

কর্তা সাত্ত্বিক, যখন তাঁহার কর্মে আসক্তি নাই—"আমি আমি" অহংকার নাই (অনহংবাদী)। কাজ করে সে ধৈর্য্য ও উৎসাহের সহিত, কিন্তু চিত্ত নির্বিকার, হর্ষবিষাদের উর্ধ্বে বিরাজিত। কর্তা রাজস, যখন সে বিষয়ানুরাগী, ফলকামী, পরধনলোলুপ, অশুচি ও হিংসুটে। সে কখনও হর্ষিত, কখনও বিষাদিত।

কর্তা তামস হয়, যখন তাহার বুদ্ধি অসমাহিত (অযুক্ত), অমার্জিত (প্রাকৃত)। অথচ গর্বস্ফীত, শঠ, পরের অবমাননাকারী (নৈষ্কৃতিকঃ)। এই কর্তা অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধিকে সাত্ত্বিক বলিব তখনই, যখন তাহা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য্য অকার্য্য, বন্ধ ও মোক্ষ, ভয় ও অভয় সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ। বুদ্ধিকে রাজসী বলিব, যখন তাহা ধর্মাধর্ম, কর্তব্যাকর্তব্য বোধরহিত।

বুদ্ধিকে তামস বলিব, যখন তাহা অধর্মকে ধর্ম মনে করে ও সকলই বিপরীত বুঝে।

সেই সুখকে বলিব সাত্ত্বিক, যাহার আরম্ভ কষ্টকর কিন্তু পরিণাম অমৃতোপম। সে সুখের মূলে আছে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হইতে সঞ্জাত বুদ্ধির প্রসন্নতা (আত্মবুদ্ধিপ্রাসাদজম্)।

সেই সুখকে বলিব রাজসিক সুখ, যাহার জন্ম বিষয়েন্দ্রিয়ের যোগে। যার আরম্ভটা অমৃতের মত আর পরিণামটি মহাবিষময়। সেই সুখকে বলিব তামস সুখ, যাহার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত মোহময়। নিদ্রা, আলস্য, অনবধানতা এই সুখের সঙ্গী।

যে ধৃতিশক্তি দ্বারা চিত্তের অবিচলিত অবস্থা থাকে ও প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের কার্য সমত্ব দৃষ্টি দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত থাকে, সেই ধৃতিকে সাত্ত্বিকী ধৃতি বলা হয়। যে ধৃতি মানুষকে ধর্ম অর্থ কামভোগে লাগাইয়া রাখে ও সর্বদা ফলকামনা করায়, সেই ধৃতি রাজসী। যে ধৃতি দ্বারা দুর্বুদ্ধি লোকেরা নিদ্রা ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ মোহ ছাড়িতে পারে না, সেই ধৃতি তামসী।

সাত্ত্বিক জ্ঞানী হইয়া সাত্ত্বিক কর্তা যদি সাত্ত্বিক কর্ম করেন, তাঁহার সাত্ত্বিকী বুদ্ধি যদি কর্তব্য স্থির করিয়া দেয়, সাত্ত্বিকী ধৃতি যদি স্থিরভাবে ধরিয়া রাখে, তবে তিনি তাহা হইতে সাত্ত্বিক সুখ, মাধুর্য আস্বাদন করেন। ইহাকেই বলিব নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি। সন্ন্যাস দ্বারাই এই সিদ্ধিলাভ হইবে, কিরূপে ক্রমশঃ বলিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য"

কর্মের বিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি বস্তু বা ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, সুখ ও ধৃতি এই ছয়টির কথা বিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেকটির সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ত্রিবিধ ভেদ কহিয়াছেন। এ পর্যন্ত অধিষ্ঠান ও দৈবের কথা কিছু বলেন নাই। এইবার তাহাদের কথা বলিতেছেন।

অধিষ্ঠান হইল এই দেহ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইহার অপর নামকরণ করিয়াছেন ক্ষেত্র। এই দেহ যাহার যেরূপ হইয়াছে তাহার আর বিশেষ কিছু করিবার নাই। যাহার দেহ যে গুণ হইতে জাত তাহার তাহাই হইবে স্বভাবজ কর্ম। সত্ত্বগুণ শ্বেতবর্ণ, রজোগুণ রক্তবর্ণ, তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের মিশ্রণে চারিটি বর্ণ।

যাহার অধিষ্ঠান সত্ত্বগুণী, তাহার স্বভাবজ কর্ম হইবে মনঃ-সংযম, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বানুভূতি (বিজ্ঞান)। তিনি হইবেন বেদে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধা-সম্পন্ন (আস্তিক্য), তিনি ব্রাহ্মণ বর্ণ।

যাহার অধিষ্ঠান সত্ত্ব রজোগুণ মিশ্রিত, তাহার সহজাত কর্ম হইবে শৌর্য, তেজঃ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দানে অকাতরতা, শাসনে কুশলতা, তিনি ক্ষত্রিয় বর্ণ। যিনি রজো-প্রধান তমোগুণী, তাহার নিয়ত কর্ম হইবে কৃষিকার্য, গোরক্ষা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাণিজ্য, ব্যবসা—তিনি বৈশ্যবর্ণ। যাহার অধিষ্ঠান তমোগুণী তাহার স্বভাবজ কর্ম হইবে সেবাপরিচর্যা, সে শূদ্রবর্ণ।

এই বর্ণভেদ গুণানুযায়ী। কেহ কেহ মনে করেন জন্মগত জাতিভেদের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। কে কোন্ বর্ণের তাহা কর্ম-প্রবণতা দেখিয়া কতকটা বোঝা যাইবে।

বর্তমান সময়ের সমাজ অতীব জটিল হইলেও সমস্ত কর্মগুলি এখনও চারি ভাগে ভাগ করা চলে। কতকগুলি কর্ম শুদ্ধ আধ্যাত্মিক (Spiritual), কতকগুলি রাজনৈতিক (Political,) কতকগুলি কর্ম অর্থনৈতিক (Economic), কতকগুলি কর্ম সেবাত্মক (Labour)। যে নিজ জীবনের স্বভাবজ কর্ম খুঁজিয়া পাইয়াছে ও তাহা করিতেছে সে অনেকটা শান্ত। যে পায় নাই তার নিয়ত কর্ম (Calling), সে সর্বদাই একটা অসামঞ্জস্যের উদ্বেগ বোধ করে।

যাহার যাহা স্বভাবজ কর্ম তাহাই তাহার পালন করা কর্তব্য। ইহার মধ্যে ছোট বড়, উচ্চ নীচের কোন কথাই নাই। কেহ মন্দিরের পূজারী, কাহারও কাজ পথের ঝাড়ুগিরি। ইহাতে কোন ভেদ নাই। যার যে কার্য তাহা সাত্ত্বিকভাবে করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ হইবে।

অধিষ্ঠানের কথা বলা হইল। এখন দৈবের কথা বলিতেছেন। দৈব হইল দেবতার ইচ্ছা। পরমদেবতা শ্রীভগবানের ইচ্ছা। দৈব সম্বন্ধে আমরা কিছু করিতে পারি না। পারি না তাহা জানিয়া, স্বীকার করিয়া আমদের কর্মকে ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে মিলাইয়া দিতে চেষ্টিত হইতে পারি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টির মূলে যে ভগবদিচ্ছা তাহা কি? তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজিয়া আস্বাদন করিতেছেন। আমার মধ্য দিয়াও তিনি তাঁহার ঐ মহতী ইচ্ছার পূর্তি খুঁজিতেছেন। সেই ইচ্ছার পূর্তি সাধনই আমার তদীয় অর্চনা। সেই অর্চনা করিব আমি আমার স্বভাবনির্বত কর্তব্যের মাধ্যমে। এই কথাই গীতাকারের নিরুপম ভাষায়—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ১৮।৪৬

এই কথাই রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন ভাগবতীয় ছন্দে রূপে রসে গন্ধে মিলাইয়া—

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি—
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে, প্রভু, মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান ।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান ।

কবি যাহা বলিয়াছেন রসের ভাষায়, গীতা তাহার মূল পত্তন করিয়াছেন তত্ত্বের ভাষায়। "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য"—ইহা এক সুগভীর তত্ত্ব-সন্দেশ—ভগবদ্গীতার মহাদান ।

যত কর্ম্ম-চেষ্টা জীবগণের, তাহার উৎপত্তি (ভূতানাং প্রবৃত্তি) আসিয়াছে যেখান হইতে আর যিনি আছেন সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে হইবে নিজ নিজ স্বভাবজ কর্ম্ম দ্বারা। জীবগণের যত কর্ম্ম-চেষ্টা, যত কর্ম্মপ্রবৃত্তি তাহার মূল হইল সুখ-লালসা। সেই সুখলালসার জন্ম হইয়াছে তাঁহার আদিম স্বমাধুর্য্যাস্বাদন সুখবাঞ্ছা হইতে, আমার সকল কর্ম্ম দ্বারা করিতে হইবে তাঁহার অর্চ্চনা। আমার সকল কর্ম্ম দ্বারা করিতে হইবে তাঁহার সুখাস্বাদন ইচ্ছার আনুকূল্য বিধান। তিনি তাহাই চান—আমার ইন্দ্রিয়গণের মধ্য দিয়া তাঁহারই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ আস্বাদন করিতে। আমি যখন রূপ দেখি তখন আমার ভিতর দিয়া তিনিই নিজ বিশ্বরূপ দেখেন। ইহাতে আমারও আনন্দ, তাঁহারও অমৃতাস্বাদন। এই ভাবনাই ঠিক কিনা, কবি তাহাই জানিতে চাহিতেছেন জীবনদেবতার কাছে—কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।

কেবল শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের মাধ্যমে তিনি যে আমার মধ্য দিয়া নিজেকে আস্বাদন করেন তাহা নহে। আমার দৈনন্দিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত কর্ম্ম, যত কর্তব্য, তার মধ্য দিয়াও তিনি নিজেকে লাভ করেন। যেগুলি আমার স্বভাবজ কর্ম্ম, যেগুলি আমার স্বধর্ম্ম (vocation), যেগুলি আমি সহজে করি, কাহারও চাপে করি না—বাধ্য হইয়া করি না—নিজ জীবনের সহজ অভিব্যক্তির মধ্যে করি—তাহা দ্বারাই তাঁরই অর্চ্চনা—তাঁরই সুখবিধান—তাঁরই সৃজণেচ্ছার পূর্ণতা বিধান। তিনি আছেন বিশ্বের মূলে—আবার আছেন সর্ব্বময় (যেন সর্ব্বমিদং ততম্), তাঁর পূজাতেই আমার জীবন সার্থক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি"

তোমার সকল কর্ম দ্বারা তাঁর অর্চনা—ইহা যদি নির্দোষ হয় তবেই তোমার সিদ্ধি। নির্দোষ অর্থ রজঃ-তমো-গুণহীন, রাজস-তামসভাববর্জিত। যদি অন্য সকল বিষয় আসক্তিশূন্য (অসক্ত-বুদ্ধিঃ) হও, সংযতচিত্ত হও (জিতাত্মা), তাঁহার অর্চনা করিবে ও তাঁহার সুখবিধান করিবে ইহা ভিন্ন আর কোন স্পৃহা তোমার অন্তরে না থাকে (বিগতস্পৃহঃ), তাহা হইলে তাহাতে তোমার নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি লাভ হইবে। এই লাভ তুমি ভোগ করিবে সন্ন্যাস দ্বারাই (সন্ন্যাসেন)।

কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য সন্ন্যাসের কথা তোমাকে বলিয়াছি। তাহাতে অনধিকার কাহারও নাই। প্রত্যেকেরই সমান অধিকার। কর্তব্য হউক যাহার যাহা, সে সাত্ত্বিক কর্তা হইয়া, সাত্ত্বিক বুদ্ধিদ্বারা সাত্ত্বিক ধৃতিযুক্ত হইয়া সাত্ত্বিক সুখা-স্বাদন করিতে পারে। কর্তব্যটি কি তাহাতে কিছু যায় আসে না। দেবতার অর্চনারূপ পূজারীর কার্যও সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক তিন ভাবে করা চলে। আবার যুদ্ধের মত হিংসাত্মক কর্ম্মও সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক তিন ভাবে করা চলে।

দুর্যোধন যুদ্ধ করিতেছে হিংসাবশতঃ—মোহবশতঃ, নিজ সামর্থ্য ও পরিণাম বিবেচনা না করিয়া। সুতরাং তার পক্ষে এই যুদ্ধ তামসিক। কর্ণ দ্রোণ যুদ্ধে আসিয়াছে ধনমান যশো-লাভের আশায়। "কামেপ্সুনা" এবং "সাহঙ্কারেণ"—তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুদ্ধে নামিয়াছে—সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এই যুদ্ধ রাজসিক। আর, অর্জুন, তুমি যদি সন্ন্যাসী হইয়া (সন্ন্যাসেন) অর্থাৎ ফলকামনা ও কর্তৃত্বাভিমাম শূন্য হইয়া সাত্ত্বিক কর্তা হইয়া সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে, সাত্ত্বিক ধৃতিতে যুদ্ধ কর, এই স্বধর্ম পালন দ্বারা বিশ্বেশ্বরের অর্চনা হইবে এই ভাবনা লইয়া কর—তাহা হইলে তোমার এই যুদ্ধ সাত্ত্বিক যুদ্ধ হইবে। ইহা দ্বারা তুমি নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি লাভ করিবে।

যদি বল এই কার্য স্বজনবধাদি দোষযুক্ত। হইতে পারে ইহা কিছু দোষযুক্ত। কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত কোন কর্তব্যই এই সংসারে নাই বলিলে চলে। অগ্নি যেমন ধূমাবৃত, কর্ম মাত্রই সেইরূপ দোষযুক্ত। তবে কম আর বেশী। যেটি যার সহজ কর্ম, সেইটিই তার করা উচিত। কিছুতেই ত্যাগ করা উচিত নয়, কিছু দোষযুক্ত হইলেও (সদোষমপি ন ত্যজেৎ)। এইজন্য বলি বিগুণ হইলেও স্বভাবনিয়ত কর্ম করিবে। কারণ স্বভাবজ কর্ম করিলে পাপ স্পর্শে না (নাপ্নোতি কিল্বিষং) যাহা তোমার নিজ ধর্ম নয় তাহা উত্তমরূপে (স্বনুষ্ঠিতাৎ) অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা—যাহা তোমার নিজ স্বভাবজ ধর্ম তাহা মধ্যমরূপে অনুষ্ঠান করাও "শ্রেয়ান্" অর্থাৎ প্রশংসনীয়।

আর একটি কথা। অর্জুন! তুমি যুদ্ধ করিব না এইরূপ মনে করিতেছ (ন যোৎস্য ইতি মন্যসে)—তোমার এই নিশ্চয় (ব্যবসায়ঃ) মিথ্যা হইবে। কারণ তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধ করাইবেই (প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি)। তোমার অধিষ্ঠান বা দেহ ক্ষত্রিয় বর্ণের। ইহা সত্ত্বমিশ্রিত রজো-গুণাত্মক। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্ত্বরজোময় তোমার প্রকৃতি তোমাকে বাধ্য করিয়া যুদ্ধ করাইবে—স্বভাবজাত কর্মে তুমি আবদ্ধ (নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা)। তুমি অনিচ্ছা-সত্ত্বেও "অবশঃ" হইয়া যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত হইয়া পড়িবে।

তুমি যে যুদ্ধ করিতে চাহিতেছে না ইহার একটি কারণ মোহ (কর্ত্তুং নেচ্ছসি মোহাৎ), আর একটি কারণ অহঙ্কার। তুমি যে যুদ্ধ করিব না বলিতেছ ইহা সম্পূর্ণ অহঙ্কার বশতঃ (অহংকারমাশ্রিত্য)। কর্মে তোমার কর্তৃত্ব বুদ্ধি আছে বলিয়াই করিব না এমন কথা বলিতে পারিতেছ। যে ব্যক্তি মোহযুক্ত ও অহঙ্কারী সে রাজস-তামস কর্তা। এইরূপ রাজস-তামস কর্তা হইয়া, বাধ্য হইয়া, অবশ হইয়া যুদ্ধ করাই ভাল, না—"সন্ন্যাসী" হইয়া সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে, ধৃতিতে স্থিত হওত "স্বকর্ম্মণা" নিজ কর্ম দ্বারা জীবন দেবতার অর্চনা করিয়া নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি লাভ করাই ভাল—তুমিই বিবেচনা কর। রাজস তামস কর্ম অশেষ বন্ধনের হেতু। পক্ষান্তরে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি এক অপূর্ব সম্পদ। ইহাতে কর্ম করিয়াও কর্মবন্ধন হয় না। বন্ধন ত হয়ই না, বরং সর্বকর্মবন্ধন ক্ষয়রূপ এক মহতী সিদ্ধি লাভ হয় (পরমাং)। এই সিদ্ধিকে সামান্য সিদ্ধলোক প্রাপ্তি মনে করিও না—এই নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি প্রাপ্তো ব্যক্তি ক্রমশঃ ব্রহ্মভাব লাভের উপযুক্ত হয় (ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে)। কিরূপে, তাহা বলিব।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।

নৈষ্কর্ম্য প্রাপ্ত ব্যক্তি কিরূপে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন তাহা এখন শ্রবণ কর আমার নিকট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাসমন্বয়

কর্মযোগী সাধক নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করিয়া কি প্রকারে ব্রহ্মভূত হইবেন তাহা এখন বলিবেন। তারপরেই বলিবেন ব্রহ্মভূত হইয়া কি ভাবে পরাভক্তি লাভ করিবেন। এই একই প্রকার বলার ভঙ্গি গীতাকারের আগাগোড়া। কর্মের বহুমুখী প্রয়াস জ্ঞানে গিয়া পূর্ণতরতা লাভ করিবে। আবার জ্ঞান আসিয়া ভক্তিতে পূর্ণতমতা পাইয়া সার্থক হইবে।

গিরিশিখর হইতে ছোট বড় বহু জলধারা একত্র হইয়া গঙ্গাধারায় পরিণত হইবে। তাহা ছুটিতে ছুটিতে সাগরসঙ্গমে গিয়া পর্যাপ্ত হইবে। গুটিপোকা মহাকর্মী হইয়া রেশম তৈয়ার করিবে। তারপর শান্ত সমাহিত হইয়া নিজ গৃহমধ্যে ধ্যাননিষ্ঠ জ্ঞানী হইবে। তারপর ভক্তপ্রজাপতিরূপে পূর্ণতা পাইয়া লীলার মুক্ত গগনে উড়িয়া যাইবে। একটি তৈয়ারী করিবেন কর্মের স্তম্ভ, আর একটি করিবেন জ্ঞানের স্তম্ভ। তারপর ভক্তি দ্বারা অপূর্ব খিলান তৈয়ারী করিয়া এক মহাসমন্বয়ের তোরণ নির্মাণ করিবেন।

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির সুদৃঢ় কর্মের স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। এখন জ্ঞানের স্তম্ভটি প্রস্তুত করিবেন। কর্মসিদ্ধি কি ভাবে লইয়া যাইবে ব্রহ্মভূমিতে-তাহা বলিতেছেন। সাত্ত্বিক বুদ্ধি, সাত্ত্বিক ধৃতি অবলম্বন করিয়া কায়িক বাচিক মানসিক তপস্যারত হইবেন। বাহ্য বিষয় গ্রহণ করিবেন না। আসক্তি ও বিদ্বেষ ত্যাগ করিবেন। অহংকার, কাম, ক্রোধ বর্জন করিবেন। পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিবেন। লৌকিক বলের গর্ব রাখিবেন না। বৈরাগ্যবান হইবেন। অল্পাহার করিবেন। লোকসংঘট্ট ছাড়িয়া নির্জনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানপরায়ণ হইবেন। এই হইলে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধ কর্মযোগী এই জীবনেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হইবেন। ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী সম্পদের প্রসঙ্গে বর্ণনীয় এই সকল গুণরাশির কথাই বলিয়াছেন। (১৬।১-৩) ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানের লক্ষণ প্রসঙ্গেও উপরোক্ত মহদ্‌গুণ সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন (১৩।৮-১২)।

কর্মের যেটুকু দোষাবহ তাহা জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া গেলে কর্মীই জ্ঞানী হইবেন। জ্ঞানী হইবেন ক্রমে ব্রহ্মভূতঃ। "বাসুদেবসর্বং" এই জ্ঞানধনে ধনী যিনি তিনিই হইবেন ব্রহ্মভূত। সর্বদা অন্তরাত্মায় প্রাপ্ত চিন্ময় আনন্দে নিমজ্জিত। কোন শোক নাই। কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। সর্বদা প্রশান্ত। সর্বত্র ভেদদৃষ্টি রহিত। সর্বভূতে সমান দৃষ্টি। এই হইল জ্ঞানের স্তম্ভ।

কর্ম ও জ্ঞানের দুই স্তম্ভ হইয়া গেল। কর্মের স্তম্ভের শেষ প্রান্ত নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি। জ্ঞানের স্তম্ভের শেষ প্রান্ত ব্রহ্মভূত অবস্থা। এখন দুইকে এক করিবেন পরাভক্তি দ্বারা। এবম্ভূত যে জ্ঞানী তিনি "মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" আমাতে পরিভক্তি লাভ করেন। জ্ঞানী তখন একনিষ্ঠ হইয়া "একভক্তি" বলিয়া বিশিষ্ট হইবেন। উৎকৃষ্ট হইবেন। পুরাণচক্রবর্তী শ্রীমদ্ভাগবতও এই কথাই বলিয়াছেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ (১।৭।১০)

ব্রহ্মভূত, অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য মুনিগণও শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীহরির সর্বাকর্ষক স্বভাবই ইহার কারণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মমননশীল আত্মারাম জ্ঞানিগণ সমস্ত বিধি ও নিষেধের অতীত। তাঁহাদের শ্রোতব্য জ্ঞাতব্য কিছুই নাই। তথাপি তাঁহারা শ্রীহরি পাদপদ্মের মধুপ হইয়া হরিকথা আস্বাদন করেন। হরিরসে ডুবিয়া থাকেন, শ্রীহরিকে অহৈতুকী ভক্তি করেন। ইহার কারণ আত্মরামগণাকর্ষী শ্রীহরির অপ্রাকৃত গুণরাশি।

আত্মারামগণের শ্রীহরিতে অহৈতুকী ভক্তি, ইহার কারণ—শ্রীহরির আত্মারামগণাকর্ষিত্বরূপ এই অসাধারণ গুণ। এই কথা বলিয়াছেন শ্রীভাগবতে সুতমুনি। কিন্তু গীতার বক্তা নিজে ঐ কারণ না দিয়া কারণান্তর দিয়াছেন। নিজ মহিমা না গাহিয়া তিনি ভক্তির মহিমা কহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা

জানা আর তত্ত্বতঃ জানা—ইহাদের মধ্যে ভেদ আছে। দুগ্ধকে জানার নাম জানা। ক্ষীর সর নবনীতাদি আস্বাদন করিয়া জানার নাম তত্ত্বতঃ জানা। তরল দুগ্ধ ঘনীভূত হইয়া ক্ষীর হয়। ইহাতে স্বরূপের ভেদ হয় না তবে আস্বাদনের তারতম্য হয়। জানিতে হইবে শ্রীভগবানকে। কিন্তু শুধু "অস্তি" রূপে জানিলেই হইবে না। 'প্রিয়'-রূপেও জানিতে হইবে। তাহারই নাম "যাবান্ যশ্চাস্মি" জানা।

ক্ষীর যেমন দুগ্ধ হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে, তেমনি শ্রীহরির রূপগুণলীলাদিও তাঁহার স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে। "অস্তি" রূপে শ্রীভগবানের সত্ত্বা সর্ব্বত্র ছড়ান আছে। "জ্ঞানে" তাহা জানা যায়। কিন্তু প্রিয়রূপে তাঁহার অপ্রাকৃত নামরূপ-লীলামাধুর্য্য প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচন দ্বারাই জানা যায়।

পুরুষোত্তম আনন্দস্বরূপ। কিন্তু স্বয়ং আনন্দ হইলেও তিনি স্বরূপভূত আনন্দের আস্বাদক। এই আস্বাদন-লীলায় তাঁহার অপ্রাকৃত রূপগুণলীলাদি প্রকটিত হয়। "যাবান্ যশ্চাস্মি" কথার অর্থ আমার স্বরূপ ও রূপগুণ-কর্ম্মাদি যাহা, তাহা বিশেষ ভাবে জানিতে হইবে। এইরূপভাবে তাঁহাকে জানিতে হইলে, আস্বাদন করিতে হইলে পরাভক্তিই একমাত্র উপচার। 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি'। অভিতঃ অর্থ পরিতঃ, সর্ব্বতঃ। সর্ব্বতোভাবে জানিতে হইলে পুরুষোত্তমের স্বরূপ, রূপ, গুণ ও লীলা তত্ত্বতঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানিতে হইবে। এই সমস্ত বস্তু অনুভব না হইলে কখনই তাঁহার স্বরূপজ্ঞান পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয় না। এই সকল আস্বাদন করিতে হইলে প্রবেশ করিতে হয় তাঁহার লীলাগহনে, তাহাই সংকেত করিয়াছেন, "বিশতে তদনন্তরম্।" যে ভক্তির এই মহাসামর্থ্য তাহারই নাম প্রেমভক্তি বা পরাভক্তি। এই পরা-ভক্তির মাধ্যমেই শ্রীগীতা জ্ঞান ও কর্ম্মের দুই বিশাল স্তম্ভকে মিলাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে নির্ম্মিত হইয়াছে সাধনপথের এক বিশিষ্ট তোরণ। কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির এই মহাসমন্বয় নিখিল সাধন শাস্ত্রে মুকুটমণিরূপে বিরাজমান। শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—শ্রীহরির এমন গুণ যে, আত্মারামেরাও তাঁহাকে ভক্তি করেন। গীতায় নিজেই বলিলেন—ভক্তির এমনই গুণ যে, শ্রীহরির নিখিল মাধুর্য্যকে সে সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারে। দুই কথা মূলতঃ একই।

আহার্য্য পুষ্টিকর হইলে স্বাস্থ্য থাকে ভাল। উদরে বৈশ্বানর অগ্নি সুদ্দীপ্ত থাকিলে স্বাস্থ্য থাকে ভাল। এই দুই একই কথার এপিঠ ওপিঠ। শুধু পুষ্টিকর খাদ্য স্বাস্থ্য ভাল করে না যদি জঠরে অগ্নির তেজ না থাকে। অগ্নির তেজ কিছুই করে না যদি তাহাতে পুষ্টিকর খাদ্যের আহুতি না পড়ে। ভক্তি শাস্ত্রও কহিয়াছেন—

যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা।
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥

ভক্ষ্য পানীয় ততক্ষণই সুখদ, যতক্ষণ জঠরে তীব্র ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। খাদ্য আছে বলিয়াই ক্ষুধার সার্থকতা। ক্ষুধা আছে

৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াই খাদ্যের মধুরতা। শ্রীহরি মাধুর্য্যমণ্ডিত বলিয়াই ভক্তির সার্থকতা। ভক্তি আছে বলিয়াই শ্রীহরির এত মধুরতা। একই কথা দুই দিক দিয়া বলা। ভাগবতকার ভক্ত তাই বলিয়াছেন শ্রীহরির মহিমা। গীতার বক্তা ভগবান নিজে, তাই বলিয়াছেন ভক্তির মহিমা। ভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানকে গভীরভাবে জানা যায় (ভক্ত্যা মামভিজানাতি)। ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় (ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য)। একমাত্র অনন্যা ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে জানিতে, দেখিতে ও তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় (ভক্ত্যা-ত্বনন্যয়া শক্য)। এই সকল উক্তির মধ্যেও একটা রহস্য আছে।

যিনি কাহারও অধীন নন তিনি হন ভক্তিবশ। যাঁহাকে কোন উপায়েই জানা, বোঝা যায় না তাঁহাকে পাওয়া যায় একমাত্র ভক্তিদ্বারা ; ইহার হেতু কি ? ভক্তি কি ভগবান হইতে বড় যে সে ভগবানকেও পাওয়াইয়া দিতে পারে ? অধীন করিয়া আনিয়া দিতে পারে ?

আপনার পা দুইটি আপনাকে বহন করিয়া বেড়ায়। ইহাতে কি পা আপনার চাইতে বড় হইবে ? পা আপনার দেহের একটি অঙ্গ। আপনাকে বহন করিয়া লইয়া চলা—ইহাই তাহার কাজ। সেইরূপ ভক্তি শ্রীভগবানের আনন্দশক্তির একটি বৃত্তি। তাহার কার্য্য হইল শ্রীভগবানকে বহন করিয়া ভক্তিমান জনের হৃদয়ে আনিয়া বন্দী করা। ভক্তি ত্রিগুণময় জগতের কোন বস্তু নহে। ভক্তি গুণাতীত শ্রীহরির আনন্দ শক্তির একটি বিশিষ্ট বৃত্তি। গুণাতীত বলিয়াই ত ভক্তি অপরকে গুণাতীত ভূমিতে লইয়া যাইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে স্পষ্টই সেকথা বলিয়াছেন ঃ—

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

এই গুণাতীতা পরাভক্তি দ্বারা গুণাতীত অশেষ কল্যাণ গুণময় শ্রীভগবানকে নিবিড়ভাবে পাওয়া যায়। তাঁহার লীলা-সাগরের গভীরে প্রবেশ লাভ করা যায়।

কর্ম্মযোগীর নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি হয় "সন্ন্যাসেন"। তারপর 'স্বকর্ম্মণা' তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে করিতে কর্ম্মী জ্ঞানী হইয়া ব্রহ্মভূত হয়। ব্রহ্মভূত পরাভক্তি লাভ করে। এই কথা বলা হইল। এখন জিজ্ঞাসা জাগে, এ সময়ও কি তাঁহার আর কর্ম্ম থাকে, না সে কর্ম্মশূন্য হইয়া যায়? 'বিবিক্তসেবী', 'শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা', 'ধ্যানযোগপরঃ' প্রভৃতি জ্ঞানভূমিকার বিশেষণগুলি শুনিলে মনে হয় তখন আর তাঁহাতে কর্ম্মের আভাসমাত্র নাই। এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেছেন—যাহা মনে হয় তাহা নহে। সকল কার্য্য সর্ব্বদা সম্পন্ন করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি অনাদি পদ প্রাপ্ত হন। আমার অনুগ্রহই তখন তাঁহার একমাত্র সম্পদ্। সে আমার হাতের ক্রীড়নক। তাঁর কোন কর্ম্মেই আর বন্ধনের ভয় নাই। সে সম্পূর্ণ আমার হইয়া কর্ম্ম করে, সকল সময় করে সর্ব্বতোভাবে করে—অব্যয় শাশ্বত আমার পাদপদ্ম সে লাভ করে।

'সর্ব্বকর্ম্মণ্যপি' (১০।৩৬)—শ্লোকটির মধ্যে একটি "অপি" শব্দ থাকায় বক্তার আশয় এই মনে হয় যে, ঐ অবস্থায় কেহ যদি সম্পূর্ণ কর্ম্মহীন হইয়া শান্ত অবস্থায় স্থির হইয়া গিয়া থাকে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকুক তাহাতে কোন দোষ বা উদ্বেগ নাই। কিন্তু কেহ যদি তখন কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া সতত কর্ম্মে ডুবিয়া রয় তাঁহারও কোন ভয়ের কারণ নাই। কারণ যে-বীজ সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাতে আর অঙ্কুরোদ্গমনের সম্ভাবনা কোথায় ?

আরও সত্য কথা—তখন কর্ম্ম আর তাঁহার কর্ম্ম নয়। উহা আমারই কর্ম্ম। উহা তাঁহাকে আমারই দিকে লইয়া যাইবে। যাঁহার জীবন সমর্পিত, কর্ম্মের জন্য সে ত ফলভোগা নহেই বরং উহাই তাঁহার ঈশ্বরসেবা। দাসের কার্য্যে প্রভু শুধু লাভবানই হন না, প্রীতও হন।

সুতরাং যে ব্যক্তি শরণাগত তাঁহার আর ভয় কিসের ? সাত্ত্বিক বুদ্ধিদ্বারা সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া অর্জ্জুন তুমি মৎপরায়ণ হও। কর্ম্ম করিয়া অর্পণ না করিয়া আগে তোমাকেই আমাকে দিয়া দিও। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া মচ্চিত্ত হও। আগে তোমার চিত্ত আমার চিত্ত এক হইয়া যাউক। মচ্চিত্ত হইলে আমার প্রসাদে সর্ব্ববিধ সংসার-দুঃখ অতিক্রম করিয়া যাইবে। আর যদি অহংকার বশে আমার মত না শুন, তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। মহতী বিনষ্টি দেখা দিবে।

শ্রীভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত হইলেই কল্যাণ। কিন্তু ভগবান কে, কোথায় থাকেন, কি করেন এই জিজ্ঞাসা সকলের অন্তরকেই ব্যাকুল করে। সংক্ষেপে ইহার উত্তর দিতেছেন। ভগবান হইতেছেন 'ঈশ্বর'—ঈশনশীল পুরুষ। ঈশ ধাতু শীলার্থে বরচ্ প্রত্যয়। ইচ্ছামাত্রই যাঁহার ঈপ্সীত সিদ্ধ হয় তিনি ঈশ্বর। জীবের আগে ইচ্ছা, তার পর প্রচেষ্টা, তারপর বাঞ্ছিত প্রাপ্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। আর ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রই বাঞ্ছিত লাভ। তাঁহার ইচ্ছা ও প্রাপ্তির মধ্যে অবকাশ নাই।

ঈশ্বর কোথায় থাকেন? 'সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে' সকল প্রাণীগণের অন্তঃহৃদয়ে তিনি বসবাস করেন। স্রষ্টা সৃষ্টি করিয়া প্রথমে সৃষ্ট জগতের মধ্যে, তারপর সৃষ্ট জীবের মধ্যে অন্তঃপ্রবেশ করিয়াছেন। 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'—তিনি বিশ্বময় আছেন। সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে আছেন। সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে তাঁহার স্থিতি শুনা যায়, বলা যায়, বিশ্বাস করা যায়। তাঁহাকে যদি বস্তুতঃ পাইতেই হয় তবে নিজ নিজ অন্তরে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

জীবনের অন্তস্তলে আমাদের জীবনকেন্দ্রে তিনি বসিয়া আছেন। যিনি নিখিল বিশ্বের কেন্দ্রে তিনি আমার জীবনের মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন—প্রত্যেকটি ব্যক্তির জীবনকেন্দ্রেও তিনিই রহিয়াছেন। বিশ্বকেন্দ্রে বা বিশ্বময় কি ভাবে তাঁহাকে খুঁজিতে হয় তাহা আমরা জানি না। জীবনকেন্দ্রেই তাঁহাকে অনুধ্যান করিতে হইবে। হৃদ্দেশে থাকিয়া ঈশ্বর কি করেন? কার্য্য তাঁহার অনেক। প্রধান একটি কার্য্যের কথা বলিব, শোন। নিজের মায়ার দ্বারা তিনি জীব জগৎকে ঘুরাইতেছেন। "ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি।" যন্ত্রী যেমন যন্ত্র চালায় তাহাতে যন্ত্রারূঢ় বস্তু বা ব্যক্তিও চলে। আমাদের জীবনের যন্ত্রী একমাত্র তিনিই। আমরা স্ব স্ব কর্ম্মফলের যন্ত্রে আরূঢ়। হৃদ্দেশে থাকিয়া নিজ মায়াশক্তি দ্বারা সবাইকে কর্ম্মানুগ পথে পরিচালনা করেন।

মায়া শব্দের অপর একটি আভিধানিক অর্থ আছে। তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল তিনি যে জীবজগৎকে ঘুরাইতেছেন তাহার মধ্যেও মায়া অর্থাৎ করুণা আছে অজস্র ধারায়। পথ ঘুরাইয়া কর্ম্মকে ক্ষয় করিয়া তৎপ্রতি উন্মুখী করিয়া লন তিনিই। সেই করুণাময়কে লইয়া আমরা কি করিব? সর্ব্বতোভাবে শরণাগতি গ্রহণ করিব? ("ত্বমেব শরণং গচ্ছ")। তিনিই যে একমাত্র শরণ্য অশেষ করুণাময় বলিয়াই।

জগতে যার তার কাছে শরণাগতি লওয়া যায় না। কাহারও হয়ত শক্তি আছে আশ্রয় দিতে পারে, কিন্তু করুণা নাই, আবার কাহারও করুণা আছে কিন্তু শক্তি নাই। যাহার অসীম কৃপা, অনন্ত শক্তি, সেই ত শরণ নেবার যোগ্য ব্যক্তি। আবার শক্তি এবং দয়া থাকিলেও সকলের অন্তরের বেদনা সকলে বুঝে না— অনুভব করে না। বুঝাইয়া বলিলেও--ভুল বুঝে আবার অন্তরের সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার সামর্থ্যও ত আমাদের নাই। সুতরাং যিনি অন্তরে বাস করিয়া জানেন অন্তরের সকল কথা— অভাজন জানিয়া ঘৃণা না করিয়া অসীম স্নেহে যিনি মুছাইয়া দেন সকল ব্যথা—তাঁহার চরণেই শরণ লইবার শ্রেষ্ঠ স্থান। যিনি জানেন সকল সর্ব্বতোভাবে—তিনিই ভালবাসিতে পারেন সর্ব্বতোভাবে। তাই নির্দ্দেশ দিয়াছেন—

"ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।"

তাঁহার কাছেই শরণ নিতে হইবে। আর নিতেও হইবে সর্ব্ব-তোভাবে। হৃদয়ের সমস্ত ভাব, সমগ্র ভালবাসা—সবই অর্পণ করিতে হইবে তাঁহাকে। তাঁহাকে জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়া নিজের গোটা সত্তাকে তুলিয়া দিতে হইবে ফুটন্ত পুষ্পটির মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার পাদপদ্মে। ইহাই সর্ব্বভাবেন শরণাগতি। এইরূপ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গীণ শরণাগতি আসিলেই আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হয়। তাঁহার পায়ে নিজেকে বিলাইয়া দিয়াই সত্যিকার নিজেকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। জীবের যে প্রকৃত স্বরূপটি হারাইয়া গিয়াছে মায়ার অন্ধকারে, সেই স্বরূপটি ফুটিয়া উঠিবে নিজেকে তাঁহার শ্রীচরণে সর্বভাবে নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে। শরণাগতির ফলে নিজেকে পাওয়া যাইবে, আর পাওয়া যাইবে অফুরন্ত প্রসাদ। সেই প্রসাদ ফলে পাওয়া যাইবে পরা শান্তি আর শাশ্বত স্থান। পুরুষোত্তমের নিত্যলীলাধাম।

আত্মসমর্পণ পর্য্যন্তই জীবের কার্য্য। হৃদয়ের কপাট খুলিয়া ধরা পর্য্যন্তই আমাদের সামর্থ্য। তারপর সুস্নিগ্ধ সমীরণ রূপে আসিবে তাঁহার করুণার স্পর্শ, জুড়াইয়া দিতে আমাদের সন্তপ্ত জীবন।

—*—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু

শেষ কথা শুনিয়া শ্রীমান্ অর্জুন ভাবিলেন—অতি গম্ভীর তোমার শ্রীমুখোক্ত গীতা শাস্ত্র। কত কথাই না তুমি বলিয়াছ আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া। তোমার সমগ্র উক্তির মূল্যায়ণ আমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। এত গভীর তত্ত্ব অশেষ বিশেষে করিয়া আমার ক্ষুদ্র ক্ষীণ বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে কর্ত্তব্য নির্ণয় অতি দুরূহ কার্য বলিয়া মনে হইতেছে।

অর্জুনের মুখ দেখিয়া তাঁহার অন্তরের ভাবনা অনুভব করিয়া অন্তরচারী দেবতা কহিলেন—অৰ্জ্জুন! শোন আবার বলি (ভূয়ঃ)। যাহা যাহা বলিয়াছি তাহার মধ্যে যাহা সর্ব্বসার সর্ব্বাতিশয় রহস্যময় তাহা তোমাকে আর একবার বলিব। তুমি আমার অতীব প্রিয়। এই জন্য বারংবার বলিতেছি। বলিতেছি তোমারই কল্যাণদ কথা। শতশত শ্লোকে যাহা বলিয়াছি তাহার নির্য্যাস বলিব দুই মন্ত্রে। এই কথা বলিয়া ভগবান্ "ইতি"র পর 'ভূয়ঃ অর্থাৎ পুনশ্চ দিয়া আবার আরম্ভ করিলেন। সমগ্র কথা বলিবেন দুই মন্ত্রে।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(১৮|৬৪-৬৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি আমার অতি প্রিয়। তাই সত্য করিয়া তোমাকে বলিতেছি। তোমার প্রয়োজনে তোমাকে বলিতেছি। তুমি মন্মনা হও। আমার মনের সঙ্গে তোমার মন এক করিয়া লও। তুমি আমাকে আপন করিয়া লও। আমি তোমাকে আপন করিয়া লইয়াছি। এখন তোমাকে করিতে হইবে আমাকে আপন। তোমার পাইতে হইবে আমাকে। কাছে পাইলেই আমাকে পাওয়া হয় না। সমস্তটা অন্তর দিয়া পাইতে হয়। কি ভাবে সর্ব্বভাবে আমাকে পাইবে তাহা বলি শোন। একবার বলিয়াছি রাজবিদ্যা রাজগুহ্য যোগে, আবার বলি—

মন্মনা হও—সমস্ত মনটা আমাকে দেও।

মদ্ভক্ত হও—সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু আমি ইহা অনুভব কর।

মদ্‌যাজী হও—যাহা কিছু কর সবই যজ্ঞ বুদ্ধিতে কর এবং সকলই আমার উদ্দেশ্যে, আমার প্রীত্যর্থে কর।

আর আমাকে নমস্কার কর—তোমার শির অবনত করিয়া রাখ আমার পায়ে। তোমার সকল অহংকার বিলাইয়া দাও আমার চরণে। একটি নমস্কারে সকল উজার করিয়া দাও।

অর্জ্জুন, আমার শরণ লও। আর সকল ভুলিয়া যাও। সকল ধর্ম্ম ত্যাগ কর। সকল ধর্ম্ম কি না তাহা আর বলিব না—শুধু বলিব আমার চরণে শরণাগতি ছাড়া আর যাহা কিছু সবই পরিত্যাগ কর। শরণীয় একমাত্র আমিই—ইহা অনুভব কর। করিয়া নিজেকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দাও।

সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে কর্ত্তব্য-অকরণজনিত প্রত্যবায় হইবে এমত মনে করিও না। জলের প্লাবন আসিলে আর পুকুর ডোবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাল বিল থাকে না। আমাকে আত্মসমর্পণ করিলে আর কোন পাপ অপরাধ থাকে না। তবু যদি তোমার মনকে উদ্বেগ দেয় কোন অপরাধের ভাবনা, তাহা হইলে তুমি আমাতে বিশ্বাস রাখ। মুক্তি দিব তোমায় আমি সকল পাপ হইতে। শোক ত্যাগ কর। যাহা অশোচ্য তাহার জন্য শোক করিও না। যাহা নশ্বর তাহার জন্য অনুশোচনা করিও না।

শোক করিও না বলিয়া কথারম্ভ করিয়াছিলেন ও শোক করিও না বলিয়া কথা শেষ করিলেন। উপক্রম উপসংহারে একবাক্যতা—এই অপূর্ব্ব ভাষণের সুসম্বদ্ধতা প্রকট করিতেছে। গুহ্যতম কথা শুনিলেন অর্জুন। ইহাতে তাঁহাকে সকল ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। একথা শুনিয়া অর্জুন কি বুঝিলেন? এতক্ষণ শুনিয়াছেন ক্ষাত্রধর্ম্মে স্থিত থাকিয়া যুদ্ধ কর। নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যদ্বারা ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিলে সিদ্ধি লাভ হয়। এখন শুনিলেন সকল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দাও। আমার শরণ লও। কথাগুলি কিন্তু আপাততঃ স্ববিরোধী। এই বিরোধী কথা কি অর্জুনের কানে কোন বিসদৃশ ঠেকিল? না, ঠেকে নাই। কেন?

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যের মধ্যে কোন বিরোধিতা দেখেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন যে, কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেই হইবে। তবে কর্ত্তব্য কি ইহা নির্দ্ধারণ করিতে আমাকে যে বিচারের ভার দিয়াছেন, তাহা করিবার যোগ্যতা আমার নাই। আমার বুদ্ধি বিচার তাঁকেই সমর্পণ করিব। তাঁর বিচারের সঙ্গে আমার বিচার মিশাইয়া দিব। তাঁর বিচারই গ্রহণ করিব। সখা কৃষ্ণ আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার কর্ত্তব্য বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। ইহা আমার সাধ্যাতীত। আমার ক্ষুদ্র অহংকার হইতে জাত, ক্ষুদ্র অহংকার দ্বারা পালিত আমার আমিত্ব দিয়া ঘেরা বিচার বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া দিব তাঁহাকেই। তারপর তিনি যা করান, যে কার্য্য আমার কর্ত্তব্য তাহা তিনিই ঠিক করিয়া করাইবেন। আমি দিব আমার আমিত্ব তাঁহাকে সঁপিয়া। তিনি নিবেন আমাকে তাঁর নিজ হস্তের ক্রীড়নক করিয়া। নিমিত্তমাত্র করিয়া।

যদি অর্জুন বুঝিতেন যে, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন তাহা ছোট কথা আর এখন যাহা বলিলেন তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা, তাহা হইলে তিনি গীতার উপদেশের পরই যুদ্ধাদি ছাড়িয়া পূজার্চ্চনাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। তিনি কিন্তু তাহা করেন নাই। বরং ক্ষাত্রধর্ম্মে স্থিত থাকিয়া যুদ্ধই করিয়াছেন। ইহাতে বোঝা গেল শ্লোকে সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগের কথাটা থাকিলেও অর্জ্জুন কিন্তু ইহা হইতে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ বুঝেন নাই। ত্যাগ করিতে হইবে শুধু অহংকার এই একটি বস্তুকে। কর্ত্তৃত্বাভিমান বিচার বুদ্ধির গর্ব্ব সকল তাঁর পায়ে দিয়া শরণাগত হইয়া তিনি যে কর্ত্তব্য যে ভাবে করাইবেন যে সেইজন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। তাঁর হইয়া তাঁর কর্ম্ম করিতে হইবে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চসোপান

একটানা ভাবে অগণিত উপদেশ বাক্য বলিয়াছেন ভগবান্ শ্রীগীতায়। তার মধ্যে পাঁচটি স্তর বা ক্রমোর্দ্ধ সোপান লক্ষ্যণীয়।

(১) বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম করা। সমাজ-জীবনের চারি ভাগ। ব্যক্তি-জীবনের চারি ভাগ—সব মিলিয়া যেন ষোলটা ঘর। প্রত্যেক ঘরের কর্ত্তব্য সুনির্দ্দিষ্ট। সুশৃঙ্খলিত কোন অফিসের বিভিন্ন দপ্তরের মত। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় সন্তান—গৃহাশ্রমী। তাঁহার কর্ত্তব্য বা ধর্ম্মযুদ্ধ করা সমাজ রক্ষণ, শাসন ও পালনের জন্য। তাই অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, যুদ্ধ কর। জয়ী হইলে রাজ্য-সম্পদের অধিকারী হইবে। পরাভূত হইয়া মৃত্যু বরণ করিলে স্বর্গলাভ করিবে। অতএব কর্ত্তব্য কর, করিলেই তাহার ফল শুভ।

(২) কর্ত্তব্য কর, কিন্তু ফলাফলের কথা চিন্তা করিও না। কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্য কর, ফল তোমার হাতে নয়। ফলাফলের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া (Come what may) কর্ত্তব্যার্থে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও। Duty for duty's sake. কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল সময় সুন্দর ও মনোরম হয় না। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ কর্ত্তব্যকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—Stern daughter of the voice of god—ভগবানের বড় কঠোরা কন্যা। তাঁহার ডাক শুনিতেই হইবে। শোনাতেই জীবনের সার্থকতা। ফলাফল কোন মাপকাঠি নয়। "মা ফলেষুঃ কদাচন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩) কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। কিন্তু তার ফল অর্পণ কর আমাকে। তোমার কর্ম্মদ্বারা আমার অর্চ্চনা হইবে। সকল কর্ম্ম সমাপনান্তে বলিতে শিখ 'শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু'। যাহা করিলাম তাহার ফলাফল শ্রীগোবিন্দের চরণে চলিয়া যাউক। সকল কর্ম্মের মূলে থাকুক এই ভাবনা। ইহাই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা। এই পূজার পূজারী জীবনে কর্ম্মসিদ্ধি লাভ করিবে।

(৪) কর্ম্ম করিয়া ফলার্পণে কর্ম্ম করার কর্ত্তৃত্ব থাকিয়া যায়। ফলার্পণের কর্ত্তৃত্ব বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ করিও না। আগে তোমাকে আমাকেই দিয়া দাও। তুমি তোমার না থাকিয়া আমার হইয়া যাও। তখন তোমার আর কোন কর্ত্তব্য নাই— ধর্ম্ম নাই। তখন স্বধর্ম্ম বলিয়া কোন কথা নাই। 'স্ব'-এর সমর্পণ হওয়ায় স্বধর্ম্মের সত্ত্বা নাই। সব কর্ত্তব্য তখন আমার। আমি যাহা করাইব তাহাই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। করাইব আমি তোমার দ্বারা তোমার যাহা করণীয় তাহাই। কিন্তু করাইব আমার বিশ্বকর্ম্মের অঙ্গরূপে। তোমার সত্ত্বা ও কর্ম্ম তখন আমার পরম সত্ত্বা ও বিরাট কর্ম্মের সাথে একাকার।

তৃতীয় স্তরে কর্ম্ম করিয়া কৃষ্ণার্পণ। চতুর্থ স্তরে আপন সত্ত্বাকে কৃষ্ণার্পণ। ব্যবধান অনেকখানি। তৃতীয় স্তরে কর্ত্তা হইয়া কর্ম্ম করা, চতুর্থ স্তরে ক্রীড়নক রূপে কর্ম্ম করা। নিমিত্ত-রূপে কর্ম্ম করা। যন্ত্র হইয়া যন্ত্রীর হাতে বাজিয়া উঠা। ইহা শ্রীগীতার গুহ্যতম সংবাদ।

কর্ম্ম আছে সকল সোপানেই। পরিবর্ত্তন কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর। তৃতীয় সোপানে কর্ত্তৃত্ববোধ ও প্রয়োজন বোধ আছে। কর্ম্ম করার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথক ইচ্ছাও আছে। চতুর্থ সোপানে আমার ইচ্ছা ও কৃষ্ণের ইচ্ছা একাকার হইয়া গিয়াছে। পৃথক থাকিয়াও পৃথকত্বের বোধ নাই। কর্ত্তৃত্বের অনুভব নাই। প্রয়োজনের তাগিদ নাই। আত্মসমর্পণে সকল চলিয়া গিয়াছে। আমার কর্ম্ম নাই, তাঁর কর্ম্ম আছে। ক্ষুদ্র কর্ম্ম নাই, বিরাট কর্ম্ম আছে। সকল কর্ম্মই বিরাট হইয়া গিয়াছে। ইহা ঘটিয়াছে পুরুষোত্তমে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে—"মামেকং শরণং ব্রজ।"

এই গূহ্যতম ভূমিকার মধ্যে আবার দুইটি পংক্তি আছে। প্রথম পংক্তি জ্ঞানপূর্বক, দ্বিতীয় পরাভক্তিপূর্ব্বক। জ্ঞানীও—'একভক্তি' জ্ঞানীই 'একভক্তি' এইরূপ উল্লেখ আছে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানের পরিপূর্ণতায় একভক্তি। যতক্ষণ 'জ্ঞান আছে' এই জ্ঞান আছে, ততক্ষণ জ্ঞানী। যখন ঐ জ্ঞান বিলীন হইয়া গিয়াছে তখন একভক্তি। যতক্ষণ জ্ঞান সজাগ ততক্ষণ তার ক্রিয়া আছে। আর জ্ঞান যখন পরাভক্তির মধ্যে ঘুমাইয়া গিয়াছে তখন সে ক্রিয়াহীন। সাধক তখন 'একভক্তি'-মদ্ভক্তি লভতে পরাম্। তিনিই শরণ্য জানিয়া জ্ঞানী পদে শরণাগত। আর 'একভক্তি' পরাভক্তির আকর্ষণে সম্পূর্ণ সমাশ্রিত। জ্ঞানীর আত্মসমর্পণ। পরাভক্তির আত্মউন্মীলন। সমর্পণকারী আত্মহারা, স্পন্দনহীন (Passive)। আর উন্মীলন-কারী নূতন আত্মলাভে পুলকিত, দিব্য সত্ত্বালাভে উল্লসিত, ভাগবতী সত্ত্বাপ্রাপ্তিতে ক্রীড়ারত (active)।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

"তত্ত্বতঃ" জ্ঞান পর্য্যন্ত জ্ঞানী। অনন্তর অন্তরতমের অন্তরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরাভক্তির প্রবল টানে প্রবেশ। এখানেই একভক্তি বা শুদ্ধা-ভক্তির স্থিতি। জ্ঞানী ব্রহ্মভূত। শুদ্ধভক্ত পুরুষোত্তমের প্রিয়ত্বে অভিভূত। গীতার গূহ্যতম সংবাদের ইহাই চরম বার্ত্তা। ইহাকে পঞ্চম সোপান বলিব। বস্তুতঃ এটি সোপান নহে, শেষস্থিতি। এই সোপান পঞ্চকের এইরূপ নামকরণ করা যাইতে পারে।

১। বর্ণাশ্রম পালন (স্বধর্ম্মে নিধং শ্রেয়ঃ। ৩।৩৫)

২। কামনা বিসর্জ্জন (মা ফলেষু কদাচন। ২।২৭)

৩। ফল সমর্পণ (তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্। ৯।২৭)

৪। আত্মনিবেদন (তমেব শরণং গচ্ছ। ১৮।৬৬)

৫। আত্মউন্মীলন) মদ্ভক্তি লভতে পরাম্। ১৮।৫৪)

কোন ভূমির কোন কথা বুঝিতে পারিলে সমগ্র গীতার মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইবে। শ্রুতিতে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনায় অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়—এই পাঁচটি স্তরের কথা আছে। ইহার সঙ্গে উপরোক্ত পাঁচ স্তরের একটা নিবিড় যোগাযোগের সন্ধান পাওয়া যাইবে। বর্ণাশ্রম ভূমি অন্নময় কোষের; আত্মউন্মীলনের চরম স্তর চরম আনন্দময় ভূমির। মাঝে প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান ভূমির স্থান। তবে গীতা ও শ্রুতির পার্থক্য আছে। শ্রুতিতে ঐ পাঁচটি ক্রমোর্দ্ধভাবে বিন্যস্ত। গীতায় ঐ পাঁচটি স্তর একের মধ্যে অন্য অনুস্যূত। শ্রুতিতে আনন্দময় ভূমিতে স্থির ব্যক্তির আর অন্নময় ভূমির প্রয়োজন নাই, কিন্তু গীতায় আত্ম উন্মীলনকারীরও বর্ণাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্ণাশ্রমী স্বধর্ম্ম করিবে কর্ত্তব্যজ্ঞানের তাগিদে,—আর শরণাগত ভক্ত স্বধর্ম করিবে কর্ত্তব্যের তাগিদে নয়, ঐ কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্চ্চনা করিবার জন্য "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ,"। যে আত্মরতি তাঁর কর্ম্ম নাই কিন্তু আত্মবানকে দিয়াই কর্ম্ম করাইবে। যে ত্যাগী তার ভোগ নাই। কিন্তু ত্যাগীকেই ভোগভূমিতে আনিবেন। দেহে প্রাণ অপানাদি পঞ্চ প্রাণ মিলিয়া যেরূপ দেহকে একটি সংঘাত বা Organism এ পরিণত করিয়াছে, উপরোক্ত পাঁচটি সোপানও ওতপ্রোত ভাবে মিলিত থাকিয়া সমগ্র গীতাকে একটা অখণ্ড প্রাণবন্ত শরীরে।

পরিণত করিয়াছে। মানবদেহে উদরের উপরে বক্ষ, বক্ষের উপরে শির। কিন্তু কেহই কেহ অপেক্ষা বড় নহে। উদর না থাকিলে বক্ষও শির চলে না। বক্ষ না থাকিলে উদর ও শিরের কার্য্য অচল; শির না থাকিলে সর্ব্ব শরীরের ক্রিয়া বন্ধ। অঙ্গগুলির স্থিতি ক্রমোর্দ্ধ বিন্যাসে হইলেও উহারা পরস্পরে পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া দেহের অখণ্ডতা সৃষ্টি করে। গীতাতেও সেইরূপ বিভিন্ন স্তরগুলির ক্রমোর্দ্ধ পর্য্যায় থাকিলেও একে অন্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া গ্রন্থে এক বিস্ময়কর অখণ্ডতা প্রকট করিয়াছে।

ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যম্

গুহ্যতম শেষ উপদেশ দিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমান অর্জুনকে বলিলেন।—অর্জুন, যে সকল উপদেশ বাণী তোমাকে কহিলাম ইহা যেখানে সেখানে স্থানাস্থান, যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা না করিয়া শুনাইও না। অনধিকারীকে বলিয়া কোন ফল হইবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি জানিতে চাও অনধিকারী কোন কোন ব্যক্তি তবে তাহা বলি শোন। যে ব্যক্তি তপস্যা করে না—অতপস্কঃ, সে অনধিকারী। যে শুধু কথা শোনে কিন্তু যাহা শোনে জীবনে তাহা রূপায়িত করিতে চেষ্টা করে না, সেই অতপস্ক—তপস্যাহীন। সে অনধিকারী।

যে ব্যক্তি আমার অভক্ত তাহাকে গীতা শুনাইও না। যে ব্যক্তির অন্তরে গভীর ভক্তি নাই আমার উপর সে তো আমার বাণীকে শ্রদ্ধা করিবে না। শ্রদ্ধাহীন ক্ষেত্রে জ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। ভক্তিহীন অনধিকারী।

যে ব্যক্তি শুশ্রূষু নয় তাহাকে গীতা বলিবে না। যাহার মধ্যে গীতার বাণী শুনিবার একান্ত আগ্রহ জাগে নাই তাহাকে গীতা শুনাইও না। কারণ শ্রবণের ইচ্ছাই হইল গ্রহণের শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা। সেই যোগ্যতা যাহার হয় নাই তাহাকে শুনাইয়া ফল নাই। অশুশ্রূষু অনধিকারী। যে ব্যক্তি সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধিতে আমাকে অবহেলা করে, অসূয়া করে (অভ্যসূয়তি) তাহার কাছে আমার কথার কি মূল্য থাকিতে পারে? মানুষ দেহধারী আমাকে চিনিতে পারে না যাহারা তাহারা মূঢ়। মূঢ় জীবের কাছে গীতার উপদেশ নিষ্ফল, অসূয়াকারী অনধিকারী।

যদি বল, তাহা হইলে গীতা শুনাইব কাহাকে? তাও বলি। গীতা শ্রবণ করাইবে আমার ভক্তদিগকে (মদ্ভক্তেষু)। যাহারা আমাকে ভালবাসে তাহাদিগকে শুনাইবে এই মহামহীয়সী বাণী। যে শুনিবে তাহারও কল্যাণ হইবে, যে শুনাইবে নিত্য নিয়মপূর্ব্বক তাহারও মহাকল্যাণ। ইহাতে আমার পরমানন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থ। ইহার পাঠ এক জ্ঞানযজ্ঞ। এই যজ্ঞদ্বারা আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্চ্চনা হয় (জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ। (১৮।৭০)। যাঁহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা আছে, অন্তরে বিন্দুমাত্র দোষদৃষ্টি বা অসূয়া নাই সেই ব্যক্তিই গীতা পাঠ করিবে ও শুনিবে। যে শুনিবে গীতা সে-ই মুক্তি লাভ করিয়া কোন শুভলোকে যাত্রা করিবে। যেসকল শুভলোকে মহাপুরুষেরা গমন করিয়া থাকেন, সেইখানে তাঁহাদের সঙ্গে একত্র স্থিতি হইবে। অর্জুন, আমার এই রহস্য শাস্ত্র গীতার অমৃত যিনি পরিবেশন করেন এই জগতে, তিনি আমার সর্ব্বাধিক প্রিয় জন (ন চ মে তস্মাৎ অন্যঃ প্রিয়তরঃ ১৮।৬৯)। তাহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেহ হইবে না।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের জিজ্ঞাসা

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা ॥
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ১৮।৭২

এইবার একটি কাজের কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব। কাহাকে শুনাইবে কাহাকে শুনাইবে না, তাহাও বলিলাম। তুমি নিজে একাগ্রচিত্তে শুনিয়াছ কিনা আমার উক্তিগুলি ইহা আমি জানিতে চাই। তোমার অজ্ঞান সংমোহ দূর হইয়াছে তো? মনোযোগে শুনিয়া থাকিলে তোমার অজ্ঞান অন্ধকার নিশ্চিতভাবেই ঘুচিয়া যাইবার কথা। যদি না গিয়া থাকে, আরও বলিতে হইবে আমাকে। কারণ তোমার সম্মুখের অন্ধকার বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত আমার বিশ্রান্তি নাই। এতক্ষণেও তোমার অজ্ঞানতা না দূর হইয়া থাকিলে বুঝিব আমার বলায় কোন অস্পষ্টতা আছে বা অসম্পূর্ণতা আছে—অথবা তোমার শোনায় মনযোগিতার অভাব ছিল।

অর্জুন এ পর্য্যন্ত কোন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হন নাই। এতক্ষণ কেবল নির্দ্দেশ শুনিয়াছেন। আর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—এতক্ষণে তাঁহার কাছে একটী প্রশ্ন আসিল। প্রশ্ন তাঁহার নিজের সম্বন্ধেই। সৈন্যদর্শন করিয়া অর্জুন যে কাতরোক্তি করিয়াছেন তাহার মধ্যে নানাপ্রকারে বলিয়াছেন যে তাঁহার দেহ ও মন কত অসুস্থ। বলিয়াছেন আমার শরীর কম্পিত, রোমাঞ্চিত ও গাত্রত্বক দগ্ধীভূত। আমার চিত্ত চঞ্চল (ভ্রমতীব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চ মে মনঃ) চারিদিকে বহু দুর্লক্ষণই দেখিতেছি। শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না, সুখও দেখিতেছি না; শুধু দেখিতেছি পাপ। এই কার্য্যে আমরা নিশ্চয়ই পাপগ্রস্ত হইব।

এই সকল কাতরোক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে যে, অর্জুনের দেহ মন ও বুদ্ধি তিনটিই অসুস্থ। এই অসুস্থতার চিকিৎসক নামকরণ করিয়াছেন ক্লীবতা, কশ্মল, অজ্ঞান-সংমোহ। রোগ-নির্ণয়ের পর হইতে ঔষধ দান করিতেছেন।

এখন ঔষধদাতা চিকিৎসক জানিতে চাহিতেছেন তাহার অসুস্থ রোগীর অবস্থা। জানিতে চাহিতেছেন তাহার দেহ মন বুদ্ধির সুস্থতার কথা। অজ্ঞানান্ধকার হইতে সে জ্ঞানের আলোকে আসিল কি না, অমঙ্গলের পথ হইতে মঙ্গলাভিমুখী হইল কি না? শিক্ষা দিয়াই আধুনিক শিক্ষকদের মত শিক্ষক খালাস নয়। ছাত্রের কি হইল, কি পাইল, কতখানি সত্য ও মঙ্গলের দিকে সে অগ্রসর হইল ইহা জানিতে শিক্ষাদাতার গভীর আগ্রহ। আগ্রহ ও মমতাযুক্ত ভাষাতে তাই গীতাপ্রবক্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন অর্জুনকে যে উদ্দেশ্যে গীতা শুনাইলেন তাহা ফলবান হইল কিনা।

জিজ্ঞাসামাত্র উত্তর দিলেন অর্জুন অতীব প্রসন্নমনে। সুস্পষ্ট চমৎকার উত্তর। যদি, কিন্তু, প্রায়, বোধ হয়, মনে হয়, সম্ভবতঃ, এসব শব্দ নাই—পরিষ্কার ভাষা। রোগী যে সুস্থ, ছাত্র যে উদ্বুদ্ধ ইহা ভাষার স্বচ্ছতাতেই ধরা পরে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জুনের উত্তর

অর্জুন সুস্থ হইয়াছেন। স্বস্থ হইয়াছেন। আত্মস্থ হইয়াছেন। জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহা নিজেই বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীগীতা শ্রবণ ব্যর্থ হয় নাই—অর্জুন তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। ঔষধ ফলবতী হইয়াছে—রোগী সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া তাহা অকপটে কহিতেছেন।

অর্জুন বলিতেছেন "নষ্টো মোহঃ"—আমার মোহ কাটিয়া গিয়াছে। আমার এই মমত্বই মোহ। আত্মীয় স্বজনদের যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া অর্জুনের এই মোহ আসিয়াছিল। তাই বলিলেন, উহা এখন দূরীভূত হইয়াছে।

"স্মৃতির্লব্ধা"—আমার স্মৃতি ফিরিয়া পাইয়াছি। অর্জুন যে ক্ষত্রিয় সন্তান, ক্ষাত্রবীর্য্যসম্পন্ন—যেখানে অন্যায় সেখানে আঘাত করিয়া যুদ্ধ দ্বারা সমাজের সেবাই যে কর্ত্তব্য—স্বধর্ম ইহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন—সেই স্মৃতি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। "স্থিতোঽস্মি"—আমি স্থিত হইয়াছি। আমি অস্থির হইয়াছিলাম। স্থিতি স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলাম, অস্থির বস্তুর সঙ্গে চিত্তের যোগ হওয়ায়—আগমাপায়ী বস্তুর সঙ্গে মনের একত্ব হওয়ায় চঞ্চল হইয়াছিলাম। অশোচ্য বস্তুকে শোচ্য মনে করিয়া বৃথা শোকসংবিগ্নমানস হইয়াছিলাম। এখন তাহা কাটিয়া গিয়াছে।

আমি স্থিত হইয়াছি। স্থিরত্ব পাইয়াছি। নিত্যবস্তুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্য বলিয়া চিনিয়াছি। আদর করিতে শিখিয়াছি। অনিত্য বস্তুকে অনিত্য জানিয়া তাকে তিতিক্ষার সহিত উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছি। আত্মা অনাত্মার ভেদজ্ঞান পাইয়াছি। সদসদ বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে। সুতরাং আত্মস্বরূপ বিচ্যুত হইয়া যে স্থানভ্রষ্ট হইয়াছিলাম তাহা বিদূরিত হওয়ায় স্বস্থানে স্থিত হইয়াছি। "গতসন্দেহঃ"—আমার সকল সন্দেহ কাটিয়া গিয়াছে। যুদ্ধে জয় ভাল না পরাজয় ভাল বুঝিতে পারিতেছিলাম না। "ন চৈতদ্বিদ্ম কতরন্নোগরীয়ঃ"। জয়ে রাজ্যলাভ, স্বজন রক্ত-ক্ষয়—অর্থাৎ রুধিরপ্রদিগ্ধ রাজ্যভোগ। পরাজয়ে বা পলায়নে স্বজন রক্ষা কিন্তু ইহকালে নিন্দা ও পরকালে স্বর্গবিচ্যুতি সুতরাং ত্যজ্য গ্রাহ্য ঠিক করিতে না পারিয়া ঝুলিতেছিলাম সংশয়ের দোলায়। এখন বুঝিতেছি জয় পরাজয় দুটাই মন্দ। জয় পরাজয় ভুলিয়া তোমাকে আত্মসমর্পণ করিয়া তোমার হাতের যন্ত্ররূপে কার্য করাই একমাত্র মন্দগন্ধহীন ভাল। ইহাই প্রকৃষ্ট শ্রেয়ঃ। এই দৃঢ়তায় অর্জুন সংশয় শূন্য হইয়াছেন। তাই বলিয়াছেন "গতসন্দেহঃ"।

অর্জুনের দেহ-মন-বুদ্ধি সকলই যে সুস্থ ও স্বস্থ হইয়াছে, উপরোক্ত কয়েকটি কথায় তাহা সুপরিস্ফুট। অর্জুনের দেহ সুস্থ, মন শান্ত, বুদ্ধি সম্মার্জ্জিত হইয়াছে। ইহাতেই কিন্তু শিক্ষা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে না। বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণে আছে ইচ্ছাশক্তি। বুদ্ধি সৎ হইলেও ইচ্ছা যদি অসৎ অভিমুখে থাকে তবে কল্যাণ লাভ হয় হয় না। অনেক শিক্ষাদাতার শিক্ষাই বুদ্ধির কসরতে শেষ হয়। কসরতের ফলে ছাত্রের বুদ্ধি কিছু বলিষ্ঠও হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু ইচ্ছাশক্তির উপর কোন ক্রিয়া হয় না। ইচ্ছা অসদভি-মুখেই চলে, বুদ্ধি কথিত কল্যাণ মার্গের অভিমুখী হয় না। ফলে উচ্চশিক্ষা পাইয়াও মানুষ কুৎসিৎ আচরণে পরাঙ্মুখ হয় না। বুদ্ধি বলিষ্ঠ হইল, তীক্ষ্ণ, হইল সন্দেহাতীত সত্য পাইল—ইহার সঙ্গে প্রয়োজন ইচ্ছাশক্তিরও মুখ ফিরাইয়া দেওয়া। ইচ্ছার মোড় না ঘুরিলে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় না, অঙ্গহীন থাকে। আজ অর্জুনের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়াছে কারণ তাঁহার কেবল মনবুদ্ধিই সম্মার্জ্জিত হয় নাই। ইচ্ছাশক্তিও মুখ ফিরাইয়া কল্যাণের দিকেই চলিবে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। ইচ্ছাশক্তিও যে কৃষ্ণানুগত্যে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে ইহা বুঝা গেল অর্জুনের শেষ কথাটিতে।

"করিষ্যে বচনং তব"

এখন আমি অর্জুন কোন পথে চলিব তাহাও সুস্থির করিয়াছি। এখন একমাত্র তোমার নির্দ্দেশই আমার অবলম্বন। তুমি যেমনটি বলিয়াছ তেমনটিই করিব। তোমাকে আত্মসমর্পণ করিয়া যন্ত্রমাত্র হইয়া নিমিত্তমাত্র রহিয়া কর্ম্ম করিব। কোনকর্ম্মই আর আমার বলিয়া থাকিবে না, আমি কর্ম্মহীন হইব। আবার থাকিবে আমার সকল কর্ম্মই যাহা তোমার অভিপ্রেত। যাহা তুমি আমার মধ্য দিয়া করাইয়া লইবে। এই যন্ত্র ধরিয়া তুমি বাজাইবে যেমন, তেমনই বাজিবে। যুদ্ধ যদি করাও তাই করিব। আমিত্ব কর্ত্তৃত্ব লাভালাভ, জয়াজয় সব বিসর্জ্জন দিয়া। সবই ছাড়িব থাকিবে শুধু আমি তোমার, তুমি আমার। তোমার মধ্যে আমি ডুবিয়া যাইব। আমার মধ্য দিয়া নিখিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম অভিব্যক্ত হইবে। আমি তোমার হইয়া যাইব। তুমি আমার হইয়া যাইবে—সকলই খুলিয়া যাইবে।

বিশ্বকবির ভাষায়—

তোমায় আমায় মিলন:হলে সকলি যায় খুলে।
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে॥

আমি তোমার হইয়া রহিব। তুমি আমার হইয়া চলিবে।

তোমার আলোয় নাইত ছায়া।
আমার মাঝে পায় সে কায়া॥

তোমার আলো আমার মধ্যে কায়া পাইয়া চলিবে। ইহাই আমার 'করিষ্যে বচনং' তব!

অর্জ্জুন বুঝিতেছেন যে, এই যে আধ্যাত্মিক মহা সম্পদ লাভ হইয়াছে—সন্দেহ শূন্য বুদ্ধিতে ঈশ্বরোন্মুখী ইচ্ছাশক্তি জাগিয়াছে—ইহার মধ্যে তাঁহার নিজের কোন কৃতিত্ব নাই। নিজ সাধন-বলে, অর্জ্জুন যে ইহা লাভ করেন নাই সে বিষয় তিনি সজাগ। তাই বলিতেছেন "তৎপ্রসাদাৎ"। হে অচ্যুত! একমাত্র তোমারই অনুগ্রহে আমার যা হইবার হইয়াছে। আমি যাহা হইবার তাহা হইয়াছি। এই সমস্তই তোমার, অমিত অনুকম্পার ফল। অর্জ্জুন অকৃতজ্ঞ নহে। আত্মম্ভরিতা কাটিয়া গিয়া কৃতজ্ঞতায় তাঁর মন ভরিয়া গিয়াছে। বুঝিয়াছেন প্রচেষ্টার কোন সামর্থ্য নাই, প্রসাদ সকলই করিতে পারে। "তৎপ্রসাদাৎ" আমি অর্জ্জুন কৃতকৃতার্থতা লাভ করিয়াছি। গীতা শেষ হইল। শ্রীকৃষ্ণের কথা ও অর্জ্জুনের কথা সমাপ্ত হইল। তৎপর উপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংহারে সঞ্জয় কয়েকটি কথা বলিতেছেন। সভাতে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মত।

সঞ্জয় বলিলেন—এই আমি বাসুদেব ও মহাত্মা অর্জুনের অদ্ভুত লোমহর্ষকর সংবাদ—আলাপ আলোচনা শ্রবণ করিলাম, এই সকল কথা আমি যে এতদূরে হস্তিনাপুর থাকিয়া শুনিতে ও দেখিতে পাইলাম তাহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের অনুকম্পায়—ব্যাস প্রসাদাৎ। তিনি কৃপা করিয়া দিব্যচক্ষু দিব্যকর্ণ দিয়াছেন তাই ইহা সম্ভব হইল।

আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা অতি গোপনায় (গুহ্যং যোগং) যোগশাস্ত্র। ইহা নরনারায়ণের সংবাদ। অন্তরে নারায়ণরূপে প্রতিজীবের মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে বিবেকের বাণীরূপে গোপনে যিনি বুদ্ধিকে প্রচোদিত করেন তিনি আজ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণরূপে অর্জুনের রথে উপবিষ্ট। আর মহাত্মা অর্জুন নর—নরোত্তম নর, বিশ্বের সকল নরের মধ্যে বিশিষ্ট নর (Typical man) নারায়ণ নরোত্তমকে বলিলেন গুহ্যতম শাস্ত্র বাক্য যাহা প্রতিজীবেরই হৃদয়স্থ অন্তর্য্যামীর সুসত্য নির্দ্দেশ। আমি তাহা শুনিয়াছি। যাহা আমি শুনিয়াছি, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে ঠিক তাহাই শুনাইয়াছি।

কথা শোনা ও বলা হইয়া গেল। কিন্তু স্মৃতি এখন উজ্জ্বল রূপে জীবন্ত। বারংবার স্মরণে জাগিতেছে আর মুহুর্মুহু হর্ষ হইতেছে। সেই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মৃতি পথে সমুজ্জলভাবে জাগিতেছে। আমার অন্তর ভাববিভাবিত। মহাবিস্ময়ের উদয় হইতেছে। আর পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগীতা শ্রবণে সঞ্জয়ের নিজের যে অবস্থা তাহা অকপটে ব্যক্ত করিলেন। তারপর সঞ্জয় সমগ্র গ্রন্থের উপরে একটি অপূর্ব্ব মন্তব্য ব্যক্ত করিলেন। মন্তব্যটি শুনাইয়া দিলেন অন্ধ-ধৃতরাষ্ট্র রাজাকে। শুনাইয়া দিলেন বিশ্বের মানব সমাজের প্রত্যেক জাতিকে—শুনাইলেন মাত্র একটি শ্লোক। গীতার চরম শ্লোক। ভাবগাম্ভীর্য্যে নিরুপম শ্লোক। গীতার উপর শত শত জন টীকা ব্যাখ্যা আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু এমনটি আর নাই। মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা। সার কথা অল্প ভাষায় বলিতে পারাই বাগ্মিতা। অনেকগুলি সারশূন্য কথা গড় গড় করিয়া বলিতে পারিলেই তাহাকে বাগ্মী বলা যায় না। বাগ্মীবর সঞ্জয় বলিয়-ছেন অতি পরিমিত একটি মাত্র শ্লোকে। তাহার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন এমন এক সম্পদ যাহা চিরকাল বিশ্বমানবের জীবন-পথে চলিবার মহা নির্দেশস্বরূপে বিরাজমান থাকিবে। সঞ্জয়! তোমায় সহস্র ধন্যধাদ।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্ম্মম ॥ ১৮।৭৮

সংসারে মানব চারিটি বস্তু কামনা করে। শ্রী, বিজয়, ভূতি ও ধ্রুবানীতি।

১। শ্রী—সম্পৎ ও ঐশ্বর্য্য। ভোগময় জগতের ইন্দ্রিয়-ভোগ্য সম্পত্তিসমূহ শ্রী-পদবাচ্য। ইহার শাস্ত্রীয় নাম কাম।

২। বিজয় অর্থ জয়যুক্ততা। সর্ব্বকর্ম্মে কৃতকার্য্যতা। সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দরতা। কবি কালিদাসের ভাষায়—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকার সদৃশঃ প্রজ্ঞা প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।
আগমসদৃশারম্ভ আরম্ভসদৃশোদয়ঃ ॥

ইহাই সর্ব্বতোমুখী বিজয়। যেমন আকৃতি সুন্দর তেমন শোভন প্রজ্ঞা। যেমন প্রজ্ঞা তেমন শাস্ত্রানুভূতি। যেমন শাস্ত্রজ্ঞান তেমনই যথাযোগ্য কর্ম্মদ্যোগ। যেমন উদ্যোগ তেমনই উদয়, লাভ, উন্নতি প্রাপ্তি। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহা 'অর্থ' নামক পুরুষার্থ পদবাচ্য।

৩। ভূতি। ভূতি অর্থ বিভূতি। সর্ব্বাঙ্গীণ স্বচ্ছন্দতা। সামগ্রীক অভ্যুদয়। একের পতনে অন্যের উন্নতি, একের বিলুপ্তিতে অপরের অভ্যুদয়, কখনও পূর্ণাঙ্গভাবে মানবসংহতির কল্যাণ আনে না। ধর্ম্মনামক পুরুষার্থ প্রাপ্তিতেই ভূতি বা সামগ্রীক অভ্যুদয় সম্ভব। সংসার ভূমিতে গুণগত যোগ্যতানুসারে স্ব স্ব কর্মে নিযুক্ত হইয়া তাহাতে সর্ব্বতোভাবে লাগিয়া থাকা। কর্ম মানবসমাজের সেবা-বুদ্ধিতে সম্পাদন করাই ধর্ম্ম। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ইহাই সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মপ্রণালী। ইহাই সমাজের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ভূতি এই ধর্ম্মেই নিহিত।

সমাজের সেবা চারি প্রকারে হয়। শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা, শস্ত্রচালন দ্বারা, শস্য উৎপাদন দ্বারা ও কায়িক পরিশ্রম দ্বারা। যাহার যেরূপ সামর্থ্য ও যোগ্যতা, সেবা বুদ্ধিতে তৎ তৎ সম্পাদনে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ ধর্ম প্রতিপালিত হয়। এই ধর্মই সামগ্রীক অভ্যুদয় বা ভূতির প্রাণসত্তা। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর ভাষায় "Giving to every man his due"—ইহাই ধর্ম্ম (Justice)। According to Plato Justice means placing every man in his proper position. It means every man should do

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

his work in the station of life to which he was called by his capacities and he should not meddle with the duties of another station. The division of labour and the specialisation of tasks are the condition of the unity of the state (Political Science & Government, Page 74)

ইহাই আর্যঋষির বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্য। সমগ্র রাজ্যের একতাভাব (Unity of the State), ইহাই সঞ্জয়ের ভাষায় "ভূতি"। সুতরাং ধর্ম ও ভূতির একই তাৎপর্য্য।

৪। ধ্রুবানীতি। শাশ্বতী নীতি। বেদের ভাষায় ঋতম্। যাহার উপর ভিত্তি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে নিখিল বিশ্বের আধ্যাত্মিক সত্তা। মানবীয় নীতি পরিবর্ত্তনশীল। ধ্রুবানীতি, Cosmic law অপরিবর্ত্তনীয় (inexorable)। ঔপনিষদীয় নিঃশ্রেয়সের মুলে এই শাশ্বতী নীতি। পুরাণকার ইহাকে মোক্ষ বলিয়াছেন। কারণ ধ্রুবানীতি প্রকৃতির মধ্যে অভিব্যক্ত হয় অংশ ও পূর্ণের organic সম্বন্ধে। ধ্রুবানীতি জীবনে পরিব্যক্ত হয় আত্মা-পরমাত্মার নিবিড় সম্বন্ধানুভূতিতে। ধ্রুবানীতির সম্বন্ধানুভূতির দ্বারাই জীব ব্রহ্মভূত হয়। ব্রহ্মভূত হইয়া পরাভক্তি লাভ করে। ইহাই মোক্ষ। নদীর সাগর প্রাপ্তিই মোক্ষ। ধ্রুবানীতির ইহাই সম্পূর্ণ ফল। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের গোলক ধাঁধাঁ হইতে মুক্তি ও পুরুষোত্তমে অনুরক্তি, ইহাই ধ্রুবানীতির শাশ্বত অবদান। শাস্ত্রীয় ভাষায় চতুর্বর্গই সঞ্জয়ের ভাষায় শ্রী-বিজয়-ভূতি-ধ্রুবানীতি। বৈষ্ণবাচার্য্যেরা পরাভক্তিকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলেন। তাহা না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াও মোক্ষ শব্দের ব্যাপকার্থে গ্রহণ দ্বারা পরাভক্তিকে বোঝান যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে প্রেমই মোক্ষ। কেবলমাত্র সংসার পাশ বা বন্ধন মোচনই মোক্ষ নহে।

নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তি র্জনার্দ্দন।
মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরেঃ।

(স্কন্ধপুরাণ)

পুরুষের যাহা অর্থ বা প্রার্থিত বস্তু তাহার নাম পুরুষার্থ। কাম, অর্থ, ধর্ম্ম ও মোক্ষ ভেদে উহা চতুর্ব্বিধ। শ্রীসঞ্জয়ের ভাষায় তাহাই শ্রী, বিজয়, ভূতি ও ধ্রুবানীতি। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

ধর্ম্মস্য হ্যপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রাতির্লাভো জীবেত যাবতা
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥

[শ্রীভাগঃ ১।২।৯-১০]

কামের উদ্দেশ্য জীবন রক্ষা, অর্থের উদ্দেশ্য ধর্ম্মলাভ, ধর্ম্মের ফল অপবর্গ। সুতরাং কাম-অর্থ-ধর্ম-মোক্ষ লইয়াই জীবন। জীবনের উদ্দেশ্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা। এই তত্ত্বই সঞ্জয়ের ধ্রুবানীতি। তত্ত্বজিজ্ঞাসায় তত্ত্বের পরোক্ষ জ্ঞান হয়। তারপর সাধন করিতে করিতে তত্ত্বানুভব হইলেই জীব কৃতার্থ হয়। সুতরাং সঞ্জয়ের পরিভাষায় শ্রী, বিজয়, ভূতি ও ধ্রুবানীতি লাভ হইলেই মানব-জীবন সর্বাঙ্গীণ চরিতার্থতা লাভ করে। জীবনের এই পরিপূর্ণতা লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে প্রয়োজন দুইটি পরম বস্তুর মিলন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধনুর্দ্ধর পার্থ

মানব মাত্রই অর্জ্জুন। তাহার হস্তে থাকিবে কর্ত্তব্য কর্ম্মের ধনু। কিন্তু মানব নিজ বলে এই ধনুমাত্র লইয়াই সমরে জয়-লাভ করিতে পারিবে না, যদি সঙ্গে না থাকেন যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সর্ব্বদা চাই তাঁহার সান্নিধ্য। নিকটবর্ত্তিতাই দৈহিক সান্নিধ্য, স্মরণে মানস সান্নিধ্য, প্রেমে আত্মিক সন্নিকর্ষতা। সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত যদি থাকেন ধনুর্দ্ধর পার্থ, তবেই আসে প্রার্থিত পরম কল্যাণ।

জীবের প্রয়োজন সাধনার ধনু লইয়া অগ্রসর হওয়া। কিন্তু তাহাতে বেশীদূর যাওয়া যায় না। তখন একান্ত প্রয়োজন হয় তাঁহার করুণার যোগ। করুণাহীন শুধু সাধনা ফলবতী হয় না। আবার সাধনাহীন ভূমিতে করুণাও ফলপ্রদ হয় না। সাধনার কর্ষিত ভূমিতে কৃপার বর্ষণে সর্ব্বমঙ্গলের উদয় হয়। অর্জুনের গাণ্ডীব আর সখাকৃষ্ণের সারথ্য, ভক্তের তপস্যা আর ভগবানের কৃপাধারা, ইহা আছে যেখানে পূর্ণাঙ্গ, অখণ্ড কল্যাণ সেইখানেই নিত্য বিরাজমান। নির্ভীক সঞ্জয় অন্ধরাজাকে এই কথা স্পষ্ট-ভাষায় শুনাইতে একবিন্দুও ভীত হইলেন না।

সঞ্জয়ের এই অতুলনীয় উক্তিটি সমগ্র গীতার উপর অপূর্ব আলোক সম্পাত করিয়াছে। অনেকগুলি আপাত বিরোধী ভাবের কথা গীতায় দৃষ্ট হয়। সঞ্জয়ের উক্তি বিরোধিতায় সামঞ্জস্য আনিয়াছে।

১। গীতার এক সমস্যা কর্ম্ম ও জ্ঞানের। জ্ঞান কর্ম্মকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভস্মসাৎ করে। তথাপি ভগবান্ অর্জ্জুনকে জ্ঞানী হইয়া কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন। ইহা আপাত বিরোধী।

২। গীতার আর এক সমস্যা ভোগ ও ত্যাগের। অর্জ্জুনকে ভোগের প্রলোভনও দেখান হইয়াছে আবার সর্ব্বত্যাগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাও আপাত বিরোধী।

৩। স্ব-ধর্ম্ম পালন ও স্ব-ধর্ম্ম ত্যাগ এই আপাত বিরোধী উপদেশ গীতায় পরিদৃষ্ট হয়। মহামতি সঞ্জয়ের উক্তি এই বিরোধিতায় সামঞ্জস্যের পথ দেখাইয়াছে।

১। অর্জ্জুন কর্ম্মের প্রতীক। ধনুর্দ্ধর বিশেষণটি ইহা বুঝাইতেছে। যোগেশ্বর জ্ঞানের প্রতীক, নামের মধ্যেই সেই পরিচয়। শুধু কর্ম্ম, তত্ত্বজ্ঞানহীন কর্ম্ম, 'বৃথা ও ব্যথা'। শুধু কর্ম্ম অসুরের কার্য্য। অহঙ্কারীর কর্ম্ম দানবীয় কার্য্য। আমি করিতে পারি, আমি দক্ষ, সুতরাং আমি যাহা খুশী করিব, কোন তত্ত্বজ্ঞান বিচারের ধার ধারি না—ইহা দক্ষযজ্ঞের অনুরূপ। শিবহীন যজ্ঞ অকল্যাণকর। ফল—দুঃখ, বিপদ, ধ্বংস—মহতী বিনষ্টি।

ধ্যানস্তিমিত শিব স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কর্ম্মহীন শুদ্ধ জ্ঞান পবিত্র বস্তু বটে। কিন্তু জীবনক্ষেত্রে তাহা নিষ্ফল (barren)। কর্ম্ম ছাড়া জ্ঞানকে জীবনের মধ্যে অনুবাদ করিবার, নিয়োগ করিবার আর কেহ নাই। সুতরাং শুধু ধনুর্দ্ধরের যুদ্ধ দক্ষযজ্ঞের মতই। শিবময় যজ্ঞই কল্যাণের আকর। যোগেশ্বরযুক্ত ধনুর্দ্ধর অর্থই হইল শিবময় কর্ম্ম। জ্ঞানময় কর্ম্ম। জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মই হইতেছে সর্ব্ববিধ কল্যাণময় চারি পুরুষার্থের আকর। জ্ঞান-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মের সমন্বয় গীতার লক্ষ্য। সঞ্জয়ের উক্তি সেই লক্ষ্যের উপর আলোকপাত করিতেছে।

২। প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ সাধনার দুই পথ। গীতা কোন পথের পথিক বুঝিতে কষ্ট হয়। গীতার মধ্যে ভোগের কথা আছে।

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্ জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।"

—যুদ্ধে মরিলে যাইবে স্বর্গে। জয় করিলে পাইবে রাজ্য—এই দুই-ই ভোগের প্ররোচনা। 'কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে'। কর্ম্মে তোমার অধিকার আছে, এই কথা যিনি বলেন, তিনি এই জগতে বাস্তববাদী। জগতকে বাস্তব বলিলেই খানিকটা ভোগবাদের সমর্থন আসে।

আবার গীতার মধ্যে ত্যাগের কথা ভরা। পরমহংসদেব বলিতেন—গীতা, গীতা দশবার বলিলে যাহা হয়, গীতা পাঠ করিলে তাহাই হয় অর্থাৎ ত্যাগই। গীতার লক্ষ্যই মানুষকে ত্যাগ ভূমিতে তুলিয়া দেয়। গীতা "নির্যোগক্ষেমঃ আত্মবান্" হইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহা শুদ্ধ ত্যাগের কথা। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের স্মরণ লইতে বলাও জগতের ধর্ম্ম কর্ম্মকে তুচ্ছ করার সামিল। সব ছাড়িয়া শরণাগতি ত্যাগেরই বাণী। আপাত দৃষ্টিতে গীতার মধ্যে ত্যাগ ও ভোগের পরস্পর বিরোধী বাণীর স্থান পাইয়াছে। ইহার সামঞ্জস্য হইয়াছে সঞ্জয়ের উক্তিতে।

ধনুর্দ্ধর ভোগী। ·যোগেশ্বর মহাযোগী। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন একবার যোগী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন—(কথং বিদ্যামহং যোগিং)। যোগেশ্বর ও ধনুর্দ্ধরের মিলনেই সর্ব্ববিধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মঙ্গল। এই উক্তি গীতার অন্তরের কথা। ভোগের ভিত্তিতে ত্যাগ, কামনাশূন্যতার ভিত্তিতে কর্ম্মের প্রবর্ত্তনা, জ্ঞানী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান, ইহাই গীতার লক্ষ্য। গীতার ভোগ আধ্যাত্মিকতা বাদ দিয়া নয়। গীতার ত্যাগ ও কর্ম্মপ্রবণতা বাদ দিয়া নয়। যোগেশ্বর ধনুর্দ্ধরের মিলন অর্থই ত্যাগ ও ভোগের সু-সামঞ্জস্য বিধান।

৩। অর্জ্জুন, তুমি ক্ষত্রিয় তনয়। স্ব-ধর্ম্ম পালন অর্থ যুদ্ধ করা তোমার.একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব তুমি যুদ্ধ কর। এই কথা গীতার প্রথম দিকে বহুবার আছে। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। আবার শেষ দিকে বলিলেন—সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণাগতি লও।

যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য, গৃহীর কার্য্য। সব ছাড়িয়া শরণাগতি লওয়া ব্রাহ্মণের কার্য্য, ত্যাগী সন্ন্যাসীর কার্য্য। দুই কাজ একজনকে করিতে বলা আপাততঃ বিরোধী। এই বিরোধের সমাধান আছে সঞ্জয়ের উক্তিতে। ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়। যোগেশ্বর ব্রহ্মণ্যদেব। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের মিলনেই মানব সমাজের কল্যাণ নিহিত। কবি ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থং

ক্ষাত্রবীর্য্য ও ব্রাহ্মণ্যশক্তি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। দুই এর একাত্মতায় জীবন সুশৃঙ্খলিত। একাধারে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মিলনে হয় রাজর্ষি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রাজর্ষি হইতে বলিতেছেন। রাজার কর্ত্তব্য যুদ্ধ, ঋষির কর্ত্তব্য শরণাগতি। অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য আছে। যোগেশ্বরের কর্ত্তব্য নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যম্ ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন"।

যোগেশ্বর কর্ত্তব্যহীন। কর্ত্তব্যাতীত। এইরূপ হইয়াও কর্ম্ম করেন জগৎ কল্যাণার্থ। যোগেশ্বরের সঙ্গে ধনুর্দ্ধরের যুক্ততার অর্থ—কর্ত্তব্যাতীত হইয়া জগৎ কল্যাণার্থ কর্ম্ম করা। নিজ প্রয়োজনে কর্ত্তব্য না করিয়া যুগের প্রয়োজনে, ভগবৎ প্রয়োজনে, ভগবৎ প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করা। ইহাই "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ"।

শরণাগতিরূপ ধর্ম্ম লইয়া অন্য ধর্ম্ম ত্যাগ কর, ইহার তাৎপর্য্য শরণ্যের হাতের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া তাঁর অভিপ্রায় জানিয়া স্বধর্ম্ম পালন। তখন আর স্বধর্ম্ম স্ব-ধর্ম্ম থাকে না। তখন উহা হয় নিজ জীবনে ভগবদ্ ইচ্ছার পরিপূর্ত্তি। বিশ্বকবির ভাষায়—তোমার ইচ্ছা হউক হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে। উক্ত পরম মন্তব্যটি উচ্চারণ করিয়া সঞ্জয় বলিলেন—"ইতি মতির্ম্মম"।

আমি ক্ষুদ্র মানুষ। ক্ষুদ্র আমার বুদ্ধি। এই বুদ্ধিতে যাহাই আসিল তাহাই বলিলাম। যেটুকু বলিলাম তাহাও নিজ বুদ্ধি বলে নয়। গুরুদেব বেদব্যাসের কৃপায়, যোগেশ্বরের মুখে মহাযোগের বাণী শ্রবণে আমার যেরূপ মতি জাগিল তাহা অকপটে ব্যক্ত করিলাম।

সমগ্র গীতা শ্রবণের পর সঞ্জয়ের এই মন্তব্য অপূর্ব্ব, অতুলনীয়। শুনিলেন যাহা শ্রোতব্য। তার পরই মন্তব্য। সত্যে নিধিধ্যাসন না হইলে এইরূপ মন্তব্য মুখে ফোটে না। সঞ্জয় এক শ্লোকে নিখিল শাস্ত্র কহিয়াছেন।

সঞ্জয়ের অনুভূত সত্য রাষ্ট্রকর্ত্তাগণের কর্ণে প্রবিষ্ট হউক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্জয়ের শেষ উক্তি গীতার চরম মন্ত্র আমাদের যাত্রাপথ সুগম করুক, জীবন জয়যুক্ত হউক।

সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥
সংসার সাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতা নাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥

(তন্ত্রসার)

লোকত্রয়ের উপকারে গীতা দান যার।
পরমাত্মা কৃষ্ণচন্দ্রে করি নমস্কার॥
সুখে পাড়ি দিবে যদি সংসার সাগর।
গীতার নৌকায় উঠ বুদ্ধিমান নর॥
জয় জগদ্বন্ধু হরি ওঁ তৎ সৎ।

—*—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥ ৬
আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তদশ অধ্যায়

অর্জ্জুন কহিলেন

শাস্ত্রবিধি তেয়াগিয়া পূজে শ্রদ্ধাভরে।
ত্রিগুণেতে কি সে নিষ্ঠা বল না আমারে ॥ ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন

জীবের ত্রিবিধ শ্রদ্ধা স্বভাবত হয়।
সত্ত্ব রজ তম এরা শোন ধনঞ্জয় ॥ ২
মনোবৃত্তি অনুরূপ হয় শ্রদ্ধা যত।
শ্রদ্ধাময় জীব সব হয় শ্রদ্ধামত ॥ ৩
সাত্ত্বিকের দেবপূজা, রজে রক্ষ যক্ষ।
তামসিক ভূত প্রেত পূজয় অসংখ্য ॥ ৪
দম্ভী কামী অহংকারী শাস্ত্র নাহি মানি।
দেহস্থিত ভূতগণে যত দুঃখ দানি ॥
শরীরস্থ আমাকেও করিয়া ব্যথিত।
তপস্যায় রত হলে অসুর নিশ্চিত ॥ ৫—৬
আহারের ত্রিবিধত্ব আছে ধনঞ্জয়।
যজ্ঞ দান তপস্যাও সেই মত হয় ॥ ৭
আয়ু সত্ত্ব বল রুচি বর্দ্ধক স্বাস্থ্যের।
রসাল সুস্নিগ্ধ বস্তু প্রিয় সাত্ত্বিকের ॥ ৮
অতি কটু অম্ল উষ্ণ তীক্ষ্ণ দাহকর।
অতিশয় লবণাক্ত রুক্ষ ভয়ঙ্কর ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১০

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১১

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥ ১৩

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ ১৭

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্॥ ১৮

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোক দুঃখ রোগপ্রদ যে যে খাদ্য হয়।
রজোগুণী ভালবাসে জানিবে নিশ্চয়॥ ৯
ঠাণ্ডা বাসি গতরস অখাদ্য যে হায়।
দুর্গন্ধ উচ্ছিষ্ট ভোজ্য তমোগুণী খায়॥ ১০
শাস্ত্রের নির্দ্দেশে যজ্ঞ-ফল নাহি গণি।
যতচিত্তে কৃতকার্য্য সাত্ত্বিক যে জানি॥ ১১
ফলাকাঙ্ক্ষী দম্ভী কামী যজ্ঞ অনুষ্ঠানে।
রাজসিক বলি তারে সবাই বাখানে॥ ১২
মন্ত্রবিধি শ্রদ্ধাহীন অন্নদান নয়।
দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ তামসিক হয়॥ ১৩
দেব দ্বিজ গুরু পূজা অহিংসা শুচিতা।
ব্রহ্মচর্য্যে কৃত তপ, শারীরিক খ্যাতা॥ ১৪
উদ্বেগবিহীন বাক্য সত্য প্রিয় হিত।
বেদ পাঠে যে তপস্যা বাঙ্ময় খ্যাত॥ ১৫
শান্ত সৌম্য ভাবশুদ্ধি মৌন প্রসন্নতা।
যত চিত্তে কৃত তপ মানসিক খ্যাতা॥ ১৬
কামনাবিহীন তপ সশ্রদ্ধ ত্রিবিধ।
সাত্ত্বিক বলিয়া তাহা হয় অভিহিত॥ ১৭
মান পূজা যশ চাহি তপ অনুষ্ঠিত।
অস্থায়ী অধ্রুব তাহা রাজসিক খ্যাত॥ ১৮
আত্মক্লেশে অন্যনাশে নির্বিচারে কৃত।
দুরাগ্রহে সে তপস্যা তামসিক খ্যাত॥ ১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥ ২০
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১
আদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২
ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ ২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ ২৭
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়-
বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থান কাল পাত্র ঠিক প্রতিদান নাই।
উচিত জ্ঞানেতে দান সাত্ত্বিক যে তাই ॥ ২০
উপকার ফল আশে কষ্টসাধ্য হলে।
সেই দান খ্যাত হয় রাজসিক বলে ॥ ২১
স্থান কাল পাত্র যত সব অবহেলি।
অসম্মানে কৃত দান তামসিক বলি ॥ ২২
"ওম তৎ সৎ" নামে ব্রহ্মকেই কয়।
বেদ যজ্ঞ দ্বিজ সৃষ্টি এ হতেই হয় ॥ ২৩
ব্রহ্মবাদী আচার্য্যেরা তপ যজ্ঞ দান।
'ওঁ' শব্দ উচ্চারণে করেন বিধান ॥ ২৪
'তৎ' শব্দ উচ্চারণে মুক্তিকামী যারা।
যজ্ঞ দান তপ ক্রিয়া করে থাকে তারা ॥ ২৫
অস্তিত্বে সাধুত্বে আর মঙ্গল কর্ম্মেতে।
সৎ শব্দ সদা কাল হয় উচ্চারিতে ॥ ২৬
যজ্ঞ দান তপে নিষ্ঠা "সৎ" নাম জ্ঞাত।
ভগবৎ কর্ম্ম যত সৎ নামে খ্যাত ॥ ২৭
হোম দান তপ ক্রিয়া শ্রদ্ধাহীন হলে।
অসৎ নামেতে খ্যাত ব্যর্থ উভকালে ॥ ২৮

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত

—*—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥ ৪
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫
এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশ অধ্যায়

অর্জুন কহিলেন

ত্যাগ আর সন্ন্যাসের হে মধুসূদন।
পৃথক পৃথক তত্ত্ব শুনিবারে মন।। ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন

কাম্য কর্ম তোয়াগিলে সন্ন্যাস যে হয়।
কর্মফল ত্যাগ হলে ত্যাগ তারে কয়॥ ২
কেহ বলে দোষবৎ কর্ম ত্যাজ্য হয়।
অন্য মতে যজ্ঞ দান তপ ত্যাজ্য নয়॥ ৩
শোন পার্থ ত্যাগতত্ত্ব বলি সুনিশ্চয়।
ত্রিবিধ ত্যাগের তত্ত্ব জ্ঞানিগণ কয়॥ ৪
যজ্ঞ দান তপ কর্ম ত্যাজ্য কভু নয়।
এই সব কর্মে জ্ঞানী শুদ্ধ চিত্ত হয়॥ ৫
ফল ও আসক্তি ছাড়ি যদি কর্ম হয়।
মোর মতে সেই কর্ম উত্তম নিশ্চয়।। ৬
নিত্য কর্ম ত্যাগ কভু উচিত না হয়।
মোহবশে সেই ত্যাগ তামস যে কয়॥ ৭
কায়ক্লেশ ভয়ে কর্ম যদি হয় ত্যাগ।
রাজস তাহার নাম নহি ফলভাগ॥ ৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥ ১২

পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম ফলাশক্তি নাই।
সাত্ত্বিক বলিয়া তাহা বলে যে সবাই ॥ ৯
সাত্ত্বিক মেধাবী ত্যাগী স্থির বুদ্ধি জন।
সুখে রাগী দুঃখে ত্যাগী কভু নাহি হন ॥ ১০

দেহীর ত সর্ব কর্ম ত্যাগ নাহি হয়।
কর্মফল ত্যাগ হলে ত্যাগী তারে কয় ॥ ১১
ইষ্ট ও অনিষ্ট ফল ইষ্টানিষ্ট ভাগী।
দেহান্তে সকামী, কিন্তু নাহি ভোগে ত্যাগী ॥ ১২

সাংখ্য ও বেদান্ত মতে কর্ম সিদ্ধি তরে।
কারণ পাঁচটি যাহা কহিব তোমারে ॥ ১৩
দেহ অহং দৈব আর চেষ্টা নানাবিধ।
ইন্দ্রিয়ের সাহচর্য—এই পঞ্চবিধ ॥ ১৪

কায়মনোবাক্য দ্বারা যে যে কর্ম হয়।
ন্যায় কিংবা নহে ন্যায় পঞ্চেতেই হয় ॥ ১৫
এই তত্ত্ব না জানিয়া আত্মা কর্ত্তা মানে।
দুষ্টবুদ্ধি অজ্ঞানী সে সত্য নাহি জানে ॥ ১৬

কর্মেতে কর্তৃত্বহীন নির্লিপ্ত যে হয়।
সর্বলোক বধিয়াও হন্তা বধ্য নয় ॥ ১৭
করণ কর্ম ও কর্তা কর্মের আশ্রয়।
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা তিন কর্মমূল হয় ॥ ১৮

গুণভেদে ত্রিবিধত্ব সাংখ্যমতে কয়।
জ্ঞান কর্ম কর্ত্তা ভেদ কহি সুনিশ্চয় ॥ ১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্‌বিধান।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১

যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্॥ ২২
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩

যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ ২৪
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে॥ ২৫

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥ ২৮
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়॥ ২৯

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ ৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেদেতে অভেদ জ্ঞান অব্যয় স্বরূপ।
সাত্ত্বিক জ্ঞানেতে হয় নহে অন্যরূপ ॥ ২০

ভূতমধ্যে ভিন্নভাব দৃষ্ট যাহা হয়।
সত্য বলি মনে হলে রজ জ্ঞান কয় ॥ ২১

তামস জ্ঞানের ফল কহিতেছি এবে।
তুচ্ছ কর্মে গুরুবোধ যুক্তি নাহি রবে ॥ ২২

রাগ দ্বেষ ফলাকাঙ্ক্ষা আসক্তিবিহীন।
সাত্ত্বিক তাহাই যদি নহে শাস্ত্রহীন ॥ ২৩

অহংকারে পরিশ্রমে সকামীর কর্ম।
রাজস বলিয়া খ্যাত কহি তার মর্ম ॥ ২৪

হিংসা শক্তি বিত্তক্ষয় ফল নাহি ভেবে।
মোহেতে করিলে কর্ম তামসই কবে ॥ ২৫

উদ্যমী ও ধৃতিযুক্ত ফলে নির্বিকার।
অহংরাগহীন কর্ত্তা সাত্ত্বিক যে আর ॥ ২৬

লুব্ধ হিংস্র শুচিহীন ফলকামী যিনি।
হর্ষ শোক ভোক্তা হলে রাজসিক তিনি ॥ ২৭

উন্মনা ইতর শঠ উদ্ধত অলস।
বিদ্বেষ বিষাদী কর্ত্তা জানিও তামস ॥ ২৮

ধৃতি ও বুদ্ধির ভেদ ত্রিবিধ নির্দ্দেশ।
গুণভেদে সেই ভেদ কহিব অশেষ ॥ ২৯

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কিবা কর্ত্তব্য অভয়।
বন্ধ মোক্ষ জ্ঞাতা বুদ্ধি সাত্ত্বিক যে হয় ॥ ৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩
যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাহি জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্য ও অকার্য্য।
অযথা দর্শক বুদ্ধি রাজসিক ধার্য্য ॥ ৩১
ধর্ম্মেতে অধর্ম্ম জ্ঞান বুদ্ধি মোহাবৃত।
বিপরীতদর্শী বুদ্ধি তামসিক খ্যাত ॥ ৩২

প্রাণাদি ইন্দ্রিয় কর্ম্ম যাহে নিয়ন্ত্রিত।
যোগযুক্ত সেই ধৃতি সাত্ত্বিক কথিত ॥ ৩৩
ধর্ম্ম অর্থ কামে বদ্ধ যেই ধৃতি হয়।
ফলাকাঙ্ক্ষা সেই ধৃতি রাজসিক কয় ॥ ৩৪

নিদ্রা ভয় শোক দুঃখ যাহে দৃঢ় হয়।
সেই ধৃতি তামসিক সর্ব্বলোকে কয় ॥ ৩৫
ত্রিবিধ সুখের কথা কহিব এখন।
অভ্যাসে যাহার হয় দুঃখ বিমোচন ॥ ৩৬

সাত্ত্বিকী সে সুখ যাহা আগে বিষময়।
আত্মজাত সেই সুখ অমৃত যে হয় ॥ ৩৭
ইন্দ্রিয়জ সুখ যাহা আগে সুধাময়।
পরিণামে দুঃখদায়ী রাজসিক কয় ॥ ৩৮

তামসিক সুখে আনে আলস্য প্রমাদ।
আদি-অন্তে মোহকরী নিদ্রা ও বিষাদ ॥ ৩৯
গুণ-মুক্ত স্বর্গে মর্ত্ত্যে কেহ নাহি হয়।
ত্রিগুণেতে বদ্ধ জীব জানিবে নিশ্চয় ॥ ৪০

স্বভাবজ গুণে হয় কর্ম্মের বিভাগ।
ব্রহ্ম ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই চারি ভাগ ॥ ৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শম দম তপ শৌচ ক্ষমা সরলতা।
ব্রহ্ম কর্ম্মে বিজ্ঞান ও জ্ঞান আস্তিকতা ॥ ৪২
শৌর্য্য তেজ ধৃতি দান আর প্রভুভাব।
বিজিগীষা নিপুণতা ক্ষত্রিয় স্বভাব ॥ ৪৩
কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য বৈশ্য কর্ম্ম হয়।
পরিচর্য্যা কর্ম্ম শুধু শূদ্রেতেই রয় ॥ ৪৪
সাধিয়া স্বকর্ম্ম নর সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।
কি ভাবে সে সিদ্ধিলাভ শোন ধনঞ্জয় ॥ ৪৫
যাহা হতে সর্ব্ব কর্ম্ম সর্ব্বব্যাপী যিনি।
স্বকর্ম্মেতে পূজি তাঁরে মুক্তি লাভ জানি ॥ ৪৬
সুসম্পন্ন পরধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ তবু নয়।
স্বধর্ম্মের বিগুণেতে পাপ নাহি হয় ॥ ৪৭
দোষ-যুক্ত স্বীয় কর্ম্ম ত্যাজ্য কভু নয়।
ধূমাবৃত অগ্নি সম কর্ম্ম দোষময় ॥ ৪৮
জিতেন্দ্রিয় স্পৃহাশূন্য কর্ম্মযোগ হতে।
নৈষ্কর্ম্মের সিদ্ধিলাভ হয় ভালমতে ॥ ৪৯
সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী যথা ব্রহ্মযুক্ত হয়।
জ্ঞানফল সেই নিষ্ঠা কহি ধনঞ্জয় ॥ ৫০
ধৃতি দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত করিয়া সংযত।
রাগ দ্বেষ ত্যাগ করি বিষয়ে বিরত ॥
মিতভোজী নির্জ্জনবাসী কায় মন বাক্য।
ধ্যানযোগে সংযমনে লভিয়া বৈরাগ্য ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি ।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে ।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা ।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত ।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া ।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহংকার বল দর্প করি পরিহার।
ব্রহ্মলাভে যোগ্য হয় প্রসন্নতা যার॥ ৫১—৫৩

ব্রহ্ম লভি প্রসন্নাত্মা শোকাকাঙ্ক্ষা নাই।
সর্ব্বভূতে সমদর্শি পরাভক্তি তাই॥ ৫৪

পরাভক্তি লাভে হয় স্বরূপের জ্ঞান।
তাহাতেই মোর মধ্যে হয় অন্তর্ধান॥ ৫৫

মমাশ্রয়ে নিত্যকর্ম্ম করি সমাপন।
আমার কৃপায় লাভ হয় ব্রহ্মধন॥ ৫৬

মন দ্বারা সঁপি কর্ম্ম ভক্ত হবে মোর।
বুদ্ধিযোগে সমর্পণ হবে চিত্ত তোর॥ ৫৭

আমার কৃপাতে হবে সর্ব্ব দুঃখ পার।
অহংকারে না শুনিলে বিনাশ তোমার॥ ৫৮

অহংকারে ভাবিতেছ যুদ্ধ না করিবে।
প্রকৃতিই যুদ্ধকার্য্যে তোমা নিয়োজিবে॥ ৫৯

মোহবশে যেই কার্য্যে হ'তেছ নিবৃত্ত।
স্বভাবেতে পুনঃ তাহে হইবে প্রবৃত্ত॥ ৬০

সকলের হৃদে বসি ভগবান্ হরি।
ঘুরাইছে সর্ব্বজীবে মায়াযন্ত্র ধরি॥ ৬১

সর্ব্বভাবে লভ যদি তাঁহার শরণ।
তাঁহার কৃপায় শান্তি আর মোক্ষধন॥ ৬২

কহিলাম গুহ্যজ্ঞান তোমায় কৃপাতে।
যথা ইচ্ছা কর তাহা চিন্তি ভালমতে॥ ৬৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥ ৬৬

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপিমুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৭১

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২

অর্জ্জুন উবাচ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্ব গুহ্য বাক্য পুনঃ করহ শ্রবণ।
প্রিয় তুমি তব হিতে বলিব এখন ॥ ৬৪
আমাতে সঁপিয়া চিত্ত আমাকে ভজিবে।
যজ্ঞ আর প্রণতিতে আমাকেই পাবে ॥ ৬৫
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের নাহি প্রয়োজন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হবে লইলে শরণ ॥ ৬৬
ধর্ম্ম ভক্তি সেবাহীন আমায় বিদ্বেষ।
বলিবে না কভু তাকে এই উপদেশ ॥ ৬৭
ভক্ত মধ্যে এই বাক্য করিলে প্রচার।
আমাকেই পাবে তাহে সন্দেহ কি আর ॥ ৬৮
তাহাকেই গণি আমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।
তিনি ভিন্ন আর কেবা হবে মোর প্রিয় ॥ ৬৯
এই ধর্ম্ম কথা যাঁরা করে অধ্যয়ন।
জ্ঞান যজ্ঞে তাঁরা মোরে করেন অর্চ্চন ॥ ৭০
দোষমুক্ত শ্রদ্ধাবান করিয়া শ্রবণ।
পাপমুক্ত পুণ্যলোকে করেন গমন ॥ ৭১
শুনিলে ত যতচিত্তে মোর বাক্যচয়।
অজ্ঞান জনিত মোহ হইল কি ক্ষয় ? ৭২

অর্জ্জুন কহিলেন

তোমার কৃপায় মোহ হল অপনীত।
স্মৃতিলাভ স্বস্থ আমি সন্দেহ যে গত ॥
তব বাক্য এবে আমি করিব পালন।
প্রসন্ন প্রশান্ত মনে জগৎ শরণ ॥ ৭৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৫
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥ ৭৮

ওঁ তৎসৎ

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে মোক্ষযোগো
নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

ওঁ তৎসৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঞ্জয় কহিলেন

বাসুদেব অর্জ্জুনের কথোপকথন।
অদ্ভুত রোমহর্ষণ করিনু শ্রবণ॥ ৭৪
ব্যাসের কৃপায় আমি অতি গুহ্য যোগ।
যোগেশ্বর কৃষ্ণ মুখে করি উপভোগ॥ ৭৫
পবিত্র অদ্ভুত এই কৃষ্ণার্জ্জুন কথা।
পুনঃ পুনঃ স্মরি হই হৃষ্ট যে সর্ব্বথা॥ ৭৬
সেইরূপ অপরূপ করিয়া স্মরণ।
পুনঃ পুনঃ হরষিত বিস্ময়ে মগন॥ ৭৭
পার্থ সহ যোগেশ্বর কৃষ্ণ যেথা হয়।
লক্ষ্মী আর ধ্রুবানীতি ভূতি তথা রয়॥ ৭৮

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

—*—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথ শ্রীগীতামাহাত্ম্যম্

ধরোবাচ

ভগবন্ পরমেশান ভক্তিরব্যভিচারিণী।
প্রারব্ধং ভুঞ্জমানস্য কথং ভবতি হে প্রভো ॥ ১

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ

প্রারব্ধ ভুঞ্জমানো হি গীতাভ্যাসরতঃ সদা।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে ॥ ২
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যানং করোতি চেৎ।
ক্বচিৎ স্পর্শং ন কুর্ব্বন্তি নলিনীদলমম্বুবৎ ॥ ৩
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র যত্র পাঠঃ প্রবর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি তত্র বৈ ॥ ৪
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনঃ পন্নগাদয়ঃ।
গোপালৈর্গোপিকাভিশ্চ নারদোদ্ধব-পার্ষদৈঃ।
সমায়ান্তি তত্র শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥ ৫
যত্র গীতা-বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বী নিবসামি সদৈব হি ॥ ৬
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীন্ লোকান্ পালয়াম্যহম্ ॥ ৭
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যা সানির্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"গীতা-মাহাত্ম্য"

পৃথ্বী বলে কহ প্রভু হইয়া সদয় ।
প্রারব্ধভোগীর ভক্তি কিরূপেতে হয় ॥ ১
প্রভু কহে সদা যেবা গীতাপাঠে রহে ।
সুখী, মুক্ত সেইজন কর্ম্মাসক্ত নহে ॥ ২
পদ্মপত্র যথা জলে সিক্ত নাহি হয় ।
গীতাধ্যানী মহাপাপে তথা লিপ্ত নয় ॥ ৩
যে যে স্থানে গীতা পাঠ হয় নিয়মিত ।
সর্ব্বতীর্থ প্রয়াগাদি সেথা উপনীত ॥ ৪
সপার্ষদ যোগী-ঋষি নারদ উদ্ধব ।
গোপাল গোপীকা আর দেব, সর্প সব ॥
ত্বরিত গমনে আসি মিলে সেই স্থানে ।
ভক্তিভরে গীতাব্যাখ্যা হয় যেইখানে ॥ ৫
গীতা পাঠ অধ্যাপন শ্রবণ বিচার ।
সেই স্থানে সদা যে গো বসতি আমার ॥ ৬
গীতাশ্রয়ে থাকি আমি শ্রেষ্ঠ গৃহ গীতা ।
গীতাজ্ঞানে ত্রিলোকের আমি পালয়িতা ॥ ৭
অর্দ্ধমাত্রা অনির্ব্বাচ্য পরব্রহ্মরূপ ।
নিত্যপদরূপা গীতা অক্ষরস্বরূপ ॥
আমার পরমা বিদ্যা গীতাই যে হয় ।
অসংশয় এই বাক্য কহি যে নিশ্চয় ॥ ৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোঽর্জ্জুনম্।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা ॥ ৯
যোঽষ্টাদশজপোন্নিত্যং নরো নিশ্চলামানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং স লভতে ততো যাতি পরং পদম্ ॥ ১০
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে ততোঽর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১
ত্রিভাগং পঠমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ ॥ ১২
একাধ্যায়ন্তু যো নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ১৩
অধ্যায়মেকং পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে নরঃ।
স যাতি নরতাং যাবন্মন্বন্তরং বসুন্ধরে ॥ ১৪
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
দ্বৌ ত্রীনেকং তদর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্ ॥ ১৫
গীতাপাঠসমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥ ১৬
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ ॥ ১৭
গীতার্থশ্রবণাসক্তো মহাপাপযুতোঽপি বা।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ১৮
গীতার্থং ধ্যায়তে নিত্যং কৃত্বা কর্ম্মাণি ভূরিশঃ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো দেহান্তে পরমং পদম্ ॥ ১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণ কন অর্জ্জুনেরে।
গীতানন্দ বেদরূপা ভুলোনা তাহারে ॥ ৯

এক মনে সর্ব্বগীতা সদা অধ্যয়ন।
তত্ত্বজ্ঞান লাভ করি পায় মোক্ষধন ॥ ১০

সর্ব্বাঙ্গের গীতা পাঠ যদি না সম্ভবে।
গোদানের পুণ্যফল অর্দ্ধপাঠে পাবে ॥ ১১

তৃতীয়াংশ পাঠে হয় গঙ্গাস্নান ফল।
ষষ্ঠাংশের পাঠে লাভ সোমযাগ ফল ॥ ১২

ভক্তিতে অধ্যায় এক নিত্য পাঠ যার।
রুদ্ররূপে রুদ্রলোকে বসতি তাহার ॥ ১৩

প্রতিদিন গীতাপাঠ অধ্যায়ের অংশ।
অথবা শ্লোকের যেবা পড়ে এক অংশ ॥
মন্বন্তরকাল তার মনুষ্য-জীবন।
ইহাতে অন্যথা নাহি হয় কদাচন ॥ ১৪

দশ সাত পাঁচ চার তিন দুই শ্লোক।
অথবা যাহার পাঠ্য নিত্য অর্দ্ধ শ্লোক ॥
অযুত বৎসর তার চন্দ্রলোকে বাস।
না হবে অন্যথা কভু করহ বিশ্বাস ॥ ১৫

গীতাপাঠকালে যদি দেহ ত্যাগ হয়।
মনুষ্য জনম সে যে পুনরায় লয় ॥
এ জনমে পুনরায় গীতা পাঠ যার।
শ্রেষ্ঠ লোক ব্রহ্মপদ লাভ হয় তার ॥ ১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভূজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গীতা যাতাঃ পরং পদম্॥ ২০
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠো ভবেৎ তস্য শ্রম এব হ্যুদাহৃতঃ॥ ২১
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাভ্যাসং করোতি যঃ।
স তৎফলমবাপ্নোতি দুর্লভাং গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ২২

সূত উবাচ

মাহাত্ম্যমেতদ্ গীতায়া ময়া প্রোক্তা সনাতনম্।
গীতান্তে চ পঠেদ্ যস্তু যদুক্তং তৎ ফলং লভেৎ॥ ২৩

ইতি শ্রীবরাহ-পুরাণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্যং

সমাপ্তম্

ওঁ তৎসৎ

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma A... ...mayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা শব্দ উচ্চারিয়া হইলে মরণ।
উত্তম লোকেতে তার হইবে গমন॥ ১৭

গীতার্থ শ্রবণে পাপী হইলে উৎসুক।
বিষ্ণুসহ বৈকুণ্ঠেতে লভে মহাসুখ॥ ১৮

বহু কর্ম্মে লিপ্ত তবু গীতার্থ মনন।
জীবন্মুক্ত হয়ে আশু লভে মোক্ষধন॥ ১৯

জনকাদি ঋষিগণ করি গীতাশ্রয়।
পাপমুক্তি তাঁহাদের মোক্ষ লাভ হয়॥ ২০

মাহাত্ম্য ছাড়িয়া যেবা করে গীতা পাঠ।
বৃথা শ্রম বলে তায় ব্যর্থ সেই পাঠ॥ ২১

মাহাত্ম্য সহিত যার গীতা অধ্যয়ন।
গীতাপাঠ ফল লভে—লভে মোক্ষধন॥ ২২

সূত বলে যেই ফল কহিলাম আমি।
গীতার পাঠেতে তাহা লভিবেক তুমি॥ ২৩ *

সমাপ্ত

---

* গীতা ও গীতামাহাত্ম্য ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার কর্ত্তৃক অনূদিত।

——*——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীহরিকথা	২৲
চন্দ্রপাত	৵০
উদ্ধারণ	১৲
সংকীর্ত্তন-পদাবলী	৸০
সংকীর্ত্তন-পদামৃত	১।০
চন্দ্রপাত মাধুর্য্যবিন্দু	১৲
মহামৃত্যু-রঙ্গ	১৲
মহাকীর্ত্তন মাধুরী	।৵০
শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা-তরঙ্গিণী ১ম খণ্ড ২॥০, ২য় খণ্ড ২॥০, ৩য় খণ্ড ২॥০ ৪র্থ খণ্ড ২॥০, ৫ম খণ্ড ২৸০ ৬ষ্ঠ খণ্ড ৩৲, ৭ম খণ্ড ২॥০ ৮ম খণ্ড ২॥০, ৯ম খণ্ড ৩৲	
বন্ধুবার্ত্তা	৩৲
বাণীবিজয়	২৲
ব্রহ্মগায়ত্রী	০'৬০
উপনিষদ্ ও শ্রীকৃষ্ণ	৩৲
শ্রীশ্রীবন্ধুস্মরণ মঙ্গল	০'৬২
স্মরণ-মঞ্জরী	।৵০
বিশ্বধর্ম্ম	।০
শ্রীশ্রীবন্ধু স্তোত্র রত্নাবলী	৶০
গৌরকথা ১ম খণ্ড	১৸০
২য় খণ্ড ২৲, ৩য় খণ্ড যন্ত্রস্থ	
শ্রীপাদ মহেন্দ্রজী	১'২৫
শ্রীশ্রীগৌরস্মরণ মঙ্গল	১৲
শ্রীশ্রীহরিপুরুষ ধ্যানমঙ্গল	৸০
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ মঙ্গল	॥০

গোপীমন্ত্র মাধুরী	॥০
বন্ধুগীতি কুসুমাঞ্জলি	৸০
বন্ধু কে ?	।৶০
বন্ধুকরুণা কণিকা	॥০
মহানাম মহাকীর্ত্তন আস্বাদন	৵০
আমেরিকা পথে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী	১॥০
ধর্ম্মপ্রসঙ্গে মিশনারী ও ভারতীয় সাধু	॥০
প্রেমের বাণী	॥০
ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্বজ্যোতিঃ	॥০
প্রেমের ঠাকুর প্রভু জগদ্বন্ধু	১।০
হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু	৸০
গীতাধ্যান ১ম খণ্ড	২৲
২য় খণ্ড ২॥০ ৩য় খণ্ড	২॥০
৪র্থ খণ্ড ১৸০ ৫ম খণ্ড	২॥০
৬ষ্ঠ খণ্ড ২॥০	
প্রভুর রঙ্গীন শ্রীমূর্ত্তি বড়	৸০
মাঝারী সাদা	।০
চণ্ডী চিন্তা	৩৲
উদ্ধব-সন্দেশ	৩'০০
বন্ধুলীলা সুধানিধি ১ম খণ্ড	৩'০০
২য় খণ্ড	৩'৫০
শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ১-২৮ অধ্যায়	১৫'০০
২য় খণ্ড যন্ত্রস্থ।	
মহানামব্রতের পাঁচটী ভাষণ	২'৫০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর। মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৭, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-১১। শ্রীশ্রীহরিসভা, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা। ষ্টুডেণ্ট লাইব্রেরী, ডি. কে. রোড, ধুবড়ী, আসাম। ভাগবত সঙ্ঘ, ১৬সি, ফার্ণ রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

প্রচ্ছদপট ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi